বিষয় ভিত্তিক

আয়াত ও হাদিস সংকলন

আই সি এস পাবলিকেশন

বিষয় ভিত্তিক
আয়াত ও হাদিস
সংকলন
আই সি এস পাবলিকেশন

বিষয় ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস সংকলন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক
মোহাম্মদ দেলাওয়ার হোসেন

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মুহাম্মদ নিজামুল হক নাঈম

প্রকাশনায়
আই সি এস পাবলিকেশন
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৬৪৪০

প্রকাশকাল : জুলাই ২০১১

মূল্য : ২০০ (দুইশত) টাকা

সম্পাদনায়
ড. মুফতি মাওলানা আবু ইউসুফ খান
উপাধ্যক্ষ-তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

সংকলনে
হাফেজ মাওলানা মো: মহিউদ্দিন মাসুম
এম এম, এম এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাওলানা মো: রফিকুল ইসলাম
কামিল হাদিস, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা

মাওলানা মো: আবুল হাসেম মোল্লা
কামিল হাদিস, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী

স.ম. আব্দুল্যাহ আল মামুন
কামিল হাদিস, খুলনা নেছারিয়া কামিল মাদরাসা, খুলনা

আমাদের কথা

সিলেবাসভিত্তিক কুরআন ও হাদিস সংকলন

অসীম দয়ালু ও পরমকরুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি একান্ত অনুগ্রহ করে আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা। জীবনের প্রতিটিক্ষণ তাঁরই প্রশংসায় অতিবাহিত করলেও তাঁর মহিমায় এতটুকু বর্ণনা সম্ভব নয়। আর মহান রব মানুষের জীবনবিধান হিসেবে প্রেরণ করেছেন 'ইসলাম'। ইসলাম শাশ্বত, মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় পথ। যে ওহির মাধ্যমে মানুষের জীবনবিধানকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে তা হলো আল কুরআন। এ মহান কালামের প্রতিটি বাণী সত্য ও অকাট্য। এর বিধানাবলির মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অণুমাত্র অবকাশ নেই। এতে প্রদত্ত তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যেও কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এ কালাম এক চিরন্তর মু'জিযা। কোন মানুষের সাধ্য নেই এ কালামের সাথে চ্যালেঞ্জ করার। অনুরূপ একটি কুরআন বা তার অংশ বিশেষ রচনা করার সাধ্য মানুষের নেই।

আল্লাহতায়ালা মুহাম্মদকে (সা) আল কুরআন প্রচারক এবং একমাত্র ব্যাখ্যাতা নিয়োগ করেন। মূলত কুরআনের বাস্তব চিত্রই হচ্ছে নবী মুহাম্মদের (সা) জীবনাচরণ তথা গোটা জিন্দেগি। তাই তো তাঁরই সহধর্মিণী উম্মিহাতুল মুসলিমীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) কুরআনের বাস্তব নমুনা হিসেবে রাসূলের (সা) সকল কর্মতৎপরতাকে ঘোষণা করেন। সুতরাং আল কুরআন এবং রাসূল (সা) প্রদত্ত আল কুরআনের ব্যাখ্যাই হচ্ছে দীন ইসলামের মূল ভিত্তি। আর রাসূলের (সা) প্রদত্ত এ ব্যাখ্যার নামই হলো হাদিস বা সুন্নাহ। তাই হাদিস বা সুন্নাহকে বাদ দিয়ে ইসলামাকে কল্পনাই করা যায় না। ছাদ এবং দেয়াল ছাড়া শুধু পিলারকে যেমন অট্টালিকা বলা যায় না, তেমনি হাদিস ও সুন্নাহ ছাড়া কেবলমাত্র কুরআন দিয়ে ইসলামের অট্টালিকা পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই সুন্নাহ ইসলামী সংস্কৃতি ও কর্মবিধানের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার অধিকারী। হাদিস অধ্যয়ন যেমন ইসলামী আমল ও নৈতিকতা গ্রহণে প্রেরণাদায়ক, তেমনি এর মাধ্যমে ইসলামী সংবিধানের সাথে সরাসরি পরিচয় লাভ সম্ভব। এই কারণে কুরআনের পরে হাদিসের মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। হাদিসের সাহায্য না হলে যেমন কুরআনের নির্ভুল ও সঠিক তাৎপর্য লাভ করা সম্ভব নয়, তেমনি ইসলামী জীবনবিধানও সক্ষম হয় না সম্পূর্ণতা অর্জন করতে। কুরআন মজিদে আল্লাহপাক বলেন, "হে নবী) আর আল্লাহ তোমার প্রতি আল কিতাব এবং হিকমত নাজিল করেছেন। তাছাড়া তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিখিয়েছেন। আসলে তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিরাট।" (সুরা আন্ নিসা:১১৩) নবী করীম (সা) বলেন "জেনে রেখো, আমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে আর সেই সাথে দেয়া হয়েছে অনুরূপ আরেকটি জিনিস।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। আর ইসলামী আন্দোলনের যাবতীয় উপায়-উপাদান স্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত দু'টি বিষয়ে অধ্যয়ন ছাড়া এই বিপ্লবকে জানা বা আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। এই বিপ্লবকে না জেনে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। সে কারণে এই আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকে কুরআন ও হাদিস সরাসরি অধ্যয়ন একান্ত কর্তব্য। বক্তব্য-বিবৃতি ও দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান সফল আন্দোলনের অন্যতম পূর্বশর্ত। কিন্তু নির্দিষ্ট বিষয়ের আয়াত ও হাদিস সরাসরি উক্ত দু'টি উৎস থেকে গ্রহণ করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এই অসুবিধা নিরসনকল্পে ইতোপূর্বে আইসিএস পাবলিকেশন থেকে "সিলেবাসভিত্তিক কুরআন ও হাদিস" সংকলন প্রকাশ করা হয়েছিল। ময়দানের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সংকলনটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের এবং সমৃদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই বর্ধিত কলেবরে "সিলেবাসভিত্তিক কুরআন ও হাদিস" -এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এতে কুরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহের মূল ভাষা আরবি ও তার পাশাপাশি বাংলা অনুবাদের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। ফলে বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হবে। আর সংকলনটি যারা কুরআন ও হাদিস নিয়ে রিসার্চ করতে চান, তাদেরও বেশ সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। যাদের জন্য সংকলনটি প্রকাশ করা বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবাহিনী- তারা এ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাস্তব অনুশীলনে ব্রতী হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ আমাদের সকল কর্ম-তৎপরতা তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে কবুল করুন। আমিন

সূচিপত্র

কুরআনে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমূহ

হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর জন্যে সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াও। (সুরা আন নিসা ১৩৫)

সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান। (সুরা হা-মীম অস সাজদা ৩৩)

তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (বিধান) শক্ত করে ধারন কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সুরা-আল ইমরান ১০৩)

দুনিয়ার জীবন তো কয়েক দিনের জন্য। চিরকাল অবস্থানতো পরকালে। (সুরা আল মোমেন ৩৯)

তারা বলবে ঃ হায় আফসোস্ এ কেমন আমল নামা এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি সবই এতে রয়েছে তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। (সুরা আল কাহাফ ৪৯)

যারা সচ্ছল অবস্থায় ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে। যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে এসব সৎকর্মশীল লোকদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। (সুরা আল ইমরান ১৩৪)

আল্লাহ তাদের কে ভালোবাসেন যারা আল্লাহর পথে সীসা গলানো প্রাচীরের মত সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে। (সুরা আস্ সফ ৪)

"এ বিধান ভীরু কাপুরুষদের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। নফসের দাস ও দুনিয়ার গোলামদের জন্যে নাযিল হয়নি। বাতাসের বেগে উড়ে খড়কুটো, পানির স্রোতে ভেসে চলা কীট-পতঙ্গ এবং প্রতি রঙে রঙ্গীন হওয়া রংহীনদের জন্য অবতীর্ণ করেনি। এ এমন দুঃসাহসী নরসার্দুলদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বাতাসের গতি বদলে দেবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, যারা নদীর তরঙ্গের সাথে লড়তে এবং তার স্রোতধারা ঘুরিয়ে দেবার মত সৎ সাহস রাখে।"

"ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর যত মানুষের জীবন কথা পাওয়া যায়, তাদের শতকরা অন্তত নব্বই জন দরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীন পিতা-মাতার ঘরে জন্ম নিয়েছেন, দুঃখ-মুছিবতের কোলে লালিত-পালিত হয়েছেন। এ সকল মহামানবকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জীবনের মহাসাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে তাঁরা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় সাঁতার শিখেছেন, পানির নির্মম চপেটাঘাতে সামনে এগিয়ে যাবার দীক্ষা পেয়েছেন। এভাবে জীবন সংগ্রামে অটল-অবিচল থাকার ফলে একদিন সাফল্যের উপকূলে পৌঁছে বিজয়ের ঝান্ডা উড্ডীন করতে সক্ষম হয়েছেন।"

শতাব্দীর অগ্রদূত সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীর কলাম থেকে

উলূমুল কুরআন

আল কুরআনের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দটি আরবি, যা قَرْأٌ কিংবা قَرْنٌ শব্দ থেকে উৎপন্ন। قَرْأٌ (পড়া) শব্দ থেকে আসলে قُــرْآنٌ শব্দের অর্থ হয়-অধিক পঠিত। আর قَــرْنٌ (মিলিত থাকা) শব্দ থেকে আসলে قُــرْآنٌ শব্দের অর্থ হয়; সর্বাধিক মিলিত ও সংযুক্ত। যেহেতু কুরআন মাজিদ সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ এবং এর আয়াত ও অর্থের মাঝে পারস্পরিক মিলও রয়েছে, তাই এর নাম اَلْقُرْاٰنُ

পারিভাষিক অর্থ

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্য জীবরাঈল (আ) এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নবুওয়তের দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে যে বিধান নাজিল হয়েছে তার সমষ্টি আল কুরআন।

اَلْمَنَارُ গ্রন্থকার বলেন-

"هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ اَلْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ

"কুরআন হচ্ছে সে গ্রন্থ যা রাসূল (সা) এর উপর অবতীর্ণ যাকে মাসহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।"

মহান আল্লাহর বাণী : هٰـذَا بَيَـانٌ لِـلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ "এটা মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক ও উপদেশ।" (আলে ইমরান: ১৩৮)

আল কুরআনের কয়েকটি নাম

১। اَلْهُدٰى (আল হুদা) পথপ্রদর্শক: هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

২। اَلْكِتَابُ (আল কিতাব) গ্রন্থ: هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

৩। اَلْفُرْقَانُ (আল ফুরকান) পার্থক্যকারী: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِه

৪। اَلنُّوْرُ (আন্ নূর) আলো: قَدْ جَائَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

৫। اَلذِّكْرُ (আয্-যিকর) উপদেশ: وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

৬। كِتَابٌ مُّبِيْنٌ (কিতাবুম মুবিন) সুস্পষ্ট কিতাব: حٰمٓ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ

৭। اَلْكَلَامُ (আল কালাম) কথাবার্তা: حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ

৮। اَلْحِكْمَةُ (আল হিকমাহ) প্রজ্ঞা: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

৯। اَلْبَيَانُ (আল বায়ান) বর্ণনা: هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

১০। بُشْرٰى (বুশরা) সুসংবাদ: هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

১১। حَبْلُ اللّٰهِ (হাবলুল্লাহ) আল্লাহর রজ্জু: وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

১২। اَلْحَقُّ (আল হাক্ব) সত্য: فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ

১৩। اَلْمَوْعِظَةُ (আল মাওইযাহ) উপদেশ: قَدْ جَائَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

১৪। اَلْوَحْىُ (আল অহি) প্রত্যাদেশ: اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

১৫। اَلشِّفَاءُ (আশ শিফা) উপশমকারী: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

আয়াতের প্রকারভেদ

হুকুমের দিক থেকে ৩ প্রকার: ১। হালাল ২। হারাম ৩। আমছাল

অর্থের দিক থেকে ২ প্রকার: ১। মুহ্কামাত ২। মুতাশাবিহাত

هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (اٰلِ عِمْرَانَ:٧)

হাদীসের আলোকে আয়াতের প্রকার

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضِ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَأَمْثَالٍ فَأَحِلُّوْا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوْا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ - (بُخَارِىْ - مُسْلِمٌ)

সূরাসমূহের প্রকারভেদঃ সূরা দুই প্রকার : ১. মাক্কী সূরা ২. মাদানী সূরা

মাক্কী সূরা : রাসূল (সা) এর মদীনায় হিযরতের পূর্বে যে সকল সূরা নাজিল হয়েছে, সে গুলোকে মাক্কী সূরা বলা হয়। মাক্কী সূরা ৮৬টি।

মাদানী সূরা : রাসূল (সা) এর মদীনায় হিযরতের পর যে সকল সূরা নাজিল হয়েছে, সেগুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়। মাদানী সূরা ২৮টি।

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. সূরা ও আয়াতগুলো ছোট ছোট ও ছন্দময়।

২. তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সংক্রান্ত আলোচনা।

৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا اَيُّهَا النَّاسُ (হে মানব জাতি) বলে সম্বোধন।

৪.মাক্কী সূরা ব্যক্তি গঠনে হেদায়াতপূর্ণ।

৫. কুরআনের সত্যতার প্রমাণ ও ঈমান আকিদার আলোচনা।

৬. মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তাশক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

৭. س ও سوف শব্দের ব্যবহার বেশি।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য

১. সূরা ও আয়াতগুলো বড় ও গদ্যময়।

২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ইমানদারগণ) বলে সম্বোধন।

৩.সামাজিক বিধি-বিধান, ফৌজদারি আইন, উত্তরাধিকারী আইন, বিয়ে তালাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।

৪. যুদ্ধ, সন্ধি, গণীমত, জিযিয়া ইত্যাদির বিবরণ।

৫. ইবাদাত, আহকামে শরিয়ত ও হালাল হারামের বর্ণনা।

৬. মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত আলোচনা।

৭. জাকাত ও ওশরের নিয়ম-কানুন আলোচনা।

কুরআন অধ্যয়নে সমস্যা

১. অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় মনে করা।

২. একই বিষয়ে বারবার উল্লেখ থাকা।

৩. বিষয়সূচি না থাকা।

৪. নাজিলের প্রেক্ষাপট না জানা।

৫. নাসেখ-মানসুখ না জানা।

৬. আরবি ভাষা না জানা।

সমাধানের উপায়

১.অধ্যয়নের সময় নিরপেক্ষ মনমগজ নিয়ে বসা।

২. আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট ও রাসূল (সা) এর আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা।

৩.নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

৪. আরবি ভাষা শেখার চেষ্টা করা।

৫. কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়া।

অহি নাজিলের পদ্ধতি ৭টি :

১. স্বপ্নযোগে اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ فِى النَّوْمِ

২. ঘন্টাধ্বনির ন্যায়اَحْيَانًا يَاْتِيْنِى مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرْسِ

৩. জিব্রাঈল (আ) এর নিজস্ব আকৃতিতে

৪.জিব্রাঈল (আ) কর্তৃক মানুষের আকৃতিতে وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَكُ رَجُلًا

৫. ইসরাফিল (আ) এর মাধ্যমে।

৬. পর্দার অন্তরাল থেকে।

৭. অন্তকরণে ঢেলে দেয়া/ইলহামের মাধ্যমেوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ

اِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَو يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِه مَا يَشَاءُ .
(اَلشُوْرٰى: ٥١)

কুরআন সঙ্কলনের ইতিহাস:

তিন যুগে বিভিন্ন ভাবে কুরআন সঙ্কলিত হয়েছে।

* **রাসূল (সা) এর যুগ** :এ যুগে দুভাবে হয়েছে :

১.মুখস্থ করার মাধ্যমে: হাফেজ কুরআনগণের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালেম ইবনে মাকাল, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ বিন সাবিত, আবু যায়েদ, আবুদ দারদা প্রমুখ।

২. লেখার মাধ্যমে: কাতেবে অহিগণের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আলী ইবনে আবু তালেব, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ বিন সাবিত ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখ। তারা পাথর, খেজুরের ডাল, চামড়া ইত্যাদির ওপর কুরআনের আয়াতসমূহ লিখে রাখতেন।

* **হযরত আবু বকর (রা) এর যুগ্ন**

ভণ্ডনবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে অসংখ্য হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কায় হযরত ওমরের পরামর্শক্রমে খলিফা আবু বকর (রা) হযরত যায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে কুরআন সঙ্কলন বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের সদস্যগণ কঠোর সাধনা করে কুরআনের লিখিত বিভিন্ন অংশকে হাফেজে কুরআনের সাথে সমন্বয় করে একত্র করেন। যার নাম রাখা হয় মাসহাফে সিদ্দীকী। হযরত আবু বকরের ইন্তিকালের পর এ কপিটি হযরত ওমরের নিকট এবং তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত হাফসা (রা) একে সংরক্ষনে রাখেন।

* **হযরত উসমান (রাঃ) এর যুগ** : হযরত ওমর (রা) ও উসমান (রা) এর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটায় আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন কুরআন মাজিদকে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ করতে

থাকে। এতে কুরআন বিকৃতির আশঙ্কায় হযরত উসমান (রা) কুরআনের বিকৃত অংশগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে দেন এবং মাসহাফে সিদ্দীকী এর অনুরূপ সাতটি কপি করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। অদ্যাবধি কুরআন মাজিদ সে অবয়বেই বিদ্যমান। এর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন হয়নি। কেননা আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

"নিশ্চয়ই আমি এ উপদেশবাণী নাজিল করেছি, আমিই এর সংরক্ষণ করব।" (সূরা হিজর ০৯)

কয়েকটি তাফসীর গ্রন্থ

১. তাফসীরে ইবনে আব্বাস - আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)।

২. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (তাফসীরে ইবনে কাসীর) ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে আমর ইবনে কাসীর (র)।

৩. ফাতহুল কাদীর- ইমাম শাওকানী।

৪. তাফসীরে কাশশাফ- জারুল্লাহ যামাখশারী।

৫. মাফাতীহুল গাইব- ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী।

৬. তাফসীরে জালালাইন - জাল্লালুদ্দিন মহল্লী ও জালালুদ্দিন সুয়ূতী।

৭. আনওয়ারুত তানজিল ওয়া আসরারুত তাবীল-
নাসিরুদ্দীন বায়যাবী।

৮. তাফহীমূল কুরআন -সাঈয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

৯. ফি যিলালিল কুরআন- সাইয়েদ কুতুব শহীদ।

১০.আল জামে লি-আহকামিল কুরআন - ইমাম কুরতুবী।

১১. মায়ারেফুল কুরআন- মুফতি মুহাম্মদ শফী।

১২. জামেউল বায়ান ফি তাফসীরিল কুরআন- ইবনে জারির তাবারি।

১৩. The Message- Muhammad Asad.

প্রথম অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা :

* সূরা আলাকের ১ম পাঁচ আয়াত (اِقْـرَاْ بِـاسْـمِ رَبِّكَ الَّـذِىْ خَلَقَ ...... مَالَمْ يَعْلَمْ)

* পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে ১ম নাজিল হয় সূরা ফাতেহা (اَلْـحَـمْـدُ لِـلّٰـهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ....غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ)

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত :এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়-

১. বাকারা -২৭৮ (সুদ সংক্রান্ত আয়াত) يَا أَيُّهَا الَّـذِيْـنَ آمَـنُـوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰى

২. বাকারা -২৮২ (ঋণ সংক্রান্ত আয়াত) يَا أَيُّهَا الَّـذِيْـنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

৩. বাকারা-২৮১ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ

৪. নিসা-১৭৬ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ

৫. সর্বশেষ নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা : সূরা নাসর।

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ...... اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

দারসুল কুরআনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ :

১. বিশুদ্ধ তেলওয়াত

২. সরল অনুবাদ

৩. সূরার নামকরণ

৪. নাজিলের সময়কাল

৫. শানে নুজূল/অবতীর্নের প্রেক্ষাপট

৬. নির্বাচিত অংশের বিষয়বস্তু নির্ধারন

৭. ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাফসীর

৮. বর্তমান যুগে আয়াতের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন

৯. আয়াতের শিক্ষা

১০. প্রশ্নোত্তর

সিজদার আয়াতসমূহ ঃ

ক্রম	পারা	সূরা	রুকু	আয়াত নং
১.	৯	আ'রাফ-৭	২৪	২০৬
২.	১৩	রাদ-১৩	২	১৫
৩.	১৪	নাহল-১৬	৭	৪৯-৫০
৪.	১৫	ইসরা-১৭	১২	১০৭-১০৯
৫.	১৬	মারইয়াম-১৯	৪	৫৮
৬.	১৭	হজ্জ -২২	২	১৮
৭.	১৯	ফুরকান-২৫	৫	৬০
৮.	১৯	নামল-২৭	২	২৫-২৬
৯.	২১	সিজদাহ-৩২	২	১৫
১০.	২৩	ছদ-৩৮	২	২৪-২৫
১১.	২৪	হা-মীম সিজদাহ-৪১	৫৩	৩৭-৩৮
১২.	২৭	নাজম-৫৩	১	৬২
১৩.	৩০	ইনশিক্বাক-৮৪	১	২১
১৪.	৩০	আলাক্ব -৯৬	১	১৯

ইমাম আবু হানিফার মতে, সিজদার আয়াত ১৪টি

ইমাম শাফেয়ীর মতে, সিজদার আয়াত ১৫টি, অপরটি হচ্ছে

১৫.	১৭	হজ্জ্ব -২২	১০	৭৭

একনজরে আল কুরআন

১. সূরা -১১৪

২. মাক্কী সূরা-৮৬, মতান্তরে ৮৯।

৩. মাদানী সূরা ২৮, মতান্তরে ২৫।

৪. আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬, মতান্তরে ৬২৩৬।

৫. রুকু ৫৫৪, মতান্তরে ৫৬১।

৬. সিজদার আয়াত ১৪টি, মতান্তরে ১৫টি।

৭. পারা-৩০।

৮. আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় মানুষ (সূরা আহযাবঃ৭২)।

৯. ১ম নাজিলের সময় : হিজরি পূর্ব ১৩ সনে, ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ।

১০. নাজিলের শেষ সময় : হিজরি ১১ সনে, ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ।

১১. পূর্ণাঙ্গ কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থবদ্ধ হয় হিজরি ১২ সনে (৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ), হযরত আবু বকর (রা) এর পৃষ্ঠপোষকতায়।

১২. কুরআনে হরকত সংযোজন করেন-হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, হিজরি ৭৫ সালে (৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

১৩. মনজিল সংখ্যা -৭টি।

১৪. কুরআনে اَللّٰهُ শব্দটি ২৫৮৪ বার এসেছে।

১৫. কুরআনে مُحَمَّدٌ শব্দটি ৪ বার এসেছে।

১৬. কুরআন মাজিদে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বাক্যটি ২ বার এসেছে।

১৭. সূরা "তাওবার" শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই।

১৮. সূরা " নামলে" বিসমিল্লাহ দু'বার উল্লেখ আছে।

১৯. সূরা "তাওবার" অপর নাম 'বারাআত'(بَرَاءَةٌ)।

২০. সূরা "মুহাম্মদ" এর অপর নাম সূরা 'কিতাল'(قِتَالٌ)।

২১. সূরা "মু'মিন" এর অপর নাম সূরা 'গাফের'(غَافِرٌ)।

২২. সূরা "হামীম সিজদাহ" এর অপর নাম সূরা 'ফুসসিলাত'(فُصِّلَتْ)।

২৩. সাহাবাগণের মধ্যে হযরত যায়িদ বিন হারিসের নাম কুরআনে এসেছে। فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا (সূরা আহযাবঃ৩৭)

২৪. কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন (আংশিক) মাওলানা আমীর উদ্দিন বসুনিয়া।

২৫. প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ করেন- গিরিশ চন্দ্র সেন।

২৬. আল কুরআনে ২৫ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ আছে।

বিষয়বস্তুর আলোকে আয়াত সংখ্যা :

১. আদেশ সংক্রান্ত আয়াত -১০০০

২. নিষেধ সংক্রান্ত আয়াত-১০০০

৩. সুসংবাদ সংক্রান্ত আয়াত-১০০০

৪. সতর্কবাণী সংক্রান্ত আয়াত-১০০০

৫. উদাহরণ সম্বলিত আয়াত-১০০০

৬. ঘটনাবলি সম্বলিত আয়াত-১০০০

৭. হালাল হারাম সংক্রান্ত আয়াত-৫০০

৮. তাসবীহ সংক্রান্ত আয়াত-১০০

৯. বিবিধ -প্রসঙ্গের আয়াত-৬৬

সূরা ফাতেহার কয়েকটি নামঃ

১. উম্মুল কুরআন(أُمُّ الْقُرْآنِ) (কুরআনের জননী)

২. উম্মুল কিতাব(أُمُّ الْكِتَابِ) (কিতাবের জননী)

৩. ফাতেহাতুল কিতাব فَاتِحَةُ الْكِتَابِ (কিতাবের ভূমিকা)

৪. সূরাতুল হামদ سُوْرَةُ الْحَمْدِ (প্রশংসার সূরা)

৫. সূরাতুস শুকর سُوْرَةُ الشُّكْرِ (কৃতজ্ঞতার সূরা)

৬. সূরাতুশ শিফা سُوْرَةُ الشِّفَاءِ (আরোগ্য লাভের সূরা)

৭. সূরাতুদ দোয়া سُوْرَةُ الدُّعَاءِ (প্রার্থনার সূরা)

৮. সূরাতুল মুনাজাত سُوْرَةُ الْمُنَاجَاةِ (মুক্তির সূরা)

৯. সূরাতুস সালাত سُوْرَةُ الصَّلَاةِ (নামাজের সূরা)

১০. সূরাতুস সুয়াল سُوْرَةُ السُّوَالِ (চাওয়া/প্রশ্নের সূরা)

১১ সূরাতু কানয سُوْرَةُ الْكَنْزِ (সম্পদের সূরা)

১২. আসসাবউল মাছানী اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ (অভিনব সাতটি আয়াত)

১৩. সূরাতুস শাফিয়া سُوْرَةُ الشَّافِيَةِ (সুস্থতার সূরা)

১৪. সূরাতুল কাফিয়া سُوْرَةُ الْكَافِيَةِ (যথেষ্ট/যথার্থ সূরা)

১৫. সূরাতুল ওয়াফিয়া سُوْرَةُ الْوَافِيَةِ (পরিপূর্ণ সূরা)

উলূমুল হাদীস

*** হাদীস কী?**

হাদীস আরবি শব্দ । অর্থ নতুন কথা বা কাজ। পরিভাষায়, মহানবী (সা) এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিই হাদীস। হাদীসের অপর নাম খবর।

হাদীস শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস এবং দলিল। মানব জীবন পরিচালনার জন্য কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীসও এক ধরনের অহি। দুই প্রকার অহির মাঝে হাদীসের অবস্থান দ্বিতীয় অর্থাৎ অহিয়ে গায়বে মাতলু।

হাদীস হচ্ছে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা

কুরআনের বাণী : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا۔

"তোমরা তা গ্রহণ কর যা রাসূল (সা) নিয়ে এসেছেন এবং তা থেকে বিরত থাক যা তিনি নিষেধ করেছেন।" (আল হাশর :০৭)

হাদীস মূলত অহি, কুরআনের বাণী : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُوْحٰى

"তিনি (রাসূল) অহি ব্যতীত কোন কথাই বলেন না।" (আন নজম: ৩-৪)

কুরআনের বাণী :

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

"এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাকো।"(সূরা নিসা : ৫৯)

রাসূল (সা) এর বাণী :

وَعَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ نَبِيّهِ

"আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তা ধরে রাখবে ততদিন বিপথগামী হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব অপরটি তাঁর নবীর সুন্নাত (কর্মপদ্ধতি, কর্মকৌশল)।" (মুয়াত্তা মালেক)

*** সনদের দিক থেকে হাদীস তিন প্রকারঃ**

১. মারফু (مَرْفُوْعٌ): যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

২. মাওকুফ (مَوْقُوْفٌ): যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৩. মাকতু (مَقْطُوْعٌ): যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

*** মতনের দিক থেকে হাদীস তিন প্রকার**

১. ক্বাওলী (قَوْلِىْ): রাসূল (সা) এর কথা সম্বলিত হাদীসকে ক্বাওলী হাদীস বলে।

২. ফেলী (فِعْلِىْ): রাসূল (সা) এর বাস্তব জীবনের কর্মমূলক হাদীসকে ফেলী হাদীস বলে।

৩. তাক্বরীরী (تَقْرِيْرِىْ): সাহাবীগণের যে সব কথা ও কাজের প্রতি রাসূল (সা) সমর্থন প্রদান করেছেন তাকে তাক্বরীরী হাদীস বলে।

*** বর্ণনাকারী তথা রাবীদের সংখ্যা অনুযায়ী হাদীস চার প্রকার**

১. মুতাওয়াতির(مُتَوَاتِرٌ) :ঐ হাদীস, প্রত্যেক যুগেই যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের মিথ্যাচারে মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিক ভাবেই অসম্ভব।

২. মাশহুর (مَشْهُوْرٌ) : হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরে কোন যুগেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিল না।

৩. আযীয (عَزِيْزٌ) : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন যুগেই দুই এর কম ছিল না।

৪. গরিব (غَرِيْبٌ): যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন কোন যুগে এক জনে পৌঁছেছে।

* শেষোক্ত তিন প্রকারকে এক সাথে খবরে আহাদ(اٰحَادٌ) বলা হয়।

*** রাবী বাদ পড়ার দিক থেকে হাদীস দু'প্রকার**

১. মুত্তাসিল (مُتَّصِلٌ)ঃ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে হাদীসের রাবী সংখ্যা অক্ষুন্ন রয়েছে, কখনো কোন রাবী উহ্য থাকে না, এরূপ হাদীসকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

২. মুনকাতি(مُنْقَطِعٌ) : যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন না থেকে মাঝখান থেকে উহ্য রয়েছে এরূপ হাদীসকে মুনকাতি হাদীস বলে।

*** মুনকাতি হাদীস তিন প্রকার**

১. মুয়াল্লাক (مُعَلَّقٌ): যে হাদীসের সনদের প্রথম থেকে কোন বর্ণনাকারী উহ্য হয়ে যায় কিংবা গোটা সনদ উহ্য থাকে।

২. মু'দাল (مُعْضَلٌ) : যে হাদীসে ধারাবাহিক ভাবে দুই বা তদোর্ধ্ব বর্ণনাকারী উহ্য থাকে।

৩. মুরসাল (مُرْسَلٌ) : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্রে তাবেয়ী এবং রাসূল (সা) এর মাঝখানে সাহাবী রাবীর নাম উহ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ সনদের শেষাংশের রাবীর নাম বাদ পড়ে যায়।

রাবীর গুণ অনুযায়ী হাদীস তিন প্রকার

১. সহীহ (صَحِيْحٌ) : যে হাদীস মুত্তাসিল সনদ,রাবী বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ স্মরণশক্তিসম্পন্ন এবং হাদীসটি শায ও মুয়াল্লাল নয়।

২. হাসান (حَسَنٌ) : স্বচ্ছ স্মরণ শক্তি ব্যতীত সহীহ হাদীসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যার মধ্যে বিদ্যমান।

৩. দয়ীফ (ضَعِيْفٌ) : যে হাদীসে উপরোক্ত সকল কিংবা কোন কোনটার উল্লেখ্যযোগ্য ক্রটি থাকে তাকে দয়ীফ হাদীস বলে।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনুযায়ী রাবী ৪ প্রকার

১. **মুকসিরীন** (مُكْثِرِيْنَ): যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১০০০ এর উপরে

২. **মুতাওয়াসসিতীন**(مُتَوَسِّطِيْنَ) : যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ এর উপরে ১০০০ এর নিচে।

৩. **মুক্বিল্লীন**(مُقِلِّيْنَ) : যাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৪০ এর উপরে ৫০০ এর নিচে।

৪. **আক্বাল্লীন**(اَقَلِّيْنِ): যারা ৪০ এর কম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইলমে হাদীসের কিছু পরিভাষা

সনদ- (سَنَدٌ) : হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

মতন-(مَتَنٌ) : হাদীসের মূল অংশকে মতন বলে।

সুনান- (سُنَنٌ) : যে হাদীস গ্রন্থ ফিকহের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

মুসনাদ-(مُسْنَدٌ):যে হাদীস গ্রন্থ সাহাবীদের তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

সহীহাইন-(صَحِيْحَيْنِ) : বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়কে একত্রে বলা হয় সহীহাইন।

মুত্তাফাকুন আলাইহি- (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ):একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত একই হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে যা বর্ণনা করা হয়েছে।

যে হাদীস বুখারী ও মুসলীম শরীফে রয়েছে তাকে বলা হয় মুত্তাফাকুন আলাইহি।

হাফেজ-(حَافِظٌ) : সনদ ও মতনসহ এক লক্ষ হাদীস মুখস্থকারী।
হুজ্জাত-(حُجَّةٌ) : সনদ ও মতনসহ তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থকারী।
হাকেম-(حَاكِمٌ) : সনদ ও মতনসহ সমস্ত হাদীস মুখস্থকারী।
রেওয়ায়েত-(رِوَايَةٌ) : হাদীস বর্ণনার পদ্ধতিকে রেওয়ায়েত বলে।
দেরায়েত-(دِرَايَةٌ) : হাদীস বাছাইয়ের পদ্ধতিকে দেরায়েত বলে।
রিজাল-(رِجَالٌ) : হাদীস বর্ণনাকারীর সমষ্টিকে রিজাল বলে।
জামে-(جَامِعٌ): যে গ্রন্থে হাদীসসমূহকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে। এবং যার মধ্যে নিম্নোক্ত আটটি অধ্যায়ও রয়েছে । যেমন ঃ-
ছিয়ার, তাফসীর, আকাইদ, ফিতান, আদাব, আশরাত, আহকাম, মানাকিব
সুনানে আরবায়া-(اَلسُّنَنُ الْاَرْبَعَةُ) : আবু দাউদ শরীফ, নাসায়ী শরীফ, তিরমিযী শরীফ এবং ইবনে মাজাহ শরীফ এ চারখানা গ্রন্থকে এক সাথে সুনানে আরবায়া বলা হয়।
সিহাহ সিত্তাহ-(الصِّحَاحُ السِّتَّةُ) : ৬ খানা বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ, বুখারী , মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।
হাদীসে কুদসী-(اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ) : যে হাদীসের ভাব আল্লাহর আর ভাষা রাসূল (সা) এর, তাই হাদীসে কুদসী।
রাবী-(الرَّاوِىْ) : হাদীসের বর্ণনাকারীকে রাবী বলে।
আছার-(اَلْاَثَرُ) : সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজকে আছার বলে।
শায়খ-(اَلشَّيْخُ) : হাদীসের শিক্ষককে শায়খ বলে।
মুহাদ্দিস-(اَلْمُحَدِّثُ) : সনদ মতনসহ হাদীস চর্চা ও গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি।
রেসালাহ-(الرِّسَالَةُ) : মাত্র একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই যে হাদীস গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাকে রেসালাহ বলে। ইবনে খোযাইমা রচিত আল্লাহর একত্ববাদবিষয়ক গ্রন্থ।
ফকীহ-(فَقِيْهٌ): যারা হাদীসের আইনগত দিক পর্যালোচনা করেছেন তাদেরকে ফকীহ বলে ।
* পুরুষদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আবু হুরাইরা (রা) ৫৩৭৪টি
* মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আয়েশা (রা) ২২১০টি
* সর্বপ্রথম হাদীস সঙ্কলনকারীর নাম : ইবনে শিহাব যুহরী
* বুখারী শরীফের পূর্ণনাম : اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ

أُمُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهٖ وَاَيَّامِهٖ)

হাদীসে কুদসী ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য

১. হাদীসে কুদসীর ভাব আল্লাহর আর ভাষা রাসূল (সা) এর, পক্ষান্তরে কুরআনের ভাব, ভাষা দুটিই আল্লাহ তায়ালার।

২. কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ, যা তিনি ঘোষণা করেছেন, কিন্তু হাদীসে কুদসীর ক্ষেত্রে তা বলা হয়নি।

৩. নামাজে কুরআন তেলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু নামাজে হাদীসে কুদসী পড়ার সুযোগ নেই।

৪. কুরআন তেলাওয়াতে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী কিন্তু হাদীসে কুদসীর ব্যাপারে এমন কোন ঘোষণা নেই।

আশারায়ে মুবাশশারাহ : একসাথে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবী

১. হযরত আবু বকর ইবনু আবি কুহাফা (রা)
২. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)
৩. হযরত ওসমান ইবনু আফফান (রা)
৪. হযরত আলী ইবনু আবি তালিব (রা)
৫. হযরত তালহা বিন ওবায়দিল্লাহ (রা)
৬. হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা)
৭. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা)
৮. হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)
৯. হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা)
১০. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)

অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-৫৩৭৪
২. হযরত আয়েশা (রা) -২২১০
৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-১৬৬০
৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-১৬৩০
৫. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-১৫৪০
৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-১২৮৬
৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-১১৭০

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী(রঃ)।
২. শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রঃ)।
৩. হোসাইন আহমদ মাদানী(রঃ)।
৪. মুফতি আমীমুল ইহসান(রঃ)
৫. আল্লামা আযিযুল হক(রঃ)।

হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্য

১. যে হাদীসের ভাব আল্লাহর, ভাষা রাসূলের তাকে বলা হয় হাদীসে কুদসী। আর যে হাদীসের ভাব ও ভাষা দুটোই রাসূলের, তাকে বলা হয় হাদীসে নববী।

২. যে হাদীসে আল্লাহ বলেছেন/আল্লাহ নির্দেশ করেছেন ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে তাকে বলা হয় হাদীসে কুদসী।

পক্ষান্তরে রাসূল (স) এর কথা কাজ ও মৌণসম্মতিই হাদীসে নববী।

বিষয় ভিত্তিক আয়াত ও হাদীস

১. তাওহীদ / اَلتَّوْحِيْدُ

আল কুরআন

١. وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ. لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

১. তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ। ঐ রহমান ও রাহিম ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। (সূরা বাকারা-২ঃ১৬৩)

٢. وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

২. তিনিই এক আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরা কাসাস-২৮ঃ৭০)

٣. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ ـ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

৩. (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন। তিনিই আল্লাহ, (যিনি) একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ সবার কাছ থেকে অভাবমুক্ত (আর আল্লাহর কাছে সবাই অভাবী)। তাঁর কোনো সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। কেউই তাঁর সাথে তুলনার যোগ্য নয়। (সূরা ইখলাস -১১২ঃ১-৪)

٤. لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.
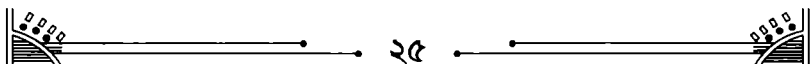
৪. যদি আসমান ও জমিনে এক আল্লাহ ছাড়া আরো কোন মা'বুদ থাকত তাহলে (আসমান ও জমিনে) ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। কাজেই এরা যেসব কথা বানায় তা থেকে আরশের রব আল্লাহ অতি পবিত্র।(সূরা আম্বিয়া-২১ঃ২২)

٥. وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ.وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ.

৫. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি আসমানেও ইলাহ এবং জমিনেও ইলাহ। আর তিনি মহাকৌশলী ও মহাজ্ঞানী। (সূরা যুখরুফ-৪৩ঃ৮৪)

٦. هُوَ الْحَىُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

৬. তিনি চিরজীবন্ত। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের দীনকে তার জন্য খালিস করে তাঁকেই ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। (সূরা মুমিন-৪০ঃ৬৫)

٧. قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَاتَّخَذْ تُمْ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ ج أَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ط قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.

৭. (হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও জমিনের রব কে? বলুন, আল্লাহ। তারপর তাদেরকে বলুন, 'যখন এটাই সত্য, তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব মা'বুদকে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ, যারা নিজেদের ভালো ও মন্দের কোনো ইখতিয়ারও রাখে না?" বলুন, 'অন্ধ ও চোখওয়ালা কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক?' আর যদি তা না হয় তাহলে তাদের বানানো শরিকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু পয়দা করেছে যে, এর কারণে তাদেরও সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে বলে সন্দেহ হয়? বলুন, প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ এবং তিনি একক ও

সর্বশক্তিমান। (সূরা রা'দ-১৩:১৬)

٨. اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ- اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ- لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ- لَهٗ مَافِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ- مَنْ ذَاالَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ- یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ- وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ- وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا- وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ-

৮. আল্লাহ ঐ চিরজীবী ও চিরস্থায়ী সত্তা, তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনি ঘুমান না, এমনকি তাঁর ঘুমের ভাবও হয় না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন, আর যা তাদের অগোচরে আছে তাও তিনি জানেন। যা কিছু তাঁর জ্ঞানের মধ্যে আছে তা থেকে কিছুই তাদের আয়ত্তে আসতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে দিতে চান তাহলে আলাদা কথা। তাঁর শাসন আসমান ও জমিন জুড়ে আছে এবং এসবের দেখাশোনার কাজ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠতম। (সূরা বাকারা-০২:২৫৫)

٩. هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ - هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ- اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ- سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ - هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى- یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْاَرضِ - وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ-

৯. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রাহমান ও রাহীমতিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, স্বয়ং শান্তি, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, সবার উপর বিজয়ী, নিজ হুকুম জারি করায় শক্তিমান এবং অহঙ্কারের

অধিকারী। মানুষ তাঁর সাথে যে শিরক করছে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির পর পরিকল্পনাকারী, তা বাস্তবায়নকারী ও সে অনুযায়ী রূপদাতা। সব ভালো নাম তাঁরই। আসমান ও জমিনে যাকিছু আছে সবই তাঁর তাসবিহ করছে। তিনি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী। (সূরা হাশর ৫৯ঃ২২-২৪)

আল হাদীস

١ . عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ إِسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِى الرَّابِعَةِ عَلٰى رَغْمِ أَنْفِ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ فَخَرَجَ أَبُوْ ذَرٍّ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِىْ ذَرٍّ (بُخَارِىْ : بَابُ الثِّيَابِ الْبِيْضِ)

১. হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি(একদিন) নবী (সা) এর নিকট আসলাম তখন তিনি ঘুমন্ত ছিলেন এবং তাঁর উপরে সাদা কাপড় ছিল, অতঃপর আমি আবার তাঁর কাছে আসলাম তখন ও তিনি ঘুমন্ত ছিলেন। অতঃপর আবার আসলাম এতক্ষনে তিনি জাগ্রত হয়েছেন, অতঃপর আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। অতঃপর তিনি বলেছেন, যে বান্দাই বলবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই আর এটার উপরই মৃত্যুবরণ করবে তাহলে নিশ্চিত সে জান্নাতে যাবে। আমি বললাম, যদি সে যিনা করে, চুরি করে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, হ্যাঁ যদিও সে জেনা করে, চুরি করে একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।অতঃপর রাসূল (সা) চতুর্থবার বলেছেন, আবু যরের নাক ধুলা মলিন হোক। অতঃপর আবু যর (রা) একথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন যদি আবু যরের নাক ধুলা মলিন হয়ে যায়। (বুখারী, বাবুস সিয়াবিল বীদি- ৫৩৭৯)

٢. عَـنْ سُـفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَـوْلًا لَا أَسْـأَلُ عَـنْـهُ أَحَـدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ فَاسْتَقِمْ

(مسلم: بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الْاِسْلَامِ)

২. হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলুন যে, আমি আপনার পরে আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করব না। রাসূল (সা) বলেছেন, তুমি বল, আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছি অতঃপর এটার উপর অবিচল থাক। (মুসলিমঃ বাবু জামে' আওসাফিল ইসলামিঃ ৫৫)

২. রিসালাত: اَلرِّسَالَةُ

আল কুরআন

١. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّا غُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ۔ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ۔

১. আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁর মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগুতের দাসত্ব থেকে দূরে থাক। এরপর তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন এবং কারো উপর গোমরাহি চেপে বসেছে। কাজেই পৃথিবীতে একটু চলে-ফিরে দেখে নাও, মিথ্যা আরোপকারীদের কী পরিণাম হয়েছে। (সূরা নাহল-১৬:৩৬)

٢. هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا۔

২. তিনিই ওই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে (রাসূল) ঐ দ্বীনকে অন্য সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। আর এ বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। (সূরা ফাতহ্ -৪৮: ২৮)

٣. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۔اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ۔ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا۔ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ۔

৩. মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর আগে আরো বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবে? মনে রেখ, যারা উল্টো দিকে ফিরে যাবে, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অবশ্য যারা আল্লাহর শোকর-গুজার বান্দাহ হয়ে থাকবে তাদেরকে তিনি এর বদলা দেবেন। (সূরা আলে ইমরান-৩ঃ১৪৪)

٤. وَمَـا اَرْسَـلْنَـاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

৪. (হে নবী!) আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না। (সূরা সাবা-৩৪ঃ২৮)

٥. يَـاَيُّهَـا الـنَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَـاهِدًاوَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا.وَّدَاعِيًـا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

৫. হে নবী আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে, সুখবরদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে দাওয়াতদাতা বানিয়ে এবং উজ্জ্বল বাতি হিসেবে। (সূরা আহ্‌যাব, ৩৩ঃ ৪৫-৪৬)

٦. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُـؤْمِـنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِمًا۔

৬. না, হে রাসূল! আপনার রবের কসম, এরা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না; যে পর্যন্ত এরা নিজেদের মতবিরোধের বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেয়, তারপর যে ফয়সালাই আপনি দিন তা মেনে নিতে তাদের মন খুঁত খুঁত না করে এবং তা মনে-প্রাণে গ্রহণ না করে। (সূরা নিসা-০৪ঃ৬৫)

٧. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ـ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ

لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ-

৭. আসলে আল্লাহ তো ঈমানদারদের উপর বিরাট মেহেরবানী করেছেন যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্যে থেকে এমন এক নবী বানিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শোনান, তাদের জীবনকে পবিত্র করে সাজান এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। অথচ এর আগে এসব লোক স্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে পড়েছিল। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১৬৪)

٨. لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

৮. দেখ! তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন। যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর তাতে তিনি কষ্ট পান। তিনি তোমাদের হিতকামী। ঈমানদারদের জন্য তিনি বড়ই স্নেহশীল ও রহমদিল। (সূরা তাওবা-০৯ঃ১২৮)

٩. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا-الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ- لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ- فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

৯. (হে রাসূল !) আপনি বলুন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সবার জন্য ঐ আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল, যিনি আসমান ও জমিনের বাদশাহীর মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মওত ঘটান। তাই ঈমান আন আল্লাহর উপর ও ঐ উম্মি নবীর প্রতি, যিনি তাঁর রাসূল, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীকে মানেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা হেদায়াত পাবে। (সুরা আরাফ-০৭ঃ১৫৮)

١٠. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوااللّٰهَ

وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَوَذَكَرَاللّٰهَ كَثِيْرًا۔

১০. আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষদিনের আশা করে এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে। (সূরা আহযাব-৩৩ঃ২১)

١١. رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا۔

১১. এসব রাসূলকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, যাতে রাসূলগণকে পাঠানোর পর মানুষের কাছে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি না থাকে। আল্লাহ অবশ্যই শক্তিমান ও অতিশয় জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। (সূরা নিসা-০৪ঃ ১৬৫)

আল হাদীস

١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهٗ وَاشْتَدَّ غَضَبُهٗ حَتّٰى كَأَنَّهٗ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَيَقُوْلُ أَمَّابَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَاِلَيَّ وَعَلَيَّ (مسلم: بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ)

১. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) যখন ভাষণ দিতেন তখন তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে যেত, এবং তার আওয়াজ

উচ্চ হত, এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত মনে হয় যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন, আমি এবং কিয়ামত এই দুই আঙুলের মত প্রেরিত হয়েছি এবং তিনি তর্জনী এবং মধ্যমা আঙুল একত্র করে দেখালেন। আর বলেছেন, অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম পথপ্রদর্শন হলো মুহাম্মদ (সা) এর পথ প্রদর্শন। আর কাজ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো প্রত্যেক নবসৃষ্ট তথা বিদয়াত। আর প্রত্যেক বিদয়াত গোমরাহী। অতঃপর বললেন আমি প্রত্যেকটি মুমিনের জন্য তার নিজের চেয়েও বেশি কল্যাণকামী, দয়াদ্র। যে ব্যক্তি (মৃত্যুবরণের সময়) কোন সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য। আর যদি কোন ব্যক্তি ঋণ বা অবুঝ শিশু রেখে যায়, অতঃপর তার দায় দায়িত্ব আমার-ই উপরে। (মুসলিম-বাবু তাখফীফিস সালাতি ওয়াল খুতবাতি: ১৪৩৫)

٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِىْ أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ أُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ وُجُوْبِ الْاِيْمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى جَمِيْعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهٖ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুহাম্মদের প্রান যে সত্তার হাতে, তাঁর কসম দিয়ে বলছি, এই উম্মতের ইয়াহুদি কিংবা নাসারা যেই হোক না কেন আমার ব্যাপারে শুনবে অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করবে অথচ আমি যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান আনবে না তাহলে নিশ্চিত সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (মুসলিমঃ বাবু উজুবিল ঈমানি বিরিসালাতি নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ (সা) ইলা জামিয়িন নাসি ওয়া নাসখিল মিলালি বিমিল্লাতিহি-২১৮)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو' قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ (اَلْاِبَانَةُ الْكُبْرٰى لِابْنِ بَطَّةَ , صَحَّحَهُ الْاَلْبَانِىْ)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের কেহই ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত দ্বীনের অনুগত না হবে। (ইবানাতুল কুবরা লিইবনি বাত্তাহ : ২৯১)

٤. عَنْ جَابِرٍ' قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَّذِىْ نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِيَدِه وَلَوْ بَدَأَ لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ ' وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِىْ ـ (سُنَنُ الدَّرِمِىْ : بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ تَفْسِيْرِ حَدِيْثِ النَّبِىِّ' صَحَّحَهُ الْاَلْبَانِى)

৪. জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, সে মহান সত্তার শপথ যার মুঠিতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে, মূসা (আ:) ও যদি তোমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তোমরা তার অনুসরণ করো, আর আমাকে তোমরা পরিত্যাগ করো তবে তোমরা নিশ্চিতরূপে সঠিকও সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাস্তবিক মূসা (আ:) যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়তের সময় পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। (সুনানু দারেমী, বাবু মা ইয়ুত্তাক্বা মিন তাফসীরে হাদীসিন নাবিয়্যি (সা), ৪৪৩)

৩. আখেরাত اَلْآخِرَةُ

আল কুরআন

١. وَمَـا الْـحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَلَـلـدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔

১. দুনিয়ার জীবনটা তো একটা খেলা ও তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আসলে যারা ধ্বংস থেকে বাঁচতে চায়, তাদের জন্য আখিরাতের ঘরই ভালো। তবে কি তোমরা আকলের পরিচয় দেবে না (সূরা আন'আম-০৬ঃ৩২)

٢. اِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ۔

২. আসলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের আমলকে আমি তাদের চোখে সুন্দর বানিয়ে দিয়েছি। তাই তারা দিশেহারা হয়ে ফিরছে। (সূরা নাম্‌ল-২৭ঃ৪)

٣. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ۔ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ۔

৩. অতঃপর যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল, ৯৯ঃ৭-৮)

٤. اَلْيَوْمَ نَـخْتِـمُ عَـلٰـى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

৪. আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে যে, তারা দুনিয়াতে কী কামাই করে এসেছে। (সূরা ইয়াসিন-৩৬ঃ৬৫)

٥. تِـلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَـجْعَلُهَا لِـلَّـذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَّالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ۔

৫. ঐ আখিরাতের ঘর তো আমি তাদের জন্য খাস করে দেবো, যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়ত্ব চায় না এবং ফাসাদও সৃষ্টি করতে চায় না। আর

ভালো পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্যই রয়েছে। (সূরা কাসাস-২৮ঃ৮৩)

٦. وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ۔

৬. ঐ দিনটিকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারো পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ কবুল হবে না, কাউকে ফিদইয়া নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং কোনো অপরাধী কোথাও থেকে সাহায্য পাবে না। (সূরা বাকারা -০২ঃ৪৮)

٧. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَّالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ۔

৭. এটা সেই দিন, যেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না এবং সেদিন ফায়সালার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে থাকবে। (সূরা ইনফিতার-৮২ঃ১৯)

٨. ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ۔

৮. তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামত সম্বন্ধে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা তাকাসুর-১০২ঃ৮)

٩. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ۔ وَّاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ۔ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ۔

৯. সেদিন মানুষ তার ভাই, মা, বাপ ও বিবি-বাচ্চাদের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেককে একটি চিন্তা ব্যাতিব্যস্ত করে রাখবে। (সূরা আবাসা, ৮০ঃ৩৪-৩৭)

١٠. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔

১০. তাদেরকে বল, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছ সে তো তোমাদের কাছে আসবেই। তখন তোমাদেরকে ঐ আল্লাহর কাছে পেশ করা হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। আর তিনি তোমাদেরকে সবই জানিয়ে দেবেন, যা তোমরা করছিলে। (সূরা জুমু'আ-৬২ঃ ৮)

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَأْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ـ (سُنَنُ التِّرْمِذِىْ: بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বচক্ষে কিয়ামতের দৃশ্য দেখার আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তাহলে তার সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার, সূরা ইনশিক্বাক পড়া উচিত। (সুনানু তিরমিযী: বাবু ওয়া মিন সূরাতি ইযাশ শামছু কুব্বিরাত, ৩২৫৬)

٢. عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ هٰذِهٖ وَأَشَارَ يَحْىٰ بِالسَّبَّابَةِ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعْ ـ (مسلم: بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

২. হযরত মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা) বলেছেন, পরকালের তুলনায় দুনিয়া শুধু ততটুকু যে, তোমাদের কেহ যদি তার অঙ্গুলি (হাদীসের এক বর্ণনাকারী ইয়াহিয়া অনামিকা অঙুলের ইশারা করলেন অথাৎ কেহ যদি তার অনামিকা আঙুলি) সমুদ্রে ডুবিয়ে বের করে আনে, অতঃপর সে দেখবে যে, সেই আঙুলি কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে। (মুসলিম, বাবু ফানাইদ দুনিয়া ওয়া বায়ানিল হাশরি ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি, ৫১০১)

٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ النِّسَاءُ والرِّجَالُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُم اِلٰى بَعْضٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَـلَيْـهِ وَسَلَّـم يَا عَائِشَةُ اَلْاَمْرُ أَشَدُّ مِنْ اَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلَـى بَعْضٍ ـ (بُـخَـارِى: بَـاب كَيْفَ الْحَشْـرُ, مُسْلِمٌ: بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ)

৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্ন পায়ে, উলঙ্গ, খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) নারী-পুরুষ এক সাথে? পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবে। রাসূল (সা) বলেছেন, হে আয়েশা! সেদিনকার অবস্থা এত ভয়াবহ যে একজন অন্যের দিকে তাকানোর ফুরসত পাবে না। (বুখারী, বাবু কাইফালহাশর-৬০৪৬) (মুসলিম বাবু ফানাইদ দুনিয়া ওয়া বায়ানিল হাশরি ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি, ৫১০২)

٤. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمُ ابْـنِ آدَمَ يَـوْمَ الْـقِيَـامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهٖ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِه فِيْـمَ أَفْـنَـاهُ وَعَـنْ شَبَـابِـهِ فِيْـمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهٖ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَ أَنْفَقَهٗ وَمَـاذَا عَـمِـلَ فِيْـمَـا عَلِمَ ـ (اَلتِّرمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ شَأْنِ الْحِسَـابِ وَالْقِصَـاصِ' حَسَّنَهُ الْاَلْبَانِىْ)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন কোন আদম সন্তানের পা এক কদমও নড়তে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত তাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা না হবে।

১. নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে?। ৩. ধন সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে? ৪. কোথায় তা ব্যয় করেছে? ৫. এবং সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?

(তিরমিযী : বাবু মাজা'আ ফী শানিল হিসাবি ওয়াল ক্বিসাসি, ২৩৪০)

٥. عَنْ سَهْلِ بْـنِ سَـعْـدٍ قَـالَ قَـالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُـحْشَـرُ الـنَّـاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى أَرْضٍ بَيْضَـاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَحَدٍ ـ (بخارى : بَابُ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ' مسلم: بَابٌ فِى الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ وَصِفَةِ الْاَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

৫. হযরত সাহাল বিন সায়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে স্বচ্ছ আটার রুটির ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ জমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারও কোন ঘর বাড়ির চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী, বাবু ইয়াক্বিদুল্লাহুল আরদা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি,৬০৪০, (মুসলিম : বাবুন ফিল বা'সি ওয়ান নুশুরি ওয়া সিফাতিল আরদি ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি- ৪৯৯৮)

٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ الـلّٰهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّـالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَـمِـعَـتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَئُوْا اِنْ شِئْتُمْ " فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ " (بُخَارِىْ : بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ الْجَنَّةِ , مُسْلِمٌ : كتابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيْمِهَا وَاَهْلِهَا)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আমি আমার সালেহ বান্দাহদের জন্য এমনসব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি। কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তর কখনো তা কল্পনাও করতে পারেনি, যদি তোমরা ইচ্ছা করো, নিম্নের আয়াতটি পড়তে পারো। "কোন মানুষই জানে না আমি তাদের জন্য কী সব চক্ষু শীতলকারী পরম নিয়ামত গুপ্ত রেখেছি। (বুখারী, বাবু মা জা আ ফি সিফাতিল জান্নাতি ৩০০৫) (মুসলিমঃ কিতাবুল জান্নাতি ওয়া সিফাতি নায়িমিহা ওয়া আহলিহা, ৫০৫০)

৪. ঈমান- اَلْاِيْمَانُ

আল কুরআন

١. آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كَلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

১. রাসূল ঐ হেদায়াতের উপর ঈমান এনেছেন, যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর উপর নাজিল হয়েছে এবং যারা এ রাসূলকে মানে তারাও ঐ হেদায়াতকে মন থেকে মেনে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণকে মানে। আর তারা বলে : আমরা আল্লাহর রাসূলগণের একজন থেকে আর একজনকে আলাদা করি না, আমরা হুকুম শুনেছি ও আনুগত্য কবুল করেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে গুনাহ মাফ চাই এবং আপনারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা -০২:২৮৫)

٢. لَآاِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ- فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى- لَا انْفِصَامَ لَهَا- وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

২. দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সঠিক কথাকে ভুল ধারণা থেকে ছাঁটাই করে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ 'তাগুতকে' অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, সে এমন মজবুত রশি ধরেছে, যা কখনো ছিঁড়বে না। আল্লাহ (যার আশ্রয় সে নিয়েছে) সবকিছু শুনেন ও জানেন। (সূরা বাকারা -০২:২৫৬)

٣. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ

تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ۔

৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বহমান। সেখানে তাদের সোনার কঙ্কন ও মোতির মালা দিয়ে সাজানো হবে। আর সেখানে তাদের পোশাক রেশমের হবে। (সূরা হজ্জ -২২ঃ২৩)

٤. اِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

৪. নিশ্চিতভাবেই জেনে রাখ, এ নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী হোক আর ইহুদীই হোক অথবা খ্রিষ্টান বা সাবী হোক, যারাই আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুঃখিত হবারও কারণ নেই। (সূরা বাকারা- ০২ঃ৬২)

٥. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ۔

৫. তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, এরপর এতে কোন সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। এরাই সাচ্চা লোক। (সূরা হুজুরাত-৪৯ঃ১৫)

٦. قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ۔

৬. হে নবী ! আপনি বলুন, আমরা আল্লাহকে মানি এবং যা আমাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে তা-ও মানি। ঐসব শিক্ষাকেও আমরা মানি যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুবের বংশধরদের উপর নাজিল হয়েছিল। আমরা ঐসব হেদায়াতের প্রতিও ঈমান রাখি যা মূসা, ঈসা ও অন্য নবীদেরকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না এবং আমরা আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) আছি। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ৮৪)

٧. اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُلٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ۔

৭. আসলে তো তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে জুলুমের (শিরকের) সাথে মেশায়নি। (সূরা আনআম-০৬ঃ৮২)

٨. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

৮. যদি এলাকাবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়ার পথে চলত তাহলে আমি তাদের উপর আসমান ও জমিনের সব বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো মিথ্যা বলে উড়িয়েই দিলো। তাই তারা যা কামাই করেছে এর কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (সূরা আরাফ -০৭ঃ৯৬)

٩. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْآ اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ۔ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا.

৯. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফরী করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। তাই শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জেনে রাখ, শয়তানের চাল আসলে বড়ই দুর্বল। (সূরা নিসা -০৪ঃ৭৬)

١. عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّاوَبِالْاِسَلَامِ دِيْنًاوَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى أَنَّ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا)

১. হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছেন, যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সা) কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্টি লাভ করেছে সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে।
(মুসলিম, বাবুদ দালিলি আলা আন্না মান রাদিয়া বিল্লাহি রাব্বা ৪৯)

٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْاِيْمَانُ؟ قَالَ : الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ ـ (ذَكَرَهُ الْاَلْبَانِىْ فِى السِّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ.

২. হযরত আমর বিন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল (সা) কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ঈমান কী? তিনি বললেন, সবর তথা ধৈর্য ও সহনশীলতা, সামাহাত তথা দানশীলতা ও উদারতাই হচ্ছে ঈমান।
(আলবানী ছিলছিলা সহীহায় তা উল্লেখ করেছেন, ৫৫১)

٣. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مِنَ الْاِيْمَان أَن يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ ' مُسْلِمٌ: بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْاِيْمَانِ)

৩. হযরত আনাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন,নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না

যতক্ষন না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারীঃ বাবু মিনাল ঈমানি আন ইউহিব্বা লি আখিহী মা ইউহিব্বু লিনাফসিহি, ১২) (মুসলিমঃ বাবুদ দালিলি আলা আন্না মিন খিছালিল ঈমান, ৬৪)

٤.عَنْ عبدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو' قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِه (اَلْاِبَانَةُ الْكُبْرٰى لِاِبْنِ بَطَّةَ' صَحَّحَهُ الْاَلْبَانِى)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কামনা বাসনাকে আমার উপস্থাপিত দ্বীনের অধীন করতে না পারবে।
(আল ইবানাতুল কুবরা লিইবনি বাত্তাহ-২৯১, আলবানী একে সহীহ বলেছেন)

٥.عَنْ أَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَ سَائَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الإِثْمُ؟ قَال: اِذَاحَاكَ فِىْ صَدْرِكَ شَيْئٌ فَدَعْهُ۔ (ذَكَرهُ الْاَلْبَا نِىْ فِى السِّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ) .

৫. হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? তিনি বললেন, যখন তোমার ভালো কাজ তোমাকে আনন্দিত করবে এবং খারাপ কাজ তোমাকে কষ্ট দেবে তথা অনুতপ্ত করবে তখন তুমি বুঝবে তুমি ঈমানদার ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তি বলল, অতঃপর গুনাহ কী? রাসূল (সা) বললেন, যখন তোমার হৃদয়ে কোন বিষয় সংশয় সৃষ্টি করে, তখন তা তুমি ছেড়ে দাও। (আলবানী হাদীসটিকে ছিলছিলা সহীহায় উল্লেখ করেছেন,৫৫০)

٦.عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وسَلَّم أَنَّهٗ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلٰى آخِيَّتِهٖ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ

اِلٰـى آخِيَّتِـهٖ وَاِنَّ الْـمُؤْمِنَ يَسْهُوْ ثُـمَّ يَـرْجِـعُ اِلَـى الْاِيْـمَـانِ' فَاَطْعِمُوْا طَـعَـامَـكُـمُ الْاَتْـقِيَاءَ' وَوَلُوْا مَعْرُوْفَكُمْ الْمُؤْمِنِيْنَ - (صَـحِيْحُ ابْنِ حِبَّانٍ: بَابُ التَّوْبَةِ)

৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুঁটির সাথে (রশি দিয়ে বাঁধা) ঘোড়া, যা চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত খুঁটির দিকেই ফিরে আসে। অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরাও ভুল করেথাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঈমানের দিকেই ফিরে আসে। এতএব তোমরা মুত্তাকি লোকদেরকে তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং ঈমানদার লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (সহীহ ইবনে হিব্বানঃ বাবুত তাওবাহ, ৬১৮)

৫. জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: اَلْهَدَفُ وَالْغَايَةُ

আল কুরআন

١. اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

১. আমি তো একমুখী হয়ে তাঁর দিকেই আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (সূরা আন'আম-০৬:৭৯)

٢. قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

২. (হে রাসূল!) বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সবরকম ইবাদাত, আমার হায়াত, আমার মওত সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। (সূরা আন'আম-০৬:১৬২)

٣. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ.

৩. অপরদিকে মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বিক্রি করে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহ বড়ই মেহেরবান। (সূরা বাকারা-০২:২০৭)

٤. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَا لَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّافِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ۔ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ

الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ۔ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

৪. (আসল ব্যাপার হলো) আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্বে একটি মজবুত ওয়াদা- যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচা-কেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা (সূরা তাওবাহ:-০৯ঃ ১১১)।

٥. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۔

৫. আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কারো গোলামির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (সূরা যারিয়াত-৫১ঃ৫৬)

٦. وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ.

৬. তাদেরকে এছাড়া অন্য হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা যেন দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে- এটাই সঠিক মজবুত দীন। (সূরা বায়্যিনাহ-৯৮ঃ৫)

٧. اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ.

৭. (হে নবী !) আমি এ কিতাব হকসহ আপনার প্রতি নাজিল করেছি। কাজেই দীনকে আল্লাহরই জন্য খালিস করে শুধু তাঁরই দাসত্ব করতে থাকুন। (সূরা যুমার -৩৯ঃ২)

٨. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۔ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى.

৮. সে তো শুধু মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে। অবশ্যই তিনি (তার উপর) সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা লাইল :৯২ঃ২০-২১)

١. عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ۔

(اَبُوْ دَاوُد : بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى زِيَادَةِ الْاِيْمَانِ وَنُقْصَانِه)

১. হযরত আবু উমামা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে (কাউকে) ভালোবাসল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, শত্রুতা পোষণ করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কিছু দান করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আর দান থেকে বিরত থাকল তাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সেই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করল। (আবু দাউদ, বাবুদ দালিলি আলা যিয়াদাতিল ঈমানি ওয়া নুকসানিহী)

٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِىْ ذَرٍّ: أَىُّ عُرَى الْاِيْمَانِ أَوْثَقُ : قَالَ: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ' قَالَ اَلْمُوَالَاةُ فِى اللّٰهِ' وَالْحُبُّ فِى اللّٰهِ' وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ۔ (اَلْبَيْهَقِىْ: شُعَبُ الْاِيْمَانِ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু যর (রা) কে প্রশ্ন করেন, বল ঈমানের কোন রশিটি অধিক মজবুত? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহরই জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা স্থাপন এবং আল্লাহরই জন্য কারো সাথে ভালোবাসা এবং আল্লাহরই জন্য কারো সাথে শত্রুতা ও মনোমালিন্য করা। (বায়হাকী: শুযাবুল ঈমান, ৯১৯৩)

٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ أَن يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَايُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ حَلَاوَةِ الْاِيْمَانِ)

৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, তিনটি জিনিস তোমাদের যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করতে পারবে তা হল আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার নিকট অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবেন, সে কাউকে ভালোবাসবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং সে কখনো কুফরির মধ্যে পুনরায় ফিরে যেতে রাযি হবে না, যেমন রাজী হবে না আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে।(বুখারী, বাবু হালাওয়াতিল ঈমানি, ১৫)

٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِيْ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّيْ - (مُسْلِمٌ: بَابٌ فِىْ فَضْلِ الْحُبِّ فِى اللّٰهِ)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, যারা আমার খাতিরে পরস্পরকে ভালবাসতে, তারা কোথায়? আজ তোমাদেরকে আমার (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেব, আজ আমার (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই। (মুসলিমঃ বাবুন ফী ফাদলিল হুব্বি ফিল্লাহি, ৪৬৫৫)

٥. عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ اَنَّهُ قَالَ جِئْتُ اِلٰى مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ لِلّٰهِ فَقَالَ أَاَللّٰهِ فَقُلْتُ أَاَللّٰهِ فَقَالَ أَاَللّٰهِ فَقُلْتُ أَاَللّٰهِ فَقَالَ أَاَللّٰهِ فَقُلْتُ أَاَللّٰهِ قَالَ فَاَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِىْ فَجَبَذَنِىْ اِلَيْهِ وَقَالَ اَبْشِرْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَجَبَتْ مُحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ- (مُؤَطَّا مَالِكٍ: بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُتَحَابِّيْنَ فِىْ اللّٰهِ)

৫. হযরত আবু ইদরীস খাওলানী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) এর নিকট গিয়ে তাকে সালাম দিলাম। অতপর বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে আল্লাহর খাতিরে ভালবাসি। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বললাম, হ্যাঁ আল্লাহর শপথ! তিনি আবার বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বললাম হ্যাঁ আল্লাহর শপথ! তিনি আবারও বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বললাম, হ্যাঁ আল্লাহর শপথ! বর্ণনাকারী বলেন, অতপর তিনি আমার চাদর ধরে তার দিকে আমাকে টান দিলেন এবং বললেন, একটি সুসংবাদ শোন। কেননা আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তাদের জন্য আমার ভালবাসা অনিবার্য, যারা আমার উদ্দেশ্য পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে একত্রে বসে, আমার খাতিরে পরস্পর সাক্ষাতে মিলিত হয় এবং আমার খাতিরে একে অন্যের জন্য ব্যয় করে। (মুয়াত্তা মালেকঃ বাবু মা জাআ ফিল মুতাহাব্বীনা ফিল্লাহ, ১৫০৩)

৬. দাওয়াত: اَلدَّعْوَةُ

আল কুরআন

١. اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

১. (হে নবী!) হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে ডাকুন। আর তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে হলে সুন্দরভাবে করুন। আপনার রবই বেশি জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে সরে আছে, আর কে সঠিক পথে আছে। (সূরা নাহ্ল -১৬ঃ১২৫)

٢. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

২. তার চেয়ে আর কে উত্তম কথার অধিকারী হতে পারে যে (মানুষকে) ডাকে আল্লাহর পথে, সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত (হা-মীম সাজদাহ-৪১ঃ ৩৩)

٣. يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ۔ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ۔ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

৩. হে রাসূল! যা কিছু আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার উপর নাজিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। যদি তা না করেন তাহলে তো তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব আপনি পালন করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের ক্ষতি থেকে বাঁচাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে (আপনার বিরুদ্ধে) সফলতার পথ দেখাবেন না। (সূরা মায়িদা-০৫ঃ৬৭)

٤. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

৪. এখন তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য ময়দানে আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তাহলে তাদের জন্যই তা ভালো ছিল। যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাফরমান। (সূরা আলে ইমরান-০৩:১১০)

٥. وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

৫. তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক তো অবশ্যই থাকা উচিত, যারা নেকি ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফল হবে।(সূরা আলে ইমরান-০৩:১০৪)

٦. يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

৬. হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে, সুখবরদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে দাওয়াতদাতা বানিয়ে এবং উজ্জ্বল বাতি হিসেবে। (সূরা আহযাব, ৩৩:৪৫-৪৬)

٧. قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

৭. (হে নবী!) আপনি তাদেরকে সাফ সাফ বলে দিন, আমার পথ তো এটাই, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। আমি ও আমার সাহাবীরা (স্পষ্ট আলোতে) আমাদের পথ দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ পবিত্র এবং যারা শিরক করে আমি তাদের মধ্যে শামিল নই। (সূরা ইউসুফ -১২:১০৮)

٨. يَآ اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَاَنْذِرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

৮. হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি! ওঠ এবং সাবধান কর। এবং তোমার রবের বড়ত্ব প্রচার কর। (সূরা মুদ্দাস্‌সির -৭৪:১-৩)

٩. فَلِذٰلِكَ فَادْعُ-وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ- وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ- اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ- لَنَآ اَعْمَا لُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ-لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ-اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا- وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

৯. (যেহেতু এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে) এ কারণে (হে নবী!) এখন আপনি ঐ দীনের দিকেই দাওয়াত দিন এবং যেভাবে আপনাকে হুকুম দেয়া হয়েছে তারই উপর মজবুত হয়ে কায়েম থাকুন। আর তাদের কামনা-বাসনা অনুসরণ করবেন না। তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ যে কিতাবই নাজিল করেছেন, আমি তারই প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে। যেন আমি তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করি। আল্লাহই আমাদের রব এবং তোমাদের রবও তিনিই। আমাদের আমল আমাদের জন্য আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই। আল্লাহ একদিন আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁরই দিকে সবাইকে যেতে হবে। (সূরা শূরা-৪২:১৫)

١٠. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ.

১০. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। আর এমন কোনো উম্মত গত হয়নি, যাদের মধ্যে কোনো সতর্ককারী আসেনি। (সূরা ফাতির-৩৫:২৪)

١١. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِىْ الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَائَتْ مُرْتَفَقًا.

১১. পরিস্কার বলে দিন, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এটাই সত্য। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা কুফরি করুক। আমি (অস্বীকারকারী) যালিমের জন্য আগুন তৈরি করে রেখেছি, যার শিখা তাদেরকে ঘিরে

ফেলেছে। সেখানে তারা যদি পানি চায় তাহলে এমন পানি দেয়া হবে, যা তেলের মতো এবং যা তাদের চেহারাকে ঝলসিয়ে দেবে। (সেটা) কতই না মন্দ পানীয় এবং বড়ই মন্দ বাসস্থান! (সূরা কাহ্ফ-১৮ঃ২৯)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ ـ (بُخَارِىْ : بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর। আর বনী ইসরাইল সম্পর্কে আলোচনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তার নিজ ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (বুখারী, বাবু মা যুকিরা আন বানি ইসরাইল, ৩২০২)

٢. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرًا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهٗ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ ـ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحَثِّ عَلٰى تَبْلِيْغِ السَّمَاعِ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যার কাছে দাওয়াত পৌছানো হয় সে যার নিকট থেকে শুনেছে তার চেয়ে বেশি রক্ষণাবেক্ষনকারী হয়ে থাকে (তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিল হাস্সি আলা তাবলিগী সামাঈ, ২৫৮১)

٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَسِّرُوْا وَلَا

تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا۔ (بُخَارِىْ: بَابُ مَا كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ والْعِلْمِ كَىْ لَا يَنْفِرُوْا)

৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী, বাবু মা কানান নাবিয়্যু (সা) ইয়াতাখাওয়ালুহুম বিল মাওইযাতি ওয়াল ইলমি কায় লা ইয়ানফিরু- ৬৭)

٤. عَنْ حُذَيْفَةَبْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهٗ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ (ترمذى : بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ)

৪. হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আজাব নাজিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য) দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিযীঃ বাবু বা জা'আ ফিল আমরি বিলমারুফি ওয়ান নাহি আনিল মুনকারি, ২০৯৫)

٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْاِيْمَانِ)

৫. হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে

যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা (জনমত গঠন করে) তা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা (পরিকল্পিত উপায়ে) এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে (বা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে)। আর এটা হল ঈমানের দুর্বলতম (নিম্নতম) স্তর। (মুসলিম, বাবু বায়ানি কাওনিন নাহি আনিল মুনকারি মিনাল ঈমানি,৭০)

٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا. (مُسْلِمٌ: بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً اَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَااِلٰى هُدًى اَوْ ضَلَالَةٍ)

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বলেছেন, যে হেদায়াতের (সত্য ও সঠিক পথ) দিকে ডাকে, তার জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের সমপরিমান, যারা তার অনুসরণ করেছে। এতে তাদের সাওয়াবের একটুও কমবেনা। আর যে ভ্রষ্টতার (গোমরাহী) দিকে ডাকে তার উপর গুনাহ বর্তাবে তাদের সমপরিমান, যারা তার অনুসরণ করেছে। এতে তাদের গুনাহ একটুও হ্রাস পাবেনা। (মুসলিমঃ বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়িআতান ওয়ামান দাআ ইলা হুদান আও দলালাতিন, ৪৮৩১)

٧. عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. (اَبُوْ دَاؤُد: بَابُ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ)

৭. হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! তোমার ডাকে আল্লাহ তায়ালা একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দিয়ে থাকলে তা তোমার জন্য লাল উট (প্রাপ্তি) অপেক্ষা উত্তম। (আবু দাউদঃ বাবু ফাদলি নাশারিল ইলমি, ৩১৭৬)

৭. সংগঠন: اَلْجَمَاعَةُ

আল কুরআন

١. وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا۔ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا۔ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۔كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ۔

১. সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে ধরে থাক এবং দলাদলি করো না। আল্লাহর ঐ নিয়ামতের কথা মনে রেখ, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমরা যখন একে অপরের দুশমন ছিলে তখন তিনি তোমাদের মধ্যে মনের মিল করে দিয়েছেন এবং তাঁর মেহেরবানিতে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গিয়েছ। তোমরা আগুনভরা এক গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। হয়তো এসব আলামত থেকে তোমরা সফলতার সরল পথ পেয়ে যাবে। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১০৩)

٢. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

২. নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐসব লোককে পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গালানো মজবুত দেয়াল। (আস্ সাফ- ৬১ঃ০৪)

٣. وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

৩. তোমাদের পক্ষে কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত শোনানো হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বর্তমান রয়েছেন? আর যে আল্লাহকে মজবুতভাবে ধরবে সে

অবশ্যই সঠিক পথ পেয়ে যাবে। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১০১)

٤. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ- وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

৪. তোমরা যেন ঐ লোকদের মতো হয়ে না যাও, যারা বহু দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে এবং অত্যন্ত স্পষ্ট হেদায়াত পাওয়ার পরও যারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। যারা এমন আচরণ করেছে তারা সেদিন কঠোর শাস্তি পাবে। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১০৫)

٥. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَو آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

৫. এখন তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মত যাদেরকে মানবজাতির হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য ময়দানে আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনত তাহলে তাদের জন্যই তা ভাল ছিল। যদিও তাদের কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাফরমান। (আলে ইমরান :০৩ঃ ১১০)

٦. وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

৬. তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক তো অবশ্যই থাকা উচিত, যারা নেকি ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফল হবে। (সূরা আলে ইমরান -০৩ঃ১০৪)

٧. وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ.

৭. নিশ্চয়ই আপনাদের এই উম্মত একই উম্মত। আর আমি আপনাদেরই

রব। কাজেই আপনারা আমাকেই ভয় করুন। (সূরা মুমিনূন -২৩:৫২)

٨. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ۔

৮. তিনি তোমাদের জন্য দীনের ঐ সব নিয়ম-কানুনই ঠিক করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন ও যা আমি (হে নবী!) এখন আপনার কাছে অহি করে পাঠিয়েছি এবং যার হেদায়াত আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ তাকিদসহ দিয়েছিলাম যে, এ দীনকে কায়েম করুন। আর এ ব্যাপারে একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যাবেন না। (হে নবী!) এ কথাটিই এই মুশরিকদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়, যার দিকে আপনি আমাকে ডাকছেন। আল্লাহ যাকে চান তাকে আপন করে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে আসার পথ তাকেই দেখান, যে তাঁর দিকে রুজু হয়। (সূরা শুরা -৪২:১৩)

আল হাদীস

١. عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ أَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ اِلَّا أَن يَّرجِعَ وَمَنْ دَعَابِدَعْوٰى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى قَالَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوْا الْمُسْلِمِيْنَ بِمَا سَمَّاهُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ــ (مُسْنَدِ اَحْمَدَ: حَدِيْثُ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ)

১. হযরত হারেসুল আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ১. জামায়াতবদ্ধ হবে ২. নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে ৩. তার আদেশ মেনে চলবে ৪. আল্লাহর পথে হিযরত করবে ৫.আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। যে ব্যক্তি সংগঠন থেকে বেরিয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল তবে যদি ফিরে আসে তা ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি (মানুষদেরকে) জাহেলিয়াতের দিকে আহবান জানায় সে জাহান্নামি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! সে যদি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, এরপরও? রাসূল (সা) বললেন, যদি সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে এরপরও জাহান্নামি হবে। তবে তোমরা মুসলমানদের ডাকো যেভাবে তিনি (আল্লাহ) তাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম, মু'মিন এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে। (মুসনাদে আহমদঃ হাদীসুল হারিসিল আশয়ারী আনিন নাবিয়্যি, ১৬৫৪২)।

٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ - (اَبُوْ دَاؤُدَ: بَابٌ فِى النِّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيْرِ يَا خَيْلَ اللّٰهِ ارْكَبِيْ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন কোন তিনজন ব্যক্তিও সফরে থাকে, তখন যেন একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদঃ বাবুন ফিন নিদাই ইনদাল নাফীরি ইয়া খাইলাল্লাহির কাবী, ২২৪২)

٣. عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ - اَبُوْدَاؤُدَ: بَابٌ فِيْ قَتْلِ الْخَوَارِجِ)

৩. হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল (আবু দাউদঃ বাবুনফী ক্বাতলিল খাওয়ারিজি- ৪১৩১) ।

٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْيَدْعُوْ اِلٰى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلٰى أُمَّتِىْ يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشٰى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِىْ لِذِىْ عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَلَسْتُ مِنْهُ۔

(مُسْلِمٌ: بَابُ وُجُوْبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, যে আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অতঃপর সে মারা গেল তাহলে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর গোমরাহীর পতাকাতলে (শামিল হয়ে) যে লড়াই করে বংশপ্রীতির দরুন ক্রুদ্ধ হয়ে কিংবা জাতির দিকে আহ্বান করতে গিয়ে কিংবা জাতিকে সাহায্য করতে গিয়ে। অতপর নিহত হল, এটি জাহেলিয়াতের হত্যা (মৃত্যু)। আর যে আমার উম্মতের ভাল-মন্দ লোকদের মারার জন্য বের হয়, এতে সে মুমিনদেরও পরওয়া করেনা এবং চুক্তিবদ্ধদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনা, সে আমার দলভুক্ত নয়; আমিও তার দলভুক্ত নই। (মুসলিমঃ বাবু উজুবে মুলাযামাতি জামাআতিল মুসলিমীন, ৩৪৩৬)

٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِىْ اَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَ يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ اِلَى النَّارِ۔ (تِرْمِذِىْ : بَابُ مَا جَاءَ فِى لُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে গোমরাহির উপর ঐক্যবদ্ধ করবে না। আর আল্লাহর হাত রয়েছে সংঘবদ্ধতা তথা জামায়াতের সাথে। আর যে সংগঠন থেকে একা হয়ে পড়বে, সে জাহান্নামে পতিত হবে।

(তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফি লুযুমিল জামায়াতি, ২০৯৩)

٦. عَنْ تَمِيْمِ اَلدَّارِىْ قَالَ : تَطَاوَلَ النَّاسُ فِىْ الْبِنَاءِ فِىْ زَمَنِ عُمَرَ, فَقَالَ عُمَرُ : يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ الْاَرْضَ اِنَّهُ لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ' فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ, وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلٰى غَيْرِ فِقْهٍ كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ

(سُنَنُ الدَّارِمِيِّ: بَابٌ فِىْ ذِهَابِ الْعِلْمِ)

৬. হযরত তামীম দারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রা) এর যুগে মানুষ সকল অট্টালিকা বানানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হল। অতঃপর ওমর (রা) বললেন, হে আরবের অধিবাসীগন নিশ্চয়ই সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্বের অস্তিত্ব নেই। কোন জাতি যাকে সঠিক ও গভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত করে, সে তার নিজের জন্য এবং তার জাতির জন্য জীবনীশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে আর যাকে তার জাতি সঠিক ও গভীর জ্ঞানের ওপর ভিত্তি না করেই নেতা বানায়, সে তার নিজের জন্য এবং তার জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ হয়। (সুনানে দারেমীঃ বাবুন ফী যিহাবিল ইলমি-২৫৭)

৮. প্রশিক্ষণ : اَلتَّعْلِيْمُ

আল কুরআন

١. هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَا لٍ مُّبِيْنٍ۔

১. তিনিই সে সত্তা, যিনি উম্মিদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনান, তাদের জীবন পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে পড়ে ছিল। (সূরা জুমুআ-৬২ঃ২)

٢. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

২. হে আমাদের রব! তাদের জন্য তাদেরই জাতির মধ্য থেকে এমন এক রাসূল পাঠিয়ে দিও, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের জীবনকে পবিত্র করে গড়ে তুলবেন। তুমি বড়ই শক্তিমান ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক (সূরা বাকারা-০২ঃ১২৯)

٣. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَاوَيُزَكِّيْكُمْ ويُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَايُعَلِّمْكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ۔

৩. যেমন (তোমরা এভাবে সফলতা লাভ করেছ) আমি তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনান, তোমাদের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদের ঐসব কথা শেখান, যা তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা-০২ঃ১৫১)

٤. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ.

৪. (ফেরেশতারা আগের কথার জের টেনে বলল) আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবেন এবং তাওরাত ও ইনজীলের ইলম শেখাবেন। (সূরা আলে ইমরান -০৩ঃ৪৮)

٥. اَلرَّحْمٰنُ ـ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ـ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔

৫. অতি বড় মেহেরবান আল্লাহ এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। (সূরা রাহমান, ৫৫ঃ১-৪)

٦.وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوْنِىْ بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

৬. এরপর আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শেখালেন। তারপর এসব জিনিসকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে (যে, খলিফা নিয়োগ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে) তাহলে এসব জিনিসের নাম বল দেখি। (সূরা বাকারা-০২ঃ৩১)

٧. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

৭. (হে রাসূল!) যদি আপনার উপর আল্লাহর মেহেরবানি না থাকত এবং তাঁর রহমত আপনার সাথে না থাকত তাহলে তাদের একটি দল তো আপনাকে ভুল পথে নেবার ফায়সালা করেই ফেলেছিল। আসলে ওরা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে ভুল পথে নিতে পারেনি। ওরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারত না। আল্লাহ আপনার উপর কিতাব ও হিকমত নাজিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার উপর তো আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বিরাট। (সূরা নিসা -০৪ঃ১১৩)

٨. وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ۔ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

৮. আল্লাহর গজব থেকে বাঁচ। তিনি তোমাদেরকে কাজের সঠিক নিয়ম শিক্ষা দিচ্ছেন। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কেই জানেন। (সূরা বাকারা-০২:২৮২)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوْا الْقُرآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ ـ (تِرْمِذِىْ: بَابَ مَا جَاءَ فِىْ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ ' ضَعَّفَهُ الْاَلْبَانِىْ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ক্বোরআন এবং ফারায়েজ শিক্ষা গ্রহণ কর। এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। নিশ্চয়ই আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযীঃ বাবু মা জা'আ ফী তালিমিল ফারায়েযে, আলবানী একে দুর্বল বলেছেন, ২০১৭)

٢. عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ ـ (مُوَطَّا مَالِكٍ: باب مَا جَاءَ فِى حُسْنِ الْخُلْقِ)

২. হযরত মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমাকে সুন্দর, বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (মুয়াত্তা মালেক, বাবু মা জা আফী হুছনিল খুলক্বি)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ : كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ أَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهِ وَيُرَغِّبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ ' وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ ' وَأَنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ ـ (سُنَنُ الدَّارِمِىْ: بَابٌ فِى فَضْلُ الْعِلْمِ والْعَالِمِ ' ضَعَّفَهُ الْاَلْبَانِىْ)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সা) মসজিদে নববীতে দুটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, অতঃপর বললেন, তারা উভয় মজলিসই কল্যাণের মধ্যে আছে, তবে একটি অপরটির চেয়ে অধিক ভালো। একটি মজলিস আল্লাহকে ডাকছে এবং তার কাছে প্রাপ্তির আশা করছে, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে দিতে পারেন আবার চাইলে নাও দিতে পারেন। অপর মজলিস ফিকহ ও ইলম শিক্ষা লাভ করছে এবং অশিক্ষিতদেরকে তা শিক্ষা দিচ্ছে। আর এরাই উত্তম মজলিস। আর আমিতো শিক্ষকরূপেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি তাদের মাঝে বসে পড়লেন। (সুনানে দারেমী, বাবুন ফি ফাদলিল ইলমি ওয়াল আলেমি, ৩৫৭, আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।)

٤. عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔ (بُخَارِيْ: بَابُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)

৪. হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে নিজে কুরআন মাজীদ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, বাবু খায়রুকুম মান তায়াল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামহু: ৪৬৩৯)

٥. عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ وَاَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَاجَاءَ فِىْ فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ)

৫. হযরত আবু উমামা আল বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সা) এর নিকট এমন দুই ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করা হল, যাদের একজন ছিলেন আবেদ অন্যজন ছিলেন আলেম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় আমি যে মর্যাদার অধিকারী, উক্ত আলেম ব্যক্তিও ঐ আবেদের তুলনায় সে মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাগণ, আসমান যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিপীলিকাও মাছ পর্যন্ত সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করে, যে লোকদেরকে কল্যাণের (ইলম) শিক্ষা দান করে। (তিরমিযীঃ বাবু মা জা আ ফী ফাদলিল ফিকহি আলাল ইবাদাতি- ২৬০৯।)

৯. ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনঃ حَرَكَةُ التَّعْلِيْمِ الْاِسْلَامِى

আল কুরআন

١. اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

১. পড়ুন (হে রাসূল!) আপনার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি জমাট রক্তের পিণ্ড (ভ্রূণ) থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সূরা আলাক, ৯৬ঃ১-৫)

٢. اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ.

২. (এ লোকের চালচলনই ভালো, না ঐ ব্যক্তির) যে আদেশ পালন করে, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের রহমতের আশা করে? তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যারা জানে, আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই নসিহত কবুল করে থাকে। (সূরা যুমার-৩৯ঃ৯)

٣. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

৩. তেমনিভাবে মানুষ, জীব-জানোয়ার এবং গৃহপালিত পশুও নানা রংয়ের রয়েছে। আসলে আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে যারা আলেম তারাই শুধু আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির-৩৫ঃ ২৮)

٤. هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا أُولُو الْاَلْبَابِ.

৪. তিনিই সে, যিনি আপনার উপর এ কিতাব নাজিল করেছেন। এ কিতাবে দু'রকমের আয়াত আছে। এক : 'মুহকামাত' যা কিতাবের আসল বুনিয়াদ। আর দুই : 'মুতাশাবিহাত'। যাদের মন বাঁকা তারা সব সময় ফিৎনার তালাশে মুতাশাবিহাতের পেছনেই লেগে থাকে এবং এর অর্থ বের করার চেষ্টা করতে থাকে। অথচ এসবের সঠিক অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। অপরদিকে যারা ইলমে পাকা তারা বলে, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। এসব-ই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে। আর এটাই সত্য যে, একমাত্র বুদ্ধিমান লোকই কোনো বিষয় থেকে সঠিক উপদেশ হাসিল করে থাকে।
(সূরা আলে ইমরান-০৩:৭)

٥. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ۔

৫. আর মুমিনদের সবার একসাথে বের হয়ে পড়ার কোন দরকার ছিলনা। এমনটি হলো না কেন যে, তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে এসে দীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদের সতর্ক করতো, যাতে তারা (অমুসলমানী আচরণ থেকে) বিরত থাকে। (সূরা তাওবা: ০৯:১২২)

٦. فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا۔

৬. সুতরাং আল্লাহই মহান ও আসল বাদশাহ। (হে নবী!) আপনার কাছে অহি পূর্ণরূপে পৌছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কুরআন পড়তে গিয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। আর দুআ করুন, হে আমার রব! আমার ইলম বাড়িয়ে দিন।

(সূরা ত্বাহা-২০:১১৪)

٧. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۔

৭. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, মজলিসে জায়গা প্রশস্ত কর, তখন তোমরা জায়গা খোলাসা করে দিও। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর তোমরা যাকিছু কর আল্লাহ এর খবর রাখেন। (সূরা মুজাদালা:৫৮:১১)

٨. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْاَلْبَابِ

৮. আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাকে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে আর যে ব্যক্তি এসত্যের ব্যাপারে অন্ধ, তারা দু'জন সমান হবে এটা কেমন করে সম্ভব? উপদেশ তো শুধু বিবেকবান লোকেরাই গ্রহণ করে । (সূরা রা'দ: ১৩:১৯)

আল হাদীস

١ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ (بَيْهَقِىْ: شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম (নর-নারীর) ব্যক্তির উপর ফরজ (বায়হাকী: শুয়াবুল ঈমান: ১৬১৪)

٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ۔ (تِرْمِذِىْ: بَابُ

(فَضْلِ الْعِلْمِ)

২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে।(তিরমিযি বাবু ফাদলি তলাবিল ইলমি- ২৫৭১)

٣. عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَن يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ ـ

(تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ, ضَعَّفَهُ الْاَلْبَانِى)

৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি জ্ঞানের কথা শুনে কখনোই পরিতৃপ্ত হয় না, যে পন্তর্য তার চুড়ান্ত ঠিকানা জান্নাতে সে না পৌছে। (তিরমিযী, বাবু মা জা'আ ফি ফাদলিল ফিকহি, আলাল ইবাদাতি, ২৬১০, আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।)

٤. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ مَا يَلْحَقُ الْاِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِه)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সকল আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ১. সদকায়ে জারিয়াহ। ২. এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়। ৩. এমন নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম, বাবু মা ইয়ালহাকুল ইনসানা মিনাছ ছাওয়াবে বা-দা ওফাতিহি: ৩০৮৪)

٥. عَنْ أَبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهِ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِه فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهِ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

(بُخَارِىْ: بَابُ اِنْفَاقِ الْمَالِ فِىْ حَقِّهٖ)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সা) কে বলতে শুনেছি , দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারোর প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। যাকে আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়েছেন, তারপর তাকে ঐ ধন সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করার তওফিকও দান করেছেন এবং যাকে আল্লাহ (দ্বীনের) জ্ঞান দান করেছেন সে উহা দ্বারা ফয়সালা করে এবং লোকদরকে তা শিখায়। (বুখারী, বাবু ইনফাক্বিল মালি ফি হাক্বিহী : ১৩২০)

٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ۔

(تِرْمِذِىْ: بَابُ فَضْلِ طَلْبِ الْعِلْمِ)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য কোন পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। (তিরমিযী, বাবু ফাদলি তলাবিল ইলমিঃ ২৫৭০)

১০. জিহাদ/ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ : اَلْجِهَادُ

আল কুরআান

١. وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ـ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلَ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ـ فَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ـ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ـ

১. আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমনভাবে করা উচিত। তিনি তোমাদের (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নিয়েছেন। দীনের মধ্যে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। (দীন অনুযায়ী তোমাদের চলার পথে তিনি কোনো বাধা থাকতে দেননি)। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম হয়ে যাও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন, এ কুরআনেও (তোমাদের নাম এটাই), যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন এবং তোমরাও মানবজাতির উপর সাক্ষী হও। সুতরাং সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না ভালো এ অভিভাবক! আর কতই না ভালো এ সাহায্যকারী।

(সূরা হাজ্জ-২২ঃ৭৮)

٢. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ

وَاَنْفُسِكُمْ. ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে ঐ ব্যবসায়ের কথা বলব, যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আজাব থেকে বাঁচাবে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আন এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো, যদি তোমরা তা জান। (সূরা সাফ্ , ৬১ঃ১০-১১)

٣. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

৩. যে চেষ্টা-সাধনা করবে, সে তা নিজের ভালোর জন্যই করবে। নিশ্চয়ই গোটা সৃষ্টি জগতে কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নাই। (সূরা আনকাবূত-২৯ঃ৬)

٤. وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

৪. আর যারা আমার খাতিরে চেষ্টা-সাধনা করবে তাদেরকে আমি অবশ্য অবশ্যই আমার পথ দেখাব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককার লোকদের সাথেই আছেন। (সুরা আনকাবূত-২৯ঃ৬৯)

٥. اِنْفِرُوا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

৫. তোমরা বের হও, হালকা অবস্থায়ই হোক আর ভারী অবস্থায়ই হোক এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমরা যদি জানো তাহলে এটাই তোমাদের জন্য ভালো। (সূরা তাওবা- ০৯ঃ৪১)

٦. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِى سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

৬. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় করে চল, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর । হয়তো তোমরা

সফলকাম হবে। (সূরা মায়িদা-০৫:৩৫)

٧. وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

৭. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক, যে পর্যন্ত না ফিৎনা খতম হয়ে যায় এবং দীন শুধু আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখ, তারা যা কিছু করছে, আল্লাহ্ তা দেখছেন। (সূরা বাকারা-০২:১৯৩)

٨. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّاۤ أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

৮. তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ তারা কতক নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে গিয়েছে। আল্লাহ তাদের পক্ষে কোনো সনদ নাযিল করেননি। শাসনক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা আর কারো দাসত্ব করবে না। এটাই সঠিক, মজবুত দীন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না। (সূরা ইউসুফ-১২:৪০)

٩. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

৯. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রব, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। যিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর দিন রাতের পেছনে দৌড়ে চলে আসে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও

তারকা সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর হুকুমের অধীন। সাবধান, সৃষ্টিও তাঁর, হুকুমও তাঁরই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড়ই বরকতময়। (সূরা আরাফ-০৭:৫৪)

١٠. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِىْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

১০. তোমাদের মধ্যে ঐ লোকদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীর খলীফা বানাবেন, যেমনভাবে তাদের আগের লোকদের বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের ঐ দীনকে মজবুত বুনিয়াদের উপর কায়েম করে দেবেন, যে দীনকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপদ অবস্থায় বদলে দেবেন। তারা শুধু আমার দাসত্ব করবে, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। এরপর যারা কুফরি করবে ঐ লোকেরাই ফাসিক। (সূরা নূর -২৪:৫৫)

١١. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ.

১১. আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীজান নাজিল করেছি, যেন মানুষ ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে। আমি লোহা (বা রাষ্ট্রশক্তিও) নাজিল করেছি, যার মধ্যে বিরাট রণশক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন যে, কে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বড়ই শক্তিমান ও প্রতাপশালী। (সূরা হাদীদ -৫৭:২৫)

١٢. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا. وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا. وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

১২. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা ঐসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের খাতিরে আল্লাহর পথে লড়াই করছ না, যাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে এবং যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালিমদের এ জনপথ থেকে উদ্ধার করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারীর ব্যবস্থা কর। (সূরা নিসা -০৪:৭৫)

١٣. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ. اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا.

১৩. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফরী করেছে তারা তাগূতের পথে লড়াই করে। তাই শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জেনে রাখ, শয়তানের চাল আসলে বড়ই দুর্বল। (সূরা নিসা-০৪:৭৬)

١٤. وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا.

১৪. আর দোয়া করো, হে আমার রব! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে নাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা ইসরা:১৭:৮০)

١٥. وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا

عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ.

১৫. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক, যে পর্যন্ত না ফিৎনা খতম হয়ে যায় এবং দীন শুধু আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখ, জালিমদের ছাড়া আর কারো উপর হামলা করা উচিত নয়। (সূরা বাকারা-০২ঃ১৯৩)

আল হাদীস

١. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ الْاَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى أَفْضَلُ الْاَعْمَالِ)

১. হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা), সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার পথে জিহাদ। (মুসলিমঃ বাবু বায়ানি কাওনিন ঈমানি বিল্লাহি তায়ালা আফদালুল আ'মালি- ১১৯)

٢. عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى رَأْسِ الْاَمْرِ وَ عَمُوْدِهٖ وَذُرْوَةِ سَنَامِهٖ أَمَّا رَأْسُ الْاَمْرِ فَالْاِسْلَامُ فَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ وَاَمَّا عَمُوْدُهٗ فَالصَّلَاةُ وَأَمَّا ذُرْوَةُ سَنَامِهٖ فَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ (مُسْنَد اَحْمَدَ: حَدِيْثُ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ)

২. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাকে দ্বীনের মূল সুত্র, তাঁর খুটি এবং সর্বোচ্চ চুড়ার সন্ধান দিব না? রাসূল(সা) তার ইতিবাচক সাড়া পেয়ে বললেন) দ্বীনের মূল হলো ইসলাম, সুতরাং যে ইসলাম গ্রহণ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, খুঁটি হলো সালাত এবং তার সর্বোচ্চ চুড়া হলো আল্লাহর পথে জিহাদ।
(মুসনাদে আহমদঃ হাদীসু মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) : ২১০৫৪)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ

وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ - (مُسْلِمٌ: بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি এবং জিহাদ করার মানসিকতাও রাখেনি সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিমঃ বাবু যাম্মি মান মাতা ওয়ালাম ইয়াগযুঃ ৩৫৩৩)

٤. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ و أَلْسِنَتِكُمْ - (اَلنَّسَائِىْ : بَابُ وُجُوْبِ الْجِهَادِ)

৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ, হাত, ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (নাসায়ীঃ বাবু উজুবিল জিহাদিঃ ৩০৪৫)

٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - (بُخَارِىْ: بَابُ الْغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ)

৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল ও একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী, বাবুল গাদওয়াতি ওয়ার রাওহাতি ফি সাবিল্লিাহিঃ ২৫৮৩)

٦. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ اىُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (نَسَائِى: بَابُ فَضْلِ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ اِمَامٍ جَائِرٍ)

৬. হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) ঘোড়ার জিনে পা রাখার সময় এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, উত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বললেন, অত্যাচারী শাসকের নিকট সত্য কথা বলা।"(নাসায়ী, বাবু

ফাদলি মান তাকাল্লামা বিল হাক্কি ইনদা ইমামিন জায়িরিন: ৪১৩৮)

٧. عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهٗ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (بُخَارِى: بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا)

৭. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট এসে বলল, কোন ব্যক্তি লড়াই করে গনীমতের জন্য, আর কেউ লড়াই করে খ্যাতির জন্য, আবার কেউ লড়াই করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, এদের মধ্যে কার লড়াই আল্লাহর পথে গন্য হবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে। (বুখারী, বাবু মান ক্বাতালা লি তাকূনা কালিমাতুল্লাহি হিয়াল উলইয়া: ২৫৯৯)

٨. عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ اَدْرَكَنِىْ أَبُوْ عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ اِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهِ عَلَى النَّارِ - (بُخَارِىْ: بَابُ الْمَشْيِ اِلَى الْجُمُعَةِ)

৮. হযরত আবায়া ইবনে রিফায়া (রা) বলেন, আমি জুময়ার দিকে যাওয়ার সময় আবু আবছের সাথে সাক্ষাৎ হলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে যার পদযুগল ধূলোয় মলিন হলো আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। (বুখারী, বাবুল মাশয়ি ইলাল জুময়াতিঃ ৮৫৬)

٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهٗ يَدْمَى اَللَّوْنُ

لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ۔ (بُخَارِي: بَابُ الْمِسْكِ)

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যে কেউ আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হলে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে আসবে, তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। এবং রং হবে রক্তের মতো আর ঘ্রান হবে মিশ্‌কের মতো। (বুখারী: বাবুল মিসকে, ৫১০৭)

١٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ اِنَّ فِىْ الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَابَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْاَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ اُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ۔ (بُخَارِي: بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ)

১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ কায়েম করে এবং রোযা রাখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক বা জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এ সুসংবাদ লোকদের জানাবো না? তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর তৈরি করে রেখেছেন। যে কোন দুটি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের ব্যবধান। কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে ফেরদাউসের জন্য প্রার্থনা করো। কেননা সেটিই জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অংশ। এরই উপরিভাগে মহান করুনাময় আল্লাহর আরশ, যেখান

থেকে জান্নাতের ঝরনাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (বুখারীঃ বাবু দারাজাতিল মুজাহিদীনা ফী সাবীলিল্লাহ, ২৫৮১)

١١. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا- (بُخَارِي: بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا اَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ)

১১. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দিল, সে নিজেই যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশুনা করে সেও যেন জিহাদ করল। (বুখারীঃ বাবু ফাদলি মান জাহ্হাযা গাযিয়ান আও খালাফাহু বিখাইরিন, ২৬৩১)

১১. সালাত : اَلصَّلَاةُ

আল কুরআন

١. وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ اَلَّذِيْنَ

يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلَقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

১. সবর ও নামায দ্বারা তোমরা সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই নামায খুব মুশকিল কাজ। কিন্তু ঐসব অনুগত লোকদের জন্য মুশকিল নয়, যারা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আপন রবের সাথে দেখা করতেই হবে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা, ০২ঃ৪৫-৪৬)

٢. حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ.

২. তোমরা নামাজের হেফাজত কর; বিশেষ করে যে নামাজের মধ্যে নামাজের সব গুণাবলি পাওয়া যায় । আর আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও, যেমন অনুগত গোলাম দাঁড়ায়। (সূরা বাকারা-০২ঃ২৩৮)

٣. اُتْلُ مَآاُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ-اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ

الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ-وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ-وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

৩. (হে নবী!) আপনার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা আপনি তিলাওয়াত করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহর জিকর এর চেয়েও বড় জিনিস । তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা আনকাবূত-২৯ঃ৪৫)

٤. وَاَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ

عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

৪. নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও। তোমরা পরকালের জন্য ভালো যা কিছু কামাই করে পাঠাবে, আল্লাহর কাছে তা মজুদ পাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দৃষ্টি রাখেন যা তোমরা করছ। (সূরা বাকারা-০২:১১০)

٥. وَاَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

৫. সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে নত হয় (রুকুকারী) তাদের সাথে তোমরাও নত হও (রুকু কর।) (সূরা বাকারা-০২:৪৩)

٦. اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلَاةَ وآتَوُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

৬. তারাই ঐ সব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হাজ্জ-২২:৪১)

٧. فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًاوَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا.

৭. তারপর যখন তোমরা নামাজ আদায় করে ফেল তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া (সব) অবস্থায় আল্লাহর জিকির করতে থাক। তারপর যখন (আশঙ্কা দূর হয়ে যায় এবং) তোমরা নিশ্চিন্ত হও তখন পুরা নামাজ আদায় কর। আসলে নামাজ এমন এক ফরজ, যা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য মুমিনদের উপর হুকুম করা হয়েছে। (সূরা নিসা -০৪:১০৩)

٨. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وَجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُّرِيْدُلِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নামাযের জন্য ওঠো তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নাও, তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং গিরা পর্যন্ত পা ধুয়ে ফেল। যদি নাপাক অবস্থায় থাক তাহলে গোসল করে পাক হও। যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ পেসাব-পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর আর এ অবস্থায় যদি পানি না পাও তাহলে পাক-সাফ মাটি দিয়ে তয়াম্মুম কর, (অর্থাৎ) মাটি হাতে মেখে মুখ ও হাত মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের জীবনে কঠোরতা চাপাতে চান না। তিনি তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে চান। আর তিনি তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (সূরা মায়িদা-০৫:৬)

٩. وَاَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰاكِرِيْنَ.

৯. আর দেখ, দিনের দুই কিনারায় ও রাতের কিছু অংশ পার হওয়ার পর নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয়ই সৎ কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। যারা আল্লাহকে মনে রাখে তাদের জন্য এটা একটা উপদেশ। (সূরা হুদ-১১:১১৪)

١٠. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

১০. সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামাজ কায়েম করুন। আর ফজরের (নামাজে) কুরআন পড়ুন, কেননা ফজরে কুরআন পড়ার সময় (ফেরেশতারা) হাজির থাকে। (সূরা বনী ইসরাঈল-১৭:৭৮)

١١. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১১. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন জুমআর দিন নামাজের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের দিকে দৌড়ে যাও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো, যদি তোমরা জান। (সূরা জুমুআ-৬২ঃ৯)

١٢. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَانَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

১২ আপনার পরিবার পরিজনকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও তা মযবুতভাবে পালন করুন। আমি আপনার কাছে রিজিক চাই না। বরং আমিই আপনাকে রিজিক দিচ্ছি। আর ভালো পরিণাম তাকওয়াবানদের জন্যই রয়েছে। (সূরা ত্বা-হা-২০ঃ১৩২)

আল হাদীস

١. عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وصَوْمِ رَمَضَانَ ـ (بُخَارِىْ: بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ , مُسْلِمْ: بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْاِسْلَامِ وَدَعَائِمِه الْعِظَامِ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। ১. এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল ২. নামাজ কায়েম করা ৩. যাকাত দেয়া ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমজানের রোজা রাখা (বুখারী, বাবু বুনিয়াল ইসলামু আলা খামছিন,৭.মুসলিমঃ বাবু বায়ানি

আরকানিল ইস্লামি, ২১)

٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَاإِيْمَانَ لِمَنْ لَا امَانَةَ لَهُ , وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُوْرَ لَهُ , وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ, اِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ (اَلْاَوْسَطُ لِلطَّبْرَانِي: مِنْ اِسْمِهٖ اَحْمَدَ. ضَعَّفَهُ الْاَلْبَانِىْ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। যার পবিত্রতা নেই তার নামাজ নেই, যার নামাজ নেই তার দ্বীন নেই। গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যে মর্যাদা, দ্বীন ইসলামে নামাজের সে মর্যাদা। (আল আওসাতু লিত্ তাবরানী: মিন ইসমিহী আহমাদ্ ২৩৮৩, আলবানী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلَاتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أُنْظُرُوا هَلْ لِّعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ - (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দাহর আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তার নামাজ সম্পর্কে হিসেব নেয়া হবে। তার নামাজ যদি যথাযথ প্রমাণিত হয়, তবে সে সাফল্য লাভ করবে, আর যদি নামাজের হিসেবই খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরজ ইবাদাতে কোনরূপ ঘাটতি হয়, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা দেখ আমরা বান্দাহর কোন নফল ইবাদাত আছে কি

না? যদি থাকে তাহলে উহার দ্বারা ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য আমলও অনুরূপ বিবেচিত হবে। (তিরমিযি, বাবু মা জাআ আন্না আউয়ালা মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু -৩৭৮)

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ: مُسْنَد عَبْد اللّٰهِ بْنِ عَمرٍو)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা তিনি নামাজের প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করলেন অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এই নামাজ যথাযথভাবে ও সঠিক নিয়মে আদায় করতে থাকবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন একটি নূরঅকাট্য দলিল এবং মুক্তি নির্ধারিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজ সঠিকভাবে আদায় করবে না, তার জন্য নূর, অকাট্য দলিল এবং মুক্তি কিছুই হবে না বরং কিয়ামতের দিন তার পরিণতি হবে কারুন, ফেরাউন, হামান, উবাই ইবনে খালফের সাথে।(মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা), ৬২৮৮)

٥. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ الْمَشْيِ اِلى الصَّلَاةِ تُمْحٰى بِه الْخَطَايَاوَ تُرْفَعُ بِه الدَّرَجَاتُ)

৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটি প্রবাহমান নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে

পারে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না! তার শরীরে কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূল করীম (সা) বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ। এর সাহায্যে আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন। (মুসলিমঃ বাবুল মাশয়ি ইলাস সালাতি তুমহা বিহিল খাতায়া, ১০৭১)

٦. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ۔ (بُخَارِي: بَابُ صِفَةِ النَّارِ)

৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা:) বলেছেন, নামাজ ঠান্ডার সময় পড়। কেননা গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের শ্বাস থেকেই উৎসারিত। (বুখারীঃ বাবু ছিফাতিন নারি, ৩০১৯)।

٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْرَاحَ۔ (بُخَارِي: بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ)

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী (সা:) বলেছেন, কোন ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ততোবার মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরি করে রাখেন। (বুখারী : বাবু ফাদলি মান গাদা ইলাল মাসজিদি ওয়ামান রাহা, ৬২২)

٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى اِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ اِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْاُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً۔ (مُسْلِم: بَابُ الْمَشْيِ اِلَى الصَّلاَةِ تُمْحَى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ)

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করল, অতপর আল্লাহর

কোন একটি ফরজ (নামাজ) আদায়ের উদ্দেশ্যে মস্‌জিদের দিকে রওয়ানা হল এটি তার পদচারণার প্রতি এক কদমে একটি গুনাহ্ মাফ এবং পরবর্তী কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে। (মুসলিম : বাবুল মাশয়ি ইলাস সালাতি তুমহা বিহিল খাতায়া, ১০৭০)

٩. عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (اَبُوْ دَاوُد: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَشْيِ اِلَى الصَّلَاةِ فِي الظَّلَامِ)

৯. হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, যারা অন্ধকারে মসজিদের দিকে (নামাযের উদ্দেশ্যে) বেশী বেশী পদচারণ করে তাদেরকে কিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিন। (আবু দাউদঃ বাবু মা জাআ ফিল মাশয়ি ইলাস সালাতি ফিযযালামি, ৪৭৪)।

١٠. عَنْ اَبِيْ مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِي الصَّلَاةِ اَبْعَدُهُمْ فَاَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الَّذِىْ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَنَامُ۔ (بُخَارِي: بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ)، (مُسْلِم: بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخَطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ)

১০. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে দূরে বাস করে লোকদের মধ্যে (দূর থেকে এসে জামাআতে নামায পড়ার কারণে) তারই সাওয়াব বেশী হয়। আর এর চাইতে যে আরো দূরে থাকে তার সাওয়াব আরো বেশী হয়। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার চাইতে ঐ ব্যক্তির সাওয়াব বেশী যে ইমামের সাথে নামাজ পড়ার জন্য অপেক্ষা করে। (বুখারীঃ বাবু ফাদলি সালাতিল ফাজরি ফী জামাআতিন, ৬১৪; মুসলিমঃ বাবু ফাদলি কাসরাতিল খুতা ইলাল মাসাজিদে, ১০৬৪)।

١١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

صَلاَةُ الْـجَـمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً۔ (بُخَارِي: بَـابُ فَـضْـلِ صَلاَـةِ الْـجَـمَـاعَةِ)، (مُسْلِم: بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيْد فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا)

১১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, একাকী নামাজ পড়ার চাইতে জামাআতে নামাজ পড়ার ফযীলত সাতাশ গুন বেশী। (বুখারীঃ বাবু ফাদলি সালাতিল জামাআতি, ৬০৯; মুসলিমঃ বাবু ফাদলি সালাতিল জামাআতি, ১০৩৮)

١٢. عَـنْ اَبِـيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَـلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ الـلّٰـهِ قَـالَ اِسْبَـاغُ الْوَضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِـظَـارُ الـصَّلاَـةِ بَـعْـدَ الـصَّلاَةِ فَذٰ لِكُمُ الرِّبَاطُ۔ (مُسْلِم: بَابُ فَضْلِ اِسْبَاغِ الْوَضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ)

১২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহ মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও অজু করা, মসজিদে (নামাজের উদ্দেশ্যে) অধিক পদচারণা এবং এক নামাজের পরে অন্য নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটিই হচ্ছে সুদৃঢ় বন্ধন। (মুসলিমঃ বাবু ফাদলি ইসবাগিল উদু আলাল মাকারিহি, ৩৬৯)

১২. যাকাত: اَلزَّكَاةُ

আল কুরআন

١. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

১. (হে রাসূল!) আপনি তাদের মাল থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে পবিত্র করুন, তাদেরকে (নেক পথে) এগিয়ে দিন এবং তাদের জন্য রহমাতের দু'আ করুন। কেননা আপনার দু'আ তাদের জন্য সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (সূরা তাওবা-০৯:১০৩)

٢. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ.

২. যারা যাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়। (সূরা মুমিনুন-২৩:৩)

٣. وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

৩. তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, যাতে মানুষের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা মোটেও বাড়ে না। আর যে যাকাত তোমরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য দিয়ে থাক, এর দাতারাই ঐ সব লোক, যারা সফল। (সূরা রূম-৩০:৩৯)

٤. وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

৪. সালাত কায়েম কর যাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে নত হয় (রুকূ কারী) তাদের সাথে তোমরাও নত হও (রুকু কর)। (সূরা বাকারা-০২:৪৩)

٥. اَلَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ.

৫. যারা যাকাত আদায় করে না, তারাই আখেরাত অস্বীকারকারী। (সূরা হামীম আস সাজদাহ:৪১:৭)

٦. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

৬. এসব সদকা তো আসলে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য, ঐসব লোকদের জন্য যারা সদকার কাজে নিযুক্ত, আর তাদের জন্য যাদের মন জয় করা দরকার । (তা ছাড়া এসব) দাস মুক্ত করা, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করা, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের খিদমতে ব্যবহার করার জন্য। এটা আল্লাহর তরফ থেকে একটা ফরজ। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক। (সূরা তাওবা-০৯:৬০)

٧. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِىْ الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ.

৭. আল্লাহ সুদকে কমিয়ে দেন এবং দান-খয়রাতকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা-০২:২৭৬)

٨. فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

৮. এরপর যদি তারা তাওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তো তারা তোমাদের দীনী ভাই (হয়ে গেল)। আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য আমার হুকুম-আহকাম স্পষ্ট করেই দিয়ে থাকি। (সূরা তাওবা-০৯:১১)

আল হাদীস

١. عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَة , مُسْلِمْ: بَابُ بَيَانِ اَنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ)

১. হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা) এর

নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামাজ কায়েম করার জন্য, যাকাত দেয়ার জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য। (বুখারীঃ বাবু ক্বাওলিন নাবিয়্যি আদ দ্বীনু আন নাসিহাতু, ৫৫; মুসলিমঃ বাবু বায়ানি আন্নাদ দ্বিনা আননাসিহাতু, ৮৩)

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا : ﴿لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ﴾ - (بُخَارِىْ: بَابُ اِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ যাকে ধন সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে একটি ন্যাড়া সর্পে পরিণত করা হবে। তার থাকবে দুটি কালো দাগ। এই সর্প সেই ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দুগালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি-ই তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অত:পর তিনি সূরা আলে ইমরানের ১৮০নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন। (বুখারী, বাবু ইসমি মানিয়িয যাকাতি, ১৩১৫)

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا اَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ واللّٰهِ لَوْ

مَـنَـعُـوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـقَـاتَـلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ رَأَيْتُ اَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ أَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ ـ (بُخَارِىْ : بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبٰى قَبُوْلَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوْا اِلَى الرِّدَّةِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন ইন্তেকাল করলেন তখন আবু বকর (রা) খলিফা নিযুক্ত হলেন। অতপর আরবদের মাঝে (যারা কুফরি করবে তারা) কিছু লোক কুফরি করল। ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা) কে বললেন, আপনি এই লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে পারেন অথচ নবী করীম (সা) বলেছেন, লোকেরা যতক্ষন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মেনে না নিবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যদি কেহ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করে তবে তার ধন সম্পদ ও জান প্রাণ আমার নিকট পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশ্য উহার উপর ইসলামের হক কখনো র্ধায হলে অন্য কথা। আর উহার হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ। যে লোকই নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে তারই বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হচ্ছে মালের হক। আল্লাহর শপথ। যদি রাসূলের সময়যাকাত বাবদ দিত-এমন একটি উটের বাচ্চাও দেয়া বন্ধ করে তবে অবশ্যই আমি উহা দেয়া বন্ধ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, উহা আর কিছু নয়, আমার মনে হল আল্লাহ যেন আবু বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং বুঝতে পারলাম যে, উহাই ঠিক। (বুখারী, বাবু ক্বাতলি মান আবা কুবুলাল ফারায়িজি: ৬৪১৩)

১৩. সাওম: اَلصَّوْمُ

আল কুরআন

١. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের নবীগণের উম্মতের উপর ফরজ করা হয়েছিল। এর ফলে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ পয়দা হবে। (সূরা বাকারা -০২ঃ১৮৩)

٢. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

২. রমজান ঐ মাস, যে মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে; যা মানুষের জন্য পুরোটাই হেদায়াত, যা এমন স্পষ্ট উপদেশে পূর্ণ যে, তা সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। তাই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাস পায় তার অবশ্য কর্তব্য, সে যেন পুরো মাস রোজা রাখে। আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য সময় ঐ দিনগুলোর রোজা করে নেয়। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, যা কঠিন তা তিনি চান না। তোমাদেরকে এ জন্যই এ নিয়ম দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা রোজার সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, আর যে হেদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন এর জন্য তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করতে পার এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পার । (সূরা বাকারা-০২ঃ১৮৫)

٣. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلَاتُبَا شِرُوْ هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

৩. তোমাদের জন্য রোজার সময় রাতের বেলায় বিবিদের কাছে যাওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ। আল্লাহ্ জানতেন যে, তোমরা চুপে চুপে নিজেরাই নিজেদের সাথে প্রতারণা করছিলে। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের বিবিদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা জায়েজ করে দিয়েছেন তা হাসিল কর। আর রাতের বেলায় খানাপিনা কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিকট রাতের কালো রেখা থেকে সকালের সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে না ওঠে। তখন এসব কাজ ছেড়ে দিয়ে রাত পর্যন্ত নিজেদের রোজা পুরা করো। আর যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ কর, তখন বিবিদের সাথে সহবাস করো না। এটা আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমা, এর কাছেও যেও না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর বিধান মানুষের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আশা করা যায়, তারা ভুল আচরণ থেকে বেঁচে থাকবে।(সূরা বাকারা -০২:১৮৭)

٤. أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

৪. কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের রোজা। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে সে অন্য সময় যেন এ দিনগুলোর রোযা আদায় করে নেয়। আর যারা রোজা রাখতে সক্ষম (হয়েও রোজা রাখে না) তারা যেন

'ফিদ্ইয়া' দেয় । এক রোজার ফিদইয়া হলো একজন মিসকিনকে খাওয়ানো। আর যে ইচ্ছা করে কিছু বেশি সৎকাজ করে, তার জন্যই ভালো। কিন্তু যদি তোমরা বুঝ তাহলে রোজা রাখাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো।
(সূরা বাকারা -০২:১৮৪)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه ـ (بُخَارِىْ: بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ اِحْتِسَابًا مِنَ الْاِيْمَانِ , مسلم: باب التَّرْغِيْبِ فِى قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে লোক রমজান মাসের রোজা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী; বাবু সাওমি রামাদানা ইহতিসাবান মিনাল ঈমান, ৩৭; মুসলিমঃ বাবুত তারগীবি ফি ক্বিয়ামি রামাদানা, ১২৬৮)

٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مَبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ـ (نَسَائِىْ: ذِكْرُالْاِخْتِلَافُ عَلٰى مَعْمَرٍ فِيْهِ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের নিকট রমজান মাস উপস্থিত। এটি অত্যন্ত বরকতময় মাস। আল্লাহতায়ালা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। আর অবাধ্য শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। আল্লাহর জন্য এ

মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এ রাত্রির কল্যাণ হতে বঞ্চিত হল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি। (নাসায়ী, যিকরুল ইখতিলা ফি আলা মা' মারিন ফিহি: ২০৭৯)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَاِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ اِنِّىْ صَائِمٌ (مُوَطَّا: بَابُ جَامِعِ الصِّيَامِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, রোজা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ কোন দিন রোজা রাখলে তার মুখ থেকে যেন খারাপ কথা বের না হয়, সে যাতে মূর্খতাসুলভ আচরণ না করে। যদি কেউ তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় কিংবা গালমন্দ করে সে যেন বলে আমি রোজাদার। নিশ্চয়ই আমি রোজাদার। (মুয়াত্তা মালেক, বাবু জামেয়েস সিয়ামি:৬০২)

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ ـ (مُسْنَدِ اَحْمَدَ: مُسْنَد عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, রোজা ও কুরআন রোজাদার বান্দাহর জন্য (আল্লাহর নিকট) কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি, আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি, আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। অতঃপর আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন। (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, ৬৩৩৭)

٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ)

৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদানুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারল না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, বাবু মান লাম ইয়াদা' ক্বাওলায যূরি: ১৭৭০)

٦. عَنْ سَهْلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. (بُخَارِى: بَابُ الرَّيَّانِ لِلصَّائِمِيْنَ)، (مُسْلِم: بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ)

৬. হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জান্নাতের একটি দরজা আছে যাকে বলা হয় রাইয়ান। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র রোজাদার লোকেরাই প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ এ পথে প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিন এ বলে ডাক দেয়া হবে রোজাদার লোকেরা কোথায়? তারা যেন এ পথে প্রবেশ করে। এভাবে সকল রোজাদার ভেতরে প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর আর কেউ এ পথে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী; বাবুর রাইয়ান লিস সায়িমীনা, ১৭৬৩; মুসলিম: বাবু ফাদলিস সিয়ামি: ১৯৪৭)

٧. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ـ (بُخَارِىْ: بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ,

مُسْلِمْ: بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ)

৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে রাখবেন। (বুখারী : বাবু ফাদলিস সাওমি ফী সাবিলিল্লাহ, ২৬২৮; মুসলিম: বাবু ফাদলিস সিয়ামি ফী সাবিলিল্লাহ: ১৯৪৯)

٨. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ -

(مُسْلِمٌ: بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ)

৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব ১০ গুন হতে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, রোজা এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, কেননা তা কেবল আমারই জন্য আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। রোজা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় ইচ্ছা, বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে। রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ ১.একটি ইফতারের সময় ২. অপরটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয়ই জেনে রেখ, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরির সুগন্ধি হতেও অনেক উত্তম। (মুসলিম, বাবুফাদলিস সিয়ামি: ১৯৪৫)

১৪. হজ্জ : اَلْحَجُّ

আল কুরআন

١. فِيْهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا- وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا- وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ-

১. এর মধ্যে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে ও ইবরাহীমের ইবাদতের জায়গা রয়েছে। আর এর অবস্থা এমন, যে এর মধ্যে ঢুকল সে-ই নিরাপদ হয়ে গেল। মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার আছে, যে এ ঘরে পৌঁছার ক্ষমতা রাখে সে যেন হজ্জ করে । আর যে এ হুকুম পালন করতে অস্বীকার করে তার জানা উচিত, আল্লাহ দুনিয়ার কারো মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ৯৭)

٢. اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ -وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يَا أُولِى الْاَلْبَابِ-

২. হজ্জের মাসগুলো সবারই জানা। যে ব্যক্তি ঐ নির্দিষ্ট মাসগুলোর মধ্যে হজ্জের নিয়ত করে তার সাবধান হওয়া উচিত, যেন হজ্জের সময় তার দ্বারা কোনো যৌন মিলনের কাজ, কোনো খারাপ কাজ ও কোনো লড়াই-ঝগড়া না হয়। আর যে নেক কাজ তোমরা করবে তা আল্লাহর জানা থাকবে। হজ্জের সফরের জন্য সাথে পাথেয় নিয়ে যেও। আর পরহেজগারীই সবচেয়ে ভালো পাথেয়। কাজেই হে সচেতন লোকেরা! আমার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাক। (সূরা বাকারা-০২ঃ১৯৭)

٣. وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهٖ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ فَاِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۔

৩. আল্লাহকে খুশি করার জন্য যখন তোমরা হজ্জ ও ওমরার নিয়ত কর তখন তা পুরা কর। কিন্তু যদি কোথাও তোমরা ঘেরাও হয়ে পড়, তাহলে সে কুরবানী নির্দিষ্ট জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত মাথা কামাবে না। কিন্তু অসুস্থ বা মাথায় কোনো অসুখ থাকার কারণে যে ব্যক্তি তার মাথার চুল কেটে ফেলেছে, তার উচিত সে যেন 'ফিদইয়া' হিসেবে রোযা রাখে বা সদকা দেয় অথবা কুরবানী করে। এরপর যদি নিরাপদ অবস্থা ফিরে আসে (আর তোমরা হজ্জের আগে মক্কা শরীফ পৌঁছে যাও) তাহলে তোমাদের মধ্যে যে হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত ওমরাহ করার ফায়দা নেয়, সে যেন হজ্জের সময় তিনটি রোজা এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতটি রোজা রাখে। এভাবে যেন সে দশটি রোজা পূর্ণ করে। এ সুবিধাটুকু তাদের জন্য, যাদের বাড়িঘর মসজিদে হারামের কাছে নয়। আল্লাহর এসব হুকুম অমান্য করা থেকে বেঁচে থাক এবং ভালো করে জেনে রাখ, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা বাকারা-০২ঃ১৯৬)

٤. وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ.

৪. আর আপনি সকল মানুষকে হজ্জের জন্য ডাক দিন। তারা (এ ডাকে সাড়া দিয়ে) দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটে চড়ে আসবে।(সূরা হাজ্জ-২২ঃ২৭)

٥. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

৫. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে গণ্য। তাই যে আল্লাহর ঘরের হজ্জ বা ওমরা করে, তাদের জন্য এ দুটো পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো কোনো গুনাহের কাজ নয়। আর যে নিজের মর্জি ও আগ্রহে কোনো ভালো কাজ করবে, আল্লাহর তা জানা আছে এবং তিনি এর মূল্য দেবেন। (সূরা বাকারা-০২:১৫৮)

٦.وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ- فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِىْ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

৬. হজ্জে আকবারের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে সব মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, মুশরিকদের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। এবং তাঁর রাসূলেরও (সম্পর্ক নেই)। এখন যদি তোমরা তাওবা কর তাহলে তোমাদের জন্যই ভালো। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক তাহলে ভাল করে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে দুর্বল করতে পারবে না। (হে রাসূল!) কাফিরদের কঠিন আজাবের সংবাদ দিয়ে দিন। (সূরা তাওবা -০৯:৩)

٧. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ لَا يَهْدِىْ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ-

৭. তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো ও মাসজিদে হারামের খিদমত করাকে ঐ লোকের কাজের সমান মনে করে নিয়েছ, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাতের উপর এবং যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে? আল্লাহর কাছে তো এরা দুজন এক সমান নয়, আর আল্লাহ জালিম কাওমকে হেদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা-০৯:১৯)

আল হাদীস

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

ـ (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ مُسْلِمُ: بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরে হজ্জ করতে আসল, অতঃপর স্ত্রী সংগম করেনি, কোন প্রকার অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়নি, তবে সেখান থেকে তেমন পবিত্র হয়ে) ফিরে আসে, যেমন নিষ্পাপ অবস্থায় তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল। (বুখারীঃ বাবু ক্বাওলিল্লাহি "ফালা রাফাছা" ১৬৯০; মুসলিমঃ বাবু ফাদলিল হাজ্জি ওয়াল উমরাতিঃ ২৪০৪)

٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ االلّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ ـ (مُسْلِمُ: بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِىْ الْعُمُرِ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সম্মুখে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, হে লোক সকল নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন। অতএব তোমরা হজ্জ কর। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা), প্রতি বছরই কি হজ্জ পালন করতে হবে? রাসূল (সা) কিছু বলা থেকে বিরত রইলেন। এভাবে তিনবার প্রশ্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তাহলে প্রতিবছর হজ্জ পালন আবশ্যক হয়ে যেত। আর তখন তোমরা সক্ষম হতে না। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে যা বলি তার উপর আমাকে ছেড়ে দাও। কেননা

তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অধিক প্রশ্ন করার কারণে এবং তাদের নবীদের সাথে মত পার্থক্য করার কারণে। অতএব আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দেই তোমরা সাধ্যমতো তা পালন কর। আর যখন কোন বিষয় থেকে নিষেধ করি তা তোমরা বর্জন কর। (মুসলিম ; বাবু ফারদিল হাজ্জি মাররাতান ফিল উমুরি: ২৩৮০)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ , مُسْلِمْ: بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ تَعالٰى أَفْضَلُ الْاَعْمَالِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হল, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন আল্লাহর পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন কবুল হওয়া হজ্জ। (বুখারী: বাবু মান ক্বালা ইন্নাল ঈমানা হুয়াল আমালু, ২৫; মুসলিম : বাবু বায়ানি কাওনিল ঈমানি বিল্লাহি আফদালুল আ'মালি: ১১৮)

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِىْ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةُ۔ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা হজ্জ ও ওমরা পরপর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর। কেননা এ দুটি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয় যেমন রেত লোহার মরিচা ও স্বর্ণ রৌপ্যের জন্‌জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্জের সাওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়। (তিরমিযি : বাবু মা জা'আ ফী সাওয়াবিল হাজ্জি ওয়াল উমরাতি: ৭৩৮)

১৫ শাহাদাত : اَلشَّهَادَةُ

আল কুরআন

١. وَلَاتَقُوْلُوْاَ لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ.

১. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বল না। এরা তো আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা হয় না। (সূরা বাকারা-০২:১৫৪)

٢. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ۔

২. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা তো আসলে জীবিত। তারা তাদের রবের কাছে রিজিক পাচ্ছে। (সূরা আলে ইমরান-০৩:১৬৯)

٣. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى۔ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ۔ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ۔

৩. এ দু'আর জবাবে তাদের রব বললেন, তোমরা পুরুষ হও বা নারী হও, আমি তোমাদের কারো আমল নষ্ট করব না। তোমরা একে অপরের সমান। তাই যারা আমার খাতিরে নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে, যাদেরকে আমার

কারণে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে আমার পথে কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং যারা আমারই জন্য যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সব দোষ আমি মাফ করে দেবো এবং তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাব, যার নিচে ঝরনাধারা বইতে থাকবে। এটাই আল্লাহর কাছে তাদের পুরস্কার এবং আল্লাহরই কাছে ভালো পুরস্কার রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১৯৫)

٤. وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ۔

৪. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে তারাই তাদের রবের নিকট সিদ্দীক ও 'শহীদ' (হিসেবে গণ্য)। তাদের জন্য রয়েছে তাদের বদলা ও তাদের নূর। আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই দোযখের অধিবাসী। (সূরা হাদীদ-৫৭ঃ১৯)

٥. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ والرَّسُوْلَ فَأُلٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا۔

৫. যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে তারা ঐসব লোকের সাথেই থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। তাঁরা হলেন–নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহ (নেক) লোকগণ। তাঁরা কতই না ভালো সাথী। (সূরা নিসা-০৪ঃ৬৯)

٦. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ۔

৬. যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, তারপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই ভালো রিজিক দান করবেন। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই রিজকদাতাদের মধ্যে সেরা। (সূরা হাজ্জ-২২ঃ৫৮)

٧. اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ- وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ- وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ-

৭. এ সময় যদি তোমাদের উপর আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে তোমাদের বিরোধী দলের উপরও এ ধরণেরই আঘাত লেগেছে। এটা তো সময়ের উত্থান ও পতন মাত্র যা আমি মানুষের মধ্যে একের পর এক দিয়ে থাকি। তোমাদের উপর এ সময়টা এ জন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখে নিতে চেয়েছিলেন, তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মুমিন কারা এবং তিনি তোমাদের মধ্য থেকে ঐ লোকদেরকে বাছাই করে নিতে চেয়েছিলেন, যারা আসলেই শহীদ বা (সত্যের) সাক্ষী। কেননা জালিমদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (সূরা আলে ইমরান-০৩:১৪০)

٨. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا. ذٰلِكَ. وَلَوْيَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ. وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ. وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ.

৮. তাই যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হবে তখন (তাদের) গর্দানে আঘাত করাই (প্রথম কাজ)। যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে ফেলবে তখন (বন্দিদেরকে) কষে বাঁধবে। যুদ্ধ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার পর তোমরা ইচ্ছা করলে বন্দিদের প্রতি দয়া করবে বা ফিদ্ইয়া নিয়ে ছেড়ে দেবে। এটাই তোমাদের করার মতো কাজ। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই তাদেরকে দমন করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলকে কখনো ফলহীন করবেন না। (সূরা মুহাম্মদ: ৪৭:৪)

আল হাদীস

١. عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى أَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ - (بُخَارِىْ: بَابُ تَمَنّٰى الْمُجَاهِدِ أَن يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا)

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাবে না। যদিও তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই নিয়ামত হিসেবে থাকবে। কিন্তু শহীদ সে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদী মৃত্যুবরণের আকাংক্ষা করবে, কেননা বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পাবে।(বুখারী: বাবু তামান্নাল মুজাহিদি আন ইয়ারজেয়া ইলাদ দুনিয়া: ২৬০৬)

٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلَا اَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلَا اَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّىْ أُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ - (بُخَارِىْ: بَابُ تَمَنّٰى الشَّهَادَةِ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা) কে বলতে শুনেছি, সে মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান এমন না হত যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে আদৌ পছন্দ করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সওয়ারী জন্তু ও সরবরাহ করতে পারবো না বলে আশংকা হত, তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনক্ষুদ্র সেনাদল থেকে ও আমি দূরেথাকতাম না। সে মহান সত্তার শপথ। যার হাতে

আমার প্রাণ! আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই অতঃপর জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হই তারপর আবার জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হই, পুনরায় জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হই। (বুখারী : বাবু তামান্নাশ শাহাদাতি: ২৫৮৮)

٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِىَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ أَلَا تُحَدِّثُنِىْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِى الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اِجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِى الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِى الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلٰى -

(بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ)

৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। বারা ইবনে আযেব এর কন্যা উম্মে রুবাই আর তিনি হচ্ছেন হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা। নবী করীম (স) এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেসা বদরের যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে, সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবেই আমি ধৈর্য ধারণ করব অন্যথায় আমি তার জন্য আমার অঝোর নয়নে কাঁদব। তিনি বললেন, হে হারেসার মা জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ ফেরদাউস লাভ করেছে। (বুখারী; বাবু মান আতাহু সাহমুন গারব্রুন ফাক্বাতালাহু: ২৫৯৮)

٤. عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِىْ يَدِهٖ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ - (بُخَارِىْ: بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ)

৪. হযরত আমর ইবনে দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) কে বলতে শুনেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী করীম

(সা) কে বলল, আমি যদি নিহত হই তাহলে, আমার অবস্থা কী হবে? নবীজী বললেন, জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করল এবং শহীদ হলো। (বুখারী, বাবু গাযওয়াতে উহুদ: ৩৭৪০)

٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ هَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ أَيُّوْبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (بُخَارِىْ: بَابُ تَمَنِّى الشَّهَادَةِ)

৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (মুতার যুদ্ধে সেনাদল পাঠানোর পর একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, যায়েদ পতাকা ধারণ করল অতঃপর শাহাদাত বরণ করল। তারপর জাফর পতাকা ধারণ করল সেও শহীদ হলো। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করল কিন্তু সেও শাহাদাত বরন করল। তারপর খালিদ বিন ওয়ালিদকে কেউ নেতা মনোনীত করা ছাড়াই সে পতাকা ধারণ করল। এতে বিজয় লাভ করল। নবী (সা) আরো বললেন, তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে আমাদের মাঝেথাকলে তা আমাদের জন্য এখনকার চেয়ে আনন্দদায়ক হত না। বর্ণনাকারী আইয়ুব বলেন, নবী করীম (সা) বলেছিলেন, তারা শহীদ না হয়ে আমাদের মাঝেথাকলে (এখনকার চেয়ে) বেশী আনন্দিত হত না। এ কথাগুলো বলার সময় নবীজীর দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। (বুখারী : বাবু তামান্নাশ শাহাদাতি: ২৫৮৯)

১৬. বাইয়াত: اَلْبَيْعَةُ

আল কুরআন

١. اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ. فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ أَوْفٰى بِما عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا.

১. (হে রাসূল!) যারা আপনার হাতে বাইয়াত করছিল তারা (আসলে) আল্লাহর কাছে বাইয়াত করছিল, তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত ছিল। এখন যে এ ওয়াদা ভঙ্গ করবে এর কুফল তার উপরই পড়বে। আর আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে যে তা পূরণ করবে, আল্লাহ শিগ্‌গিরই তাকে বড় পুরস্কার দেবেন। (সূরা ফাত্‌হ -৪৮:১০)

٢. لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

২. (হে রাসূল!) আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, যখন তারা গাছের তলায় আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করছিল। তাদের মনের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি তাদের উপর সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং পুরস্কার হিসেবে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (সূরা ফাত্‌হ-৪৮:১৮)

٣. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْآنِ. وَمَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ.

৩. (আসল ব্যাপার হলো) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেওয়ার

ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্বে একটি মজবুত ওয়াদা– যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচাকেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা। (সূরা তাওবা-০৯:১১১)

٤. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَائَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

৪. হে নবী! যখন আপনার কাছে মুমিন মেয়েরা বাইআত করতে আসে এবং এ ওয়াদা করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, জেনা করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করবে না, জেনে-শুনে কোনো অপবাদ রচনা করবে না, কোনো ভালো কাজে আপনার নাফরমানী করবে না, তাহলে তাদের বাইআত কবুল করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা মুমতাহিনা-৬০ঃ ১২)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهٗ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - (مُسْلِمْ: بَابُ وُجُوْبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ)

১ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে তার হাতকে খুলে ফেলল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে যে তার বলার কিছু থাকবে না, আর যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম: বাবু উজুবি মুলাযামাতি জামায়াতিল মুসলিমীন : ৩৪৪১)

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الْاِمَامُ النَّاسَ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতাম শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর। আর তিনি আমাদেরকে সার্মথ্য অনুযায়ী উক্ত আমল করতে বলতেন। (বুখারী : বাবু কাইফা ইউবায়িউল ইমামুন নাসা, ৬৬৬২)

٣. عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِىْ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَ عَلٰى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلٰى أَنْ نَّقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِىْ اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ـ (مُسْلِمُ: بَابُ وُجُوْبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ)

৩. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে এবং এটা সচ্ছলতা অসচ্ছলতা, আগ্রহ-অনাগ্রহ এবং নিজের তুলনায় অন্যকে প্রাধান্য দেয়া সর্বাবস্থায়-ই প্রযোজ্য। আমরা আরো বাইয়াত গ্রহণ করেছি এ মর্মে যে, আমরা কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হব না এবং সর্বাবস্থায় সত্যের উপর অটল থাকব। এ ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবো না। (মুসলিম, বাবু উজুবি তায়াতিলউমারাঃ ৩৪২৬)

٤. عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِىْ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الْاِمَامُ النَّاسَ، بَابُ بَيَانِ اَنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ)

৪. হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা) এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ করেছি। অতঃপর

তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে আমি যেন সাধ্যমত এ কাজ করি। এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করি। (বুখারী, বাবু কাইফা ইউবায়িউল ইমামুন নাসা: ৬৬৬৪) (মুসলিম : বাবু বায়ানি আন্নাদ দ্বিনা আননাসিহাতু-৮৫)

٥. عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِىْ يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَايَعْتُ فِىْ الْأَوَّلِ قَالَ وَفِى الثَّانِىْ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ)

৫. হযরত সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা গাছের নিচে রাসূল (সা) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, হে সালামা! তুমি কি বাইয়াত গ্রহণ করবে না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমি তো প্রথমবার বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, দ্বিতীয় বার (বাইয়াত গ্রহণ) করবে না? (বুখারী: বাবু মান বাইয়া' মাররাতাইন, ৬৬৬৮)

٦. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَأَصَابَهُ وَعْكٌ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَأَبٰى ثُمَّ جَائَهُ فَقَالَ أَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَابٰى فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيْبُهَا۔ (بُخَارِىْ: بَابُ بَيْعَةِ الْاَعْرَابِ)

৬. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। একজন বেদুইন রাসূল (সা) এর নিকট ইসলামের উপর বাইয়াত গ্রহণ করল অতঃপর সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এতে সে (রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এসে) বলল, আমার বাইয়াত ফিরিয়ে নিন! রাসূলুল্লাহ (সা) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। লোকটি আবার রাসূল (সা) এর নিকট এসে বলল, আমার বাইয়াত ফিরিয়ে নিন। রাসূল (সা) আবার অস্বীকৃতি জানালে সে বেরিয়ে গেল। অতপর রাসূল (সা) বললেন, মদীনা হলো কামারের হাপরের ন্যায় যা তার মরিচা বিদূরিত করে আর তার ভালো রূপটি বিকশিত করে। (বুখারী: বাবু বাইয়াতিল আ' রাবি, ৬৬৬৯)

٧. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَلَاثَةٌ لَا

يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لَا يُبَايِعُهٗ اِلَّا لِدُنْيَاهُ اِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفٰى لَهٗ وَاِلَّا لَمْ يَفِ لَهٗ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهٗ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهٗ اِلَّا لِلدُّنْيَا)

৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ধরনের ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। ১. এমন ব্যক্তি যার নিকট সফরে অতিরিক্ত পানি আছে অথচ তা থেকে কোন মুসাফিরকে দেয় না। ২. আর যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়াবি স্বার্থে নেতার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে। তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস তাকে দেয়া হলে সে বাইয়াত পূর্ণ করে অন্যথায় পূর্ণ করে না। ৩. আর যে ব্যক্তি আছরের পরে কারো নিকট কোন পন্য বিক্রি করে আর আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, আমি এত, এত দামে তা ক্রয় করেছি। ফলে ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে ক্রয় করে অথচ সে ঐ দামে ক্রয় করেনি। (বুখারী : মান বাইআয়া রাজুলান লাউবায়িহু ইল্লা লিদদুনিয়া, ৬৬৭২)

১৭. আল্লাহর পথে ব্যয় : اَلْاِ نْفَا قُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰه

আল কুরআন

١. لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ. وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

১. তোমাদের ঐসব জিনিস, যা তোমরা ভালোবাস তা (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা নেকি হাসিল করতে পার না। আর তোমরা যা কিছু খরচ করবে তা আল্লাহর অজানা থাকবে না।(সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ৯২)

٢. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ. وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ. وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ.

২. (হে নবী!) মানুষকে হেদায়াত দান করার দায়িত্ব আপনার উপর নেই। হেদায়াত তো আল্লাহ-ই যাকে চান দান করেন। আর দান-খয়রাতে তোমরা যে মাল খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ভালো। তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই খরচ করে থাক। কাজেই তোমরা যা কিছু দান-খয়রাতে খরচ করবে এর পুরোপুরি বদলা তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের হক মোটেই নষ্ট করা হবে না। (সূরা বাকারা-০২ঃ২৭২)

٣. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا أَذًى. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

৩. যারা তাদের মাল আল্লাহর পথে খরচ করে এবং এরপর তা বলে বেড়ায় না ও কষ্ট দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে রয়েছে। তাদের কোন চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই। (সূরা বাকারা-০২ঃ২৬২)

٤. مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ .وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

৪. যারা নিজেদের মাল আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের খরচের উদাহরণ এমন যে, যেমন একটা বীজ বপন করা হলো এবং তা থেকে সাতটা ছড়া বের হলো এবং প্রতিটি ছড়ায় একশ' করে শস্যবীজ হলো। এভাবেই আল্লাহ যার আমলকে চান বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ উদার ও মহাজ্ঞানী। (সূরা বাকারা-০২ঃ২৬১)

٥. وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ. وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

৫. আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে তোমরা খরচ কর। মৃত্যুর সময় সে বলে, 'হে আমার রব! আমাকে কেন আরেকটু সময় দিলে না, তাহলে আমি দান করতাম ও নেক লোকদের মধ্যে শামিল হতাম। অথচ যখন কারো (কাজ করার) সময় পূর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ কখনো কোনো লোককে আর সময় দেন না। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ এর খবর রাখেন। (সূরা মুনাফিকুন: ৬৩ঃ১০-১১)

٦. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

৬. যারা সব অবস্থায়ই নিজেদের মাল খরচ করে-খারাপ অবস্থাই থাকুক আর ভালো অবস্থাই থাকুক; যারা রাগকে দমন করে এবং অপরের দোষ মাফ করে দেয়; এমন নেক লোক আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। (সূরা আল-ইমরান-০৩ঃ১৩৪)

٧. يَاَيُّهَاالَّذِيْن آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَّالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

৭. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ কর, ঐ দিনটি আসার আগে, যেদিন কোনো কেনাবেচা হবে না, কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে না এবং কোনো সুপারিশ চলবে না। আসলে তারাই জালিম, যারা কুফরির নীতি গ্রহণ করে। (সূরা বাকারা-০২ঃ২৫৪)

٨. وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفْقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

৮. তেমনিভাবে কখনও এমন হবে না যে, তারা (আল্লাহর পথে) কম হোক আর বেশি হোক খরচ করবে এবং (সংগ্রামের উদ্দেশ্যে) তারা কোনো উপত্যকা পার হবে, আর তা তাদের নামে লেখা হবে না-যাতে আল্লাহ তাদের এ নেক আমলের বদলা তাদেরকে দান করেন (সূরা তাওবা:০৯:১২১)

আল হাদীস

١. عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهٗ بِسَبْعِ مِأَةِ ضِعْفٍ - (تِرْمِذِيْ: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ)

১. হযরত খুরাইম ইবনে ফাতেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে আল্লাহ তায়ালার পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযী : বাবু মা জা আ ফি ফাদলিন নাফাকাতি ফি সাবিলিল্লাহি, ১৫৫০)

٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ -

(بُخَارِيْ: بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيْحِ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কোন অবস্থার দান ফলাফলের দিক থেকে সর্বোত্তম? রাসূল (সা) বললেন তোমার সুস্থ ও উপার্জনক্ষম অবস্থার দান যখন তোমার দরিদ্র হওয়ার ভয় থাকে এবং

ধনী হওয়ারও আশা থাকে। তুমি সে পর্যন্ত অপেক্ষা করো না যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছবে তখন তুমি বলবে, অমুকের জন্য এটা, তমুকের জন্য এটা, (অথচ ইতোমধ্যে) তা কারো কারো জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। (বুখারী : বাবু ফাদলি সাদাকাতিশ শাহিহ, ১৩৩০)

٣. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِه وَدِيْنَارٌ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى دَا بَّتِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى أَصْحَابِه فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ (مُسْلِمُ: بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوْكِ)

৩. হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন সর্বোত্তম অর্থ হলো তা, যা কোন ব্যক্তি নিজের সন্তান সন্ততি ও পরিবারের জন্য ব্যয় করে। সে অর্থ ও উত্তম যা কোন ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্য ব্যয় করে। আর সে অর্থও উত্তম যা সে জিহাদে অংশগ্রহনকারি স্বীয় সংঙ্গী-সাথীদের জন্য ব্যয় করে। (মুসলিম; বাবু ফাদলিন নাফাকাতি আলাল ইয়ালি ওয়াল মামলুকি, ১৬৬০)

٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক, আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী: বাবু ফাদলিন নাফাকাতি আলাল আহলি ৪৯৩৩)

১৮. মুমিনদের গুনাবলী : صِفَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ

আল কুরআন

١ . اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا. وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ . اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا . لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ.

১. সাচ্চা ঈমানদার তো ঐসব লোক, যাদের দিল আল্লাহর কথা শুনলে কেঁপে ওঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে, যারা নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। এরাই ঐসব লোক, যারা সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে বড় মর্যাদা, গুনাহের ক্ষমা ও উত্তম রিজিক আছে। (সূরা আনফাল, ০৮ঃ২-৪)

٢ . قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (١) اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (٢) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ(٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ (٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُوْنَ (٥) اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ (٦) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ (٧) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ (٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (٩) أُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ (١٠) اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ (١١)

২. অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে। যারা তাদের নামাজে বিনয়ী ও ভীত থাকে। যারা বেহুদা কাজ থেকে দুরে থাকে। যারা যাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়। যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তাদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত দাসিদের কাছে ছাড়া। এদের ব্যাপারে তাদের দোষ ধরা হবে না। অবশ্য যারা এর বাইরে আরো কিছু চায় তারাই সীমা লঙ্ঘনকারী। যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে। যারা তাদের নামাজের হেফাজত করে। এসব লোকই ঐ ওয়ারিশ, যারা ফিরদাউস নামক বেহেশতের উত্তরাধিকারী হবে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা মুমিনূন,২৩ঃ ১-১১)

٣. اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اَلصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ۔

৩. তারা ঐসব লোক, যারা বলেঃ হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুণাহ মাফ কর এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে বাঁচাও। এসব লোক ধৈর্যশিল, সত্যপন্থি, অনুগত, দানশীল ও শেষরাতে আল্লাহর কাছে গুণাহ মাফ চায়। (সূরা আলে ইমরান, ০৩ঃ১৬-১৭)

٤. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

৪. মু'মিনরা তো একে অপরের ভাই। তাই তোমাদের ভাইদের মধ্যে সুসম্পর্ক বহাল করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমাদের উপর দয়া করা হবে। (সূরা হুজুরাত:৪৯ঃ১০)

٥. اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًاوَّالذّٰكِرٰتِ۔ اَعَدَّ

اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

৫. নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদি পুরুষ ও সত্যবাদি নারী, সবরকারি পুরুষ ও সবরকারি নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতকারীনী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারি পুরুষ ও অধিক স্মরণকারি নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও বিরাট পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (সূরা আহ্যাব-৩৩:৩৫)

٦. وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا. (٦٣) وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) اِنَّهَا سَائَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِيْنَ اِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا (٦٩) اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيْمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. (٧١) وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِأَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا

مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا. (٧٤)

৬. রাহমানের (আসল) বান্দাহ তারাই, যারা জমিনের বুকে নম্র হয়ে চলে। আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' দিয়ে (বিদায় করে)।আর যারা তাদের রবের সামনে সিজদায় ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত কাটায়।যারা দু'আ করে, হে আমাদের রব! দোজখের আজাবকে আমাদের নিকট হতে দূরে সরিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর আজাব বড়ই কষ্টদায়ক।নিশ্চয়ই তা আশ্রয়ের জন্যও মন্দ এবং থাকার জন্যও মন্দ জায়গা। যারা যখন খরচ করে তখন বেহুদা খরচ করে না এবং কৃপণতাও করে না। বরং তাদের খরচ দুটো চূড়ান্ত সীমার মাঝামাঝি থাকে। যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহর হারাম করা কোনো জীবনকে অকারণে হত্যা করে না। আর যিনাও করে না। এসব কাজ যে কেউ করে, সে তার গুনাহের বদলা পাবে।কিয়ামতের দিন তার জন্য আজাব বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং সেখানেই সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল পড়ে থাকবে। তা থেকে তারাই বেঁচে থাকবে, যারা (গুণাহের পর) তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। আল্লাহ এসব লোকের মন্দ কাজগুলোকে ভালো কাজ দিয়ে বদলে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। যে তাওবা করে ও নেক আমল করে সে তো আল্লাহর দিকে তেমনিভাবে ফিরে আসে, যেমনভাবে আসা উচিত। (রাহমানের বান্দাহ তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। যখন তারা কোনো বাজে জিনিসের পাশ দিয়ে যায় তখন ভদ্র লোকের মতোই চলে যায়।যাদেরকে যখন তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে নসিহত করা হয় তখন তারা এর প্রতি অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে না।যারা দু'আ করতে থাকে– হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে এমন বানাও, যেন আমাদের চোখ জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের মধ্যে অগ্রগামী কর। (সূরা ফুরকান, ২৫ঃ৬৩-৭৪)

٧. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔ أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ۔

৭. তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, এরপর এতে কোনো সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল

দিয়ে জিহাদ করেছে। এরাই সাচ্চা লোক। (সূরা হুজুরাত -৪৯:১৫)

٨. اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ۔

৮. আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে কোনো শক্তি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে! কাজেই যারা সাচ্চা মুমিন তাদেরকে আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (সূরা আলে ইমরান: ০৩: ১৬০)

٩. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ۔

৯. অবশ্য মুমিনদের সবারই (এক সাথে) বের হওয়া জরুরি ছিল না। কিন্তু এটুকু কেন হলো না যে, তাদের প্রতি এলাকা থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসত, তারা দীন সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান হাসিল করত এবং ফিরে এসে তাদের এলাকার লোকদেরকে সাবধান করত, যাতে তারা (অমুসলিমদের মতো আচরণ করা থেকে) বিরত থাকতে পারত। (সূরা তাওবা-০৯: ১২২)

١٠. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِذَا اسْتَأْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ۔اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

১০. আসলেই মুমিনতো তারা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে দিল থেকে মানে। আর যখন কোনো সামষ্টিক ব্যাপারে তারা রাসূলের সাথে থাকে তখন তাঁর অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। (হে নবী!) যারা আপনার কাছে অনুমতি চায় তারা অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানে। সুতরাং যখন তাদের কোনো কাজের কারণে আপনার কাছে অনুমতি চায়, তখন আপনি যাকে ইচ্ছা

তাকে অনুমতি দেবেন এবং এমন লোকদের পক্ষে আল্লাহর নিকট মাফ চাইবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা নূর- ২৪ঃ৬২)

١١. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

১১. মুমিনদের কাজই হচ্ছে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা করেন, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। এ ধরণের লোকেরাই সফলকাম হবে। (সূরা নূর: ২৪ঃ৫১)

আল হাদীস

١. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعَىٰ لَهٗ سَائِرُ جَسَدِهٖ بِا لسَّهْرِ وَالْحُمّٰى - (بُخَارِىْ: بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ)

১. হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা মুমিনদের পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে, দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অংগগুলোও জ্বর ও নিদ্রাহীনতা সহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে।(বুখারী; বাবু রাহমাতিন নাছি ওয়াল বাহায়িমি, ৫৫৫২)

٢. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُوْنَ كَرُجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ شْتَكٰى عَيْنُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ وَاِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ-(مُسْلِمٌ: بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعَاطُفِهِمْ)

২. হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সকল মুসলমান একই ব্যক্তি সত্তার মত। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যাথা

হয়, তখনও গোটা শরীরই তা অনুভব করে। (মুসলিমঃ বাবু তারাহুমিল মুমিনীনা ওয়া তায়াতুফি হিম, ৪৬৮৭)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ , وَلَا يُؤْلَفُ ـ (مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ ـ بَابُ السَّلَامِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি ভালোবাসা ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই , যে কাউকে ভালোবাসেনা এবং কারো ভালাবাসা পায় না। (মিশকাতুল মাসাবীহঃ বাবুস সালাম, ৪৯৯৫)

১৯. তাকওয়া : اَلتَّقْوٰى

আল কুরআন

١. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ـ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

১. হে মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কাওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পার। আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকি। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত-৪৯ঃ১৩)

٢. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে তেমনি ভয় কর, যেমন ভয় করা উচিত। আর মুসলিম অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১০২)

٣. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল! প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত যে, সে আগামী দিনের জন্য কী ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহকে আরো ভয় করে চল। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সব আমলের খবর রাখেন। (সূরা হাশর -৫৯ঃ১৮)

٤. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা তাকওয়ার জীবনযাপন করে এবং যারা ইহসানের সাথে আমল করে। (সূরা নাহ্‌ল-১৬ঃ১২৮)

٥. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ۔ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

৫. তাই তোমরা যতটা সাধ্য আছে আল্লাহকে ভয় করে চল, শোন ও আনুগত্য কর এবং (মাল) খরচ কর। এটা তোমাদের জন্যই ভালো। যারা মনের সঙ্কীর্ণতা থেকে বেঁচে আছে তারাই সফলকাম। (সূরা তাগাবুন: ৬৪:১৬)

٦. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

৬. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর নামে দেওয়া কোনো আলামতের অসম্মান করো না। কোনো হারাম মাসকে হালাল করে নিও না। কুরবানির পশুর উপর হাত তুলবে না। ঐসব পশুর উপরও হাত তুলবে না, যাদের গলায় আল্লাহর নামে দান করা চিহ্ন হিসেবে পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে। ঐসব লোককে বিরক্ত করো না, যারা তাদের রবের দয়া ও সন্তুষ্টির তালাশে সম্মানিত (কাবা) ঘরের দিকে যাচ্ছে। অবশ্য ইহরাম অবস্থা শেষ হয়ে গেলে তোমরা শিকার করতে পার। আর দেখ, একদল লোক, যারা তোমাদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, সে কারণে তোমাদের রাগ যেন তোমাদেরকে এতটা খেপিয়ে না দেয় যে, তোমরাও তাদের প্রতি সীমালঙ্ঘন করে বস। নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা কর। গুনাহের কাজ ও বাড়াবাড়ির কাজে একে অপরকে সাহায্য করোনা। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠোর। (সূরা মায়েদা:০৫:২)

٧. فَاِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ- وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ

اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. (٣)

৭. তারপর যখন তারা তাদের (ইদ্দতের) শেষ সময়ে পৌঁছে, তখন হয় তাদেরকে ভালোভাবে (বিবাহ বন্ধনে) আবদ্ধ রাখ; আর না হয় ভালোভাবেই তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও এবং এমন দুজন লোককে সাক্ষী রাখ, যারা তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করার যোগ্য। (হে সাক্ষীগণ!) আল্লাহর ওয়াস্তে ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দেবে। যারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তাদের জন্যই এসব কথা উপদেশ হিসেবে বলা হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য (অসুবিধা থেকে) বের হয়ে আসার কোনো উপায় করে দেবেন এবং এমন জায়গা থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করেনি। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই পুরা করে থাকেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্যই তাকদির ঠিক করে রেখেছেন। (সূরা তালাক, ৬৫ঃ ২-৩)

٨. وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ

أَشْهُرٍ وَّاللَّائِىْ لَمْ يَحِضْنَ- وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ

حَمْلَهُنَّ- وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا-

৮. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে তাদের (ইদ্দত) সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে গিয়ে থাক তাহলে (জেনে নাও) তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস। আর এখনো যাদের হায়েজ শুরু হয়নি তাদের জন্যও একই হুকুম। গর্ভবতী মেয়েদের ইদ্দতের সীমা প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে চলে, তার বিষয় তিনি সহজ করে দেন। (সূরা তালাক-৬৫ঃ৪)

٩. ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ

أَجْرًا.

৯. এটাই আল্লাহর হুকুম, যা তিনি তোমাদের উপর নাজিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ বিলোপ করে দেবেন। (তা ছাড়া) তাকে বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (সূরা তালাক-৬৫ঃ৫)

١٠. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

১০. যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম। (সূরা নূর-২৪ঃ৫২)

١١. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُم كُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ـ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا اِلٰى أَجَلٍ قَرِيْبٍ ـ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَّالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَاتُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ـ

১১. তোমরা কি ঐ লোকদের দেখেছ যাদের বলা হয়েছিল, তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখ, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর? এখন যখন তাদেরকে লড়াই করার হুকুম করা হলো, তখন তাদের এক দলের অবস্থা এমন হয়েছে যে, তারা মানুষকে এতটা ভয় করছে, যতটা আল্লাহকে ভয় করা উচিত অথবা এর চেয়েও বেশি (ভয় করছে)। আর তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের যুদ্ধ করার হুকুম কেন দিলেন? আমাদের আরো কিছু সময় কেন দেয়া হলো না? (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, দুনিয়ার জীবিকা সামান্য। মুত্তাকি লোকের জন্য আখিরাতই উত্তম। তোমাদের উপর সামান্য জুলুমও করা হবে না। (সূরা নিসা-০৪ঃ৭৭)

আল হাদীস

١. عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَن يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِه

حَـذَرًا لِـمَـا بِـهِ الْبَـأْسُ ـ (تِرْمِذِىْ : بَـابُ مَـا جَـاءَ فِى صِفَةِ أَوَانِىْ الْحَوْضِ)

১. হযরত আতিয়া আসসা'দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে গুনাহর আশঙ্কায় গুনাহ নেই এমন কাজও ছেড়ে দেবে। (তিরমিযী : বাবু মা জা আ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাউদ, ২৩৭৫)

٢. عَـنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَـالَ يَـا عَـائِشَةُ اِيَّـاكِ وَمُـحَـقَّرَاتِ الـذُّنُـوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا ـ (اَلسِّلْسِلَةُ الصَّحِيْحَةُ لِلْاَلْبَانِىْ)

২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেছেন, হে আয়েশা ছোট-খাট গুনাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও, কেননা এর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে । (সিলসিলাতুস সহীহা লিল আলবানী, ২৭৩১)

٣. عَـنْ أَبِـىْ هُـرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَـنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْـعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا اَلْمُسْلِمُ أَخُوْالْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَـخْـذُلُـهُ وَلَا يَـحْـقِـرُهُ اَلتَّـقْـوٰى هَـاهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِـحَسْـبِ امْـرِءٍ مِـنَ الشَّـرِّ أَنْ يَـحْـقِـرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْـمُسْـلِـمِ حَـرَامٌ دَمُـهٗ وَمَـالُـهٗ وَعِـرْضُـهٗ ـ (مُسْـلِـمٌ: بَابُ تَحْرِيْمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন , তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না , দালালি করো না,

ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। কেউ কারও উপর ক্রয়-বিক্রয় করো না। আল্লাহর বান্দাগন ভাই ভাই হয়ে থাকো। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তাকে জুলম করতে পারে না, অপমান অপদস্ত করতে পারে না, এবং তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে না। তাকওয়া এখানে এ কথাটি তিনি তিনবার বলে নিজের বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কোন ব্যক্তি খারাপ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রত্যেক মুসলিমের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য সব মুসলিমের জন্য হারাম। (মুসলিম: বাবু তাহরিমি যুলমিল মুসলিম, ৪৬৫০)

٤. عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يَرِيبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيْنَةٌ وَاِنَّ الْكِذْبَ رِيْبَةٌ۔ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَاجَاءَ فِى صِفَةِ أَوَانِى الْحَوْضِ)

৪. হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) থেকে এ কথা মুখস্ত করে নিয়েছি যে, সন্দেহযুক্ত বিষয়টি বাদ দিয়ে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর। কেননা সত্যতাই প্রশান্তির বাহন এবং মিথ্যাচার সন্দেহ সংশয়ের উৎস। (তিরমিযী: বাবু মাজাআ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাওদ, ২৪৪২)

٥. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ فَاِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ اَكْثَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ وَأَكْثَرِ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ وَبَيَانِ الْفِتْنَةِ بِالنِّسَاءِ)

৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্ট ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে দুনিয়ায় তার প্রতিনিধি করেছেন, যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ কর। কাজেই

তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের (ফিতনা থেকে)ও সতর্ক থাক। কারণ বনী ইসরাইলের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। (মুসলিম : বাবু আকছারি আহলিল জান্নাতি আল ফুকারা-৪৯২৫)

٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ أَللّٰهُمَّ اِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عُمِلَ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ يُعْمَلْ)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা চাই। (মুসলিমঃ বাবুত তায়াউযি মিন শাররি মা উমিলা ওয়া মিন শাররি মা লাম ইউমালঃ ৪৮৯৫)

২০. পর্দা: اَلْحِجَابُ

আল কুরআন

١. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ-ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ-اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

১. (হে নবী!) মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, যেন তারা নিজেদের চোখ নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র নিয়ম। তারা যা কিছু করে আল্লাহ এর খবর রাখেন। (সূরা নূর-২৪ঃ৩০)

٢. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى أَهْلِهَا -ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

২. হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদেরকে সালাম পাঠানো ছাড়া কখনও ঢুকবে না। এ নিয়ম তোমাদের জন্যই ভালো। আশা করা যায় যে, তোমরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে। (সূরা নূর-২৪ঃ ২৭)

٣. وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

৩. যখন তোমাদের সন্তানরা সাবালক হয়ে যায় তখন তারা অবশ্যই যেন তেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে আসে, যেমনিভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে এসে থাকে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী। (সূরা নূর-২৪ঃ ৫৯)

٤. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ- ذٰلِكَ أَدْنٰى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

৪. হে নবী! আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমিনদের মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের এক অংশ তাদের উপর ঝুলিয়ে দেয় । এটা বেশি সঠিক নিয়ম, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা আহ্‌যাব-৩৩ঃ৫৯)

٥. يَـا أَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ آمَـنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَـعَـامٍ غَيْـرَ نَـاظِـرِيْـنَ اِنَـاهُ وَلٰـكِـنْ اِذَا دُعِيْتُـمْ فَـادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَـانْتَشِـرُوْا وَلَا مُسْتَـاْنِسِيْـنَ لِـحَـدِيْـثٍ. اِنَّ ذٰلِـكُمْ كَـانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِىْ مِنْكُمْ .وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ. وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَـاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ. ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ .وَمَا كَانَ لَـكُـمْ أَنْ تُـؤْذُوْا رَسُـوْلَ الـلّٰهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوْا أَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ أَبَدًا .اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا.

৫. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবীর ঘরে অনুমতি ছাড়া ঢুকে পড়বে না। আর (ঘরে এলে) খাওয়ার সময়ের জন্য বসে থেক না। যদি তোমাদেরকে খাবার জন্য দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই আসবে। কিন্তু তোমাদের খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাবে। কথাবার্তায় লেগে থেক না। তোমাদের এসব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না। আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের মনের পবিত্রতার জন্য বেশি ভালো। তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়েজ নয় এবং তার পরে কখনো তার স্ত্রীগণকে বিয়ে করা জায়েয নয়। এটা আল্লাহর নিকট মস্তবড় গুনাহ। (সূরা আহ্‌যাব-৩৩ঃ৫৩)

سهٌ ٦. يَـا نِسَـآءَ الـنَّبِـيِّ لَسْتُـنَّ كَـاَحَـدٍ مِّنَ النِّسَـآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِـالْـقَـوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا. (٣٢) وَقَرْنَ

فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ۔ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا. (٣٣)

৬. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ মহিলাদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাক তাহলে কোমল আওয়াজে কথা বল না, যাতে রোগগ্রস্ত দিলের মানুষ লোভে পড়ে যায়; বরং সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে কথা বল। তোমরা তোমাদের ঘরে শান্তিতে বসবাস কর এবং আগের জাহেলী যুগের মতো সাজ-সজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না। নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ তো এটাই চান, তোমাদের নবীপরিবার থেকে ময়লা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দেবেন। (সূরা আহ্যাব,৩৩ঃ৩২-৩৩)

٧. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ـ

৭. আর যারা (সফল মু'মিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সূরা মুমিনূন:২৩ঃ৫)।

٨. يَابَنِىْ اٰدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۔ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ۔

৮. হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের প্রতি পোশাক নাজিল করেছি, যাতে তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থান ঢাকা যায় এবং শরীরের হেফাযত ও সাজ-সজ্জা হয়। আর তাকওয়ার পোশাকই সবচেয়ে ভালো। এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। হয়তো লোকেরা এ থেকে উপদেশ নেবে। (সূরা আ'রাফ-০৭ঃ২৬)

আল হাদীস

١. عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اِصْرِفْ بَصَرَكَ ـ (اَبُوْ دَاوُدَ: بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهٖ مِنْ غَضِّ

الْبَصَرِ)

১. হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ যদি কোন মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ে তাহলে কী করতে হবে? তিনি আমাকে বললেন (কাল বিলম্ব না করেই) তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। (আবু দাউদ: বাবু মা ইউমার' বিহি মিন গাদ্দিল বাছার, ১৮৩৬)

٢. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَ النَّظْرَ فَإِنَّ الْاُوْلٰى لَكَ وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِيْرَةُ ـ (اَحْمَدْ: مُسْنَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)

২. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, (অপরিচিত নারীর প্রতি) একবার দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার, পরবর্তী দৃষ্টি তোমার নয়। (মুসনাদে আহমদ: মুসনাদে আলী (রা), ১২৯৮)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ـ (تِرْمِذِيْ: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। যখন সে (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে তখন শয়তান তাকে সু-সজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযী: বাবু মা জা'আ ফি কারাহিয়াতিদ দুখুলি আলাল মুগিবাতি, ১০৯৩)

٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُوْنَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَيْسَ هُوَأَعْمٰى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمْيَا وَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ۔ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى احْتِجَابِ النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ)

৪. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি এবং হযরত মায়মুনা (রা) রাসূল (সা) এর নিকটে ছিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকটেথাকা অবস্থায় হঠাৎ সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) এসে প্রবেশ করলেন। এটি পর্দার বিধান নাজিল পরবর্তী ঘটনা, তখন রাসূল (স) আমাদেরকে বললেন, তোমরা উভয়ে লোকটি থেকে পর্দা কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা) লোকটি তো অন্ধ, সে আমাদেরকে দেখেও না, চিনেও না। তখন রাসূলল্লাহ (স) বললেন, তোমরা দুজনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? (তিরমিযী; বাবু মা জা'আ ফী ইহতিজাবিন নিসায়ি মিনার রিজাল, ২৭০২)

২১.আনুগত্য : اَلْاِطَاعَةُ

আল কুরআন

١. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۔فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ۔ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا۔

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! (যদি তোমরা সত্যি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক তাহলে) আল্লাহকে মেনে চল এবং রাসূলকে মেনে চল। আর তোমাদের মধ্যে যাদের হুকুম দেয়ার অধিকার আছে তাদেরকেও (মানো)। তারপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তাআল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং শেষ ফলের দিক দিয়েও এটাই ভালো। (সূরা নিসা:০৪ঃ ৫৯)

٢. يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوااللّٰهَ وَاَطِيْعُواالرَّسُوْلَ وَلَاتُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ۔

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ ও রাসূলের কথামতো চল। আর নিজেদের আমল নষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ঃ৩৩)

٣. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ۔وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا.

৩. যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে তারা ঐসব লোকের সাথেই থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। তাঁরা হলেন– নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহ (নেক) লোকগণ। তাঁরা কতই না ভালো সাথী। (সূরা নিসা-০৪ঃ৬৯)

٤. مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا۔

৪. যে রাসূলকে মেনে চলে, সে আসলে আল্লাহকেই মেনে চলেছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (হে রাসূল!) আমি তো আপনাকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি। (সূরা নিসা-০৪:৮০)

٥. قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ.

৫. আপনি বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলেরও আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখ, রাসূলের উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, এর জন্য তিনিই দায়ী, আর তোমাদের উপর যা ফরজ করা হয়েছে এর জন্য তোমরাই দায়ী। যদি তোমরা তাঁকে মেনে চল তাহলে তোমরাই হেদায়াত পাবে। তা না হলে তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে আল্লাহর হুকুম পৌঁছিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব রাসূলের উপর নেই। (সূরা নূর -২৪:৫৪)

٦. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

৬. যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম। (সূরা নূর -২৪:৫২)

٧. وَأَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

৭. আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমাদের উপর রহমত করা হবে! (সূরা আলে ইমরান: ০৩:১৩২)

٨. تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ.

৮. এসব আল্লাহর সীমা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলবে তাকে আল্লাহ এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনা বইতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আর এটাই বড় সফলতা। (সূরা নিসা-০৪:১৩)

٩. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَادُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ـ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۔

৯. নিশ্চয়ই মুমিনদের কথা এমন যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মোকাদ্দমার ফায়সালা করে দেন, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। এরাই ঐসব লোক, যারা সফলকাম হবে। (সূরা নূর-২৪:৫১)

١٠. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

১০. মরুবাসীরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি। (হে রাসূল!) আপনি বলুন যে, তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বল যে, আমরা অনুগত হয়েছি। তোমাদের অন্তরে এখনো ঈমান ঢোকেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চল, তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমলের বদলা কম দেবেন না। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা হুজুরাত-৪৯:১৪)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْاِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً , مُسْلِمْ: بَابُ وَجُوْبِ طَاعَةِ الْاُمَرَاءِ فِىْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيْمِهَا فِى الْمَعْصِيَةِ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলছেন,

দায়িত্বশীল যে পর্যন্ত কোন পাপ কাজের আদেশ না করবে, সে পর্যন্ত তার আদেশ শুনা ও মেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক বা নাই হোক। তবে সে যদি কোন পাপ কাজের আদেশ করে, তখন তার কথা শুনা বা আনুগত্য করার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী: বাবুস সাময়ি ওয়াত তায়াতি লিল ইমামি ...., ৬৬১১; মুসলিমঃ বাবু উজুবি তায়াতিল উমারা, ৩৪২৩)

٢. عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوْهَا فَأَرَادُوْا اَنْ يَدْخُلُوْهَا وَقَالَ اٰخَرُوْنَ اِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِيْنَ اَرَادُوْا أَن يَدْخُلُوْهَا لَوْ دَخَلُوْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْاٰخَرِيْنَ لَا طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ - (بُخَارِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ اِجَازَةِ خَبْرِ الْوَاحِدِ)

২. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) একটি সেনা দল পাঠালেন এবং তাদের উপর একজন দায়িত্বশীল নিযুক্ত করলেন। অতঃপর (দায়িত্বশীল) আগুন জ্বালিয়ে তাতে ঝাঁপ দেয়ার জন্য সবাইকে নির্দেশ দিল। তারা কয়েকজন তাতে ঝাঁপ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করল, অপর কয়েকজন বলল, আমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে এসেছি (ইসলাম গ্রহণ করেছি)। অতঃপর তারা বিষয়টি রাসূল (সা) এর নিকট উল্লেখ করলেন। যারা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সে আগুনেই থাকত। অবশিষ্টদেরকে রাসূল (সা) বললেন, অন্যায় কাজের কোন আনুগত্য নেই, কেবল ভালো কাজেই আনুগত্য করা যাবে। (বুখারী: বাবু মাজা'আ ফী ইজাযাতি খবরিল ওয়াহিদি, ৬৭১৬)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ

يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ وَاِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهٖ وَيُتَّقٰى بِهٖ فَاِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدَلَ فَاِنَّ لَهُ بِذٰلِكَ أَجْرًا وَاِنْ قَالَ بِغَيْرِهٖ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الْاِمَامِ وَيُتَّقٰى بِهٖ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। যে আমার অবাধ্য হল, সে আল্লাহরই অবাধ্য হল। যে আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের আদেশ অমান্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। আর নেতা হচ্ছে ঢালস্বরূপ তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয়, এবং তার মাধ্যমেই (শত্রু বাহিনী থেকে) রক্ষা পাওয়া যায়। যদি সে আল্লাহভীতি তথা তাকওয়ার আদেশ দেয় এবং ইনসাফ কায়েম করে, তবে নিশ্চয়ই সে তার প্রতিদান পাবে। আর যদি সে এর বিপরীত করে তাহলে এর দায়ভার তার উপরেই বর্তাবে। (বুখারী : বাবু ইউক্বাতালু মিন ওয়ারায়িল ইমামি .., ২৭৩৭)

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (مُسْلِمٌ: بَابُ وُجُوْبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে তার হাতকে খুলে ফেলল, কিয়ামতের দিনে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে যে, তার বলার কিছু থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম ঃ বাবু উযুবি মুলাযামাতি জামায়াতিল মুসলিমীন, ৩৪৪১)

٥. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلٰى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلٰى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ - (مُسْلِمٌ: بَابُ وُجُوْبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ)

৫. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসুল (সা) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে এবং এটা সচ্ছলতা অসচ্ছলতা, আগ্রহ, অনাগ্রহ এবং নিজের তুলনায় অন্যকে প্রাধান্য দেয়া সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। আমরা আরো বাইয়াত গ্রহণ করেছি এ মর্মে যে, আমরা কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হব না এবং সর্বাবস্থায় সত্যের উপর অটল থাকব। এ ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবো না। (মুসলিম ঃ বাবু উযুবি তায়াতিল উমারা, ৩৪২৬)

٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْ أَمِيْرِهٖ شَيْئًا يَكْرَهُهٗ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَاِنَّهٗ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ اِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দায়িত্বশীল থেকে এমন বিষয় দেখে, যা সে অপছন্দ করে তখন সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।(বুখারী: বাবু কাওলিন নাবিয়্যি 'ছা-তারওনা বা'দি উমূরান তুনকিরুনাহা, ৬৫৩১)

٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا

اسْتَطَعْتُمْ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الْاِمَامُ النَّاسَ)

৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর বাইয়াত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন, তোমরা সাধ্যমত আনুগত্য করবে। (বুখারী: বাবু কাইফা ইউবায়িয়ুল ইমামুন নাসা, ৬৬৬২)

٨. عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ اِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِىْ اِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا فَاِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْاَنِفِ حَيْثُمَا قِيْدَ انْقَادَ ـ (اِبْنُ مَاجَة : بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ)

৮. হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে এক (হৃদয়গ্রাহী) বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এতে চক্ষুগুলো অশ্রু প্রবাহিত করেছে আর অন্তরগুলো কেঁপে উঠেছে। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (আমাদের মনে হচ্ছে) এটা বিদায়ী নসিহত! আমাদের থেকে আপনি কী প্রতিশ্রুতি কামনা করেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এমন শুভ্রতার উপর রেখে যাচ্ছি যার রাত্রি দিনের মতই স্বচ্ছ। আমার পরে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিছাড়া আর কেউ এ থেকে বিচ্যুত হবে না। তোমাদের মধ্য থেকে যে জীবিত থাকবে সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের দায়িত্ব হবে আমার এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা, তোমরা দাঁত দিয়ে তা কামড়িয়ে ধরবে (এ আদর্শের উপর অটল থাকবে)। আর তোমাদের উচিত নেতার আনুগত্য করা যদিও সে

হাবশী গোলাম হয়। কেননা মুমিন হচ্ছে লাগাম লাগানো উটের মত, যেখানেই তাকে বাঁধা হয়, সেখানেই বশীভূত হয়। (ইবনে মাজাহ : বাবু ইত্তিবায়ি সুন্নাতিল খুলাফায়ির রাশিদীনাল মাহদিয়্যীন, ৪৩)

٩. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِىْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِىْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيْمِهَا فِى الْمَعْصِيَةِ)

৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সুদিনে ও দুর্দিনে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে এবং তোমার অধিকার খর্ব হওয়ার ক্ষেত্রেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার জন্য অপরিহার্য। (মুসলিমঃ বাবু উযুবি তায়াতিল উমারা ফী গাইরি মা'সিয়াতিন ..,..৩৪১৯)

২২. পরামর্শ : اَلشُّوْرٰى

আল কুরআন

١. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ - فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

১. হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দু'আ করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মজবুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে। (সূরা আলে ইমরান -০৩:১৫৯)

٢. وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

২. আর যারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে ও নামাজ কায়েম করে নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায় এবং তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (সূরা শুরা-৪২:৩৮)

٣. لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ - وَمَن يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا-

৩. তাদের বেশির ভাগ গোপন শলা-পরামর্শেই কোনো মঙ্গল থাকে না। অবশ্য যদি কেউ গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্য আদেশ করে, অথবা কোনো নেক কাজ অথবা জনগণের মধ্যে সংশোধনমূলক কাজের তাকিদ দেয়

(তাহলে তা ভালোই)। আর কেউ যদি এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে তাহলে তাকে আমি বিরাট প্রতিদান দেবো। (সূরা নিসা-০৪ঃ১১৪)

٤. وَالْـوَالِـدَاتُ يُـرْضِـعْـنَ أَوْلَادَهُـنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الـرَّضَـاعَةَ- وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -لَا تُكَلَّفُ نَـفْـسٌ اِلَّا وُسْـعَهَـا- لَا تُـضَـارَّ وَالِـدَةٌ بِـوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهٖ -وَعَلَى الْـوَارِثِ مِثْـلُ ذٰلِكَ- فَـاِنْ أَرَادَ فِـصَـالًا عَـنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا -وَاِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَـلَّـمْتُـمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-

৪. যে বাপ চায়, তার সন্তান দুধ পান করার পুরো সময় দুধ পান করবে, তখন মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পুরো দু'বছর দুধ পান করাবে। এ অবস্থায় সন্তানের পিতাকে বিধিমতো মায়েদের খাওয়া পরা দিতে হবে। অবশ্য কারো উপর তার ক্ষমতার বেশি বোঝা চাপানো ঠিক নয়। কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া উচিত নয়, আর কোনো পিতাকেও তার সন্তানের জন্য বেশি চাপ দেয়া উচিত নয়। দুধ দানকারিণী মায়ের এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার উপর আছে, তেমনি পিতার ওয়ারিশের উপরও রয়েছে। কিন্তু উভয়পক্ষ যদি আপসে রাজি হয় এবং পরামর্শ করে দুধ ছাড়াতে চায় তবে এতে কোনো দোষ নেই। আর যদি তোমরা নিজেদের সন্তানকে অন্য মেয়েলোকের দুধ খাওয়াতে চাও তাহলে এতেও কোনো দোষ নেই, যদি এর জন্য যে বিনিময় তোমরা ঠিক কর তা বিধিমতো আদায় কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, যা কিছু তোমরা কর তা আল্লাহ দেখতে পান। (সূরা বাকারা-০২ঃ২৩৩)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ

أُمَرَائُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَائَكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَائَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا۔

(تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ، ضَعَّفَهُ الْاَلْبَانِىْ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভালো মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরিভাগ নিচের ভাগ হতে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে, তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযী: বাবু মা জা'আ ফিন নাহি আন সাব্বির রিয়াহি, ২১৯২, আলবানী একে দুর্বল বলেছেন)

٢. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيْرُوْنَ عَلَيَّ فِىْ قَوْمٍ يَسُبُّوْنَ أَهْلِىْ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِم مِنْ سُوْءٍ قَطُّ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ﴾

২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পরে তিনি বললেন, যারা আমার পরিবারের কুৎসা করে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্পর্কে আমার প্রতি তোমাদের কী পরামর্শ আছে? আমি কখনও তাদের মধ্যে কোনরূপ মন্দ কিছু দেখি নাই। (বুখারী: বাবু ক্বাওলিল্লাহি তায়ালা "ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম" ৬৮২২)

২৩. ইহতেসাব: اَلْاِحْتِسَابُ

আল কুরআন

١. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

১. লোকদের হিসাব-নিকাশের সময় খুব কাছে এসে গেছে। অথচ তারা গাফিলতির মধ্যে পড়ে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। (সূরা আম্বিয়া-২১:১)

٢. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

২. আল্লাহর যদি এটাই ইচ্ছা হতো (যে, তোমাদের মধ্যে কোনো রকম মতভেদ না হোক) তাহলে তোমাদেরকে তিনি একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু যাকে ইচ্ছা তিনি গোমরাহ করেন, আর যাকে ইচছা হোদায়াত দেন। আর অবশ্যই তোমাদের সব আমল সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা নাহ্ল -১৬:৯৩)

٣. وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُوْنَ

৩. আসলে সত্য হলো, এ কিতাব আপনার ও আপনার কাওমের জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয় এবং এ জন্য তোমাদেরকে শিগ্গিরই জবাবদিহি করতে হবে। (সূরা যুখরুফ-৪৩:৪৪)

٤. اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ . ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ-

৪. এদেরকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। এরপর তাদের হিসাব নেয়া আমারই দায়িত্ব। (সূরা গাশিয়া, ৮৮:২৫-২৬)

٥. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ-

৫. তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামত সম্বন্ধে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা তাকাসুর-১০২:৮)

٦. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ-

৬. সুতরাং যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে অবশ্যই আমি জিজ্ঞাসাবাদ করব। পয়গাম্বরদেরকেও আমি জিজ্ঞেস করব (যে, আমার বাণী

পৌঁছানোর দায়িত্ব তারা কতটুকু পালন করেছেন এবং তারা এর কতটুকু সাড়া পেয়েছেন)। (সূরা আরাফ-০৭:৬)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ فِىْ أَهْلِهٖ رَاعٍ وهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖوَالْمَرْئَةُ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِىْ مَالِ سَيِّدِهٖ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ قَالَ فَسَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَحْسِبُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِىْ مَالِ اَبِيْهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ الْعَبْدِ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهٖ وَلَا يَعْمَلُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।স্ত্রী স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর চাকর তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ কারী। সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইবনে ওমর (রা) বলেন আমি একথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি। আমার ধারণা হচ্ছে তিনি একথাও বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার পিতার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী: বাবুল আবদে রায়িন ফী মালি সায়্যিদিহি....,২২৩২)

২৪. সবর : اَلصَّبْرُ

আল কুরআন

١. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! সবর ও নামাজ থেকে সাহায্য লও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা সবর করে।
(সূরা বাকারা-০২ঃ১৫৩)

٢. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! সবর কর, বাতিলপন্থিদের বিরুদ্ধে মজবুতী দেখাও, হকের খিদমতের জন্য তৈরি থাক এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ২০০)

٣. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا -

৩. তাই ও (হে রাসূল), আপনি ভদ্রভাবে সবর করুন। (সূরা মাআরিজ-৭০ঃ৫)

٤. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ-

৪. ধৈর্যের সাথে কাজ করতে থাক। তোমার এ সবর আল্লাহরই তাওফিকের ফল। তাদের কার্যকলাপে দুঃখবোধ করো না এবং তারা যত চালবাজি করছে তাতে মন ছোট করো না। (সূরা নাহ্‌ল -১৬ঃ১২৭)

٥. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا

الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ-

৫. অতএব (হে রাসূল!) আপনি সবর করুন, যেমন সাহসী রাসূলগণ সবর করেছেন। তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। যখন ঐ জিনিস দেখতে পাবে, যে বিষয়ে তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে– তখন তাদের এমন মনে হবে, যেন তারা দুনিয়ায় দিনের একটি মাত্র ক্ষণের বেশি ছিল না। কথা পৌঁছে দেয়া হলো। নাফরমান লোক ছাড়া কি আর কেউ ধ্বংস হবে ? (সূরা আহ্কাফ-৪৬:৩৫)

٦. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَأُوْذُوْا حَتّٰى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَائَكَ مِنْ نَّبَإِ الْمُرْسَلِيْنَ-

৬. আপনার আগেও বহু রাসূলকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে আমার সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা সবর করেছেন। আল্লাহর বিধি-বিধান বদলে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। পূর্ববর্তী নবীদের যা কিছু হয়েছে তার খবর তো আপনার কাছে পৌঁছেছেই। (সূরা আন'আম-০৬:৩৪)

٧. يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِن يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِأَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّئَةٌ يَّغْلِبُوْا أَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ-

৭. হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিন। যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল লোক থাকে তাহলে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হবে এবং যদি এমন একশ' লোক থাকে তাহলে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ ওরা এমন লোক, যাদের বোধশক্তি নেই। (সূরা আনফাল- ০৮:৬৫)

٨. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَاتَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ-

৮. অতএব আপনার রবের হুকুম আসা পর্যন্ত সবর করুন এবং মাছওয়ালার (ইউনুস [আ]) এর মতো হবেন না, যখন তিনি চিন্তিত অবস্থায় কাতরভাবে

ডেকেছিলেন। (সূরা কালাম-৬৮:৪৮)

٩. وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا -

৯. এসব মিথ্যা সাব্যস্তকারী বিলাসী লোকদেরকে (সামলানোর কাজটি) আমার উপরই ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে অল্প কিছু সময় এ অবস্থায়ই থাকতে দিন। (সূরা মুয্যাম্মিল-৭৩: ১১)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ - (بُخَارِىْ: بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ, مُسْلِمْ: بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোককে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় সে বাহাদুর নয়, বরং প্রকৃত বাহাদুর তো সেই যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বুখারী: বাবুল হাযারি মিনাল গাদাবি, ৫৬৪৯; মুসলিম বাবু ফাদলি মান ইয়ামলিকু নাফসাহু ইনদাল গাদাবি..., ৪৭২৩)

٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ)

২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন দীনের উপর অবিচল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হবে হাতে জ্বলন্ত কয়লা ধারণকারী ব্যক্তির মত। (তিরমিযী: বাবু মাজা আ ফিন নাহয়ি আন সাব্বির রিয়াহ, ২১৮৬)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَوْصِنِيْ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ ـ (بُخَارِيْ: بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ)

৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সা) কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি (রাসূল) বললেন, রাগ করো না। সে ব্যক্তি বারবার একই কথা বলতে থাকল আর নবী (সা) ও প্রতিবার বলেন, রাগ করো না। (বুখারী: বাবুল হাযারে মিনাল গাদবি : ৫৬৫১)

٤. عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ أَنَّ أَمْرَهٗ كُلَّهٗ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهٗ وَاِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهٗ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ الْمُؤْمِنِ أَمْرُهٗ كُلُّهٗ خَيْرٌ)

৪. হযরত সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মু'মিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক।তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপার এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে। তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কিছু হলে সে ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর। (মুসলিম : বাবুল মুমিনি আমরুহু কুল্লুহ খাইর, ৫৩১৮)

٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ (اَحْمَدْ: مُسْنَدِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষ যেসব বস্তুর ঢোক গ্রহণ করে তন্মধ্যে সেই ঢোকটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম যেটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মানুষ গ্রহণ করে থাকে। (আহমদ; মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, ৫৮৪০)

٦. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَاَ لُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا عِـنْدَهٗ قَـالَ مَـا يَـكُنْ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُـعِـفَّـهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ)

৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের মধ্য থেকে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট (কিছু সম্পদ) চাইলেন। তিনি তাদেরকে দিলেন। অতঃপর তারা আবারো চাইল তখনও তিনি তাদেরকে দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল, যখন তা শেষ হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, আমার নিকট যখনি কোন সম্পদ থাকে তোমাদেরকে না দিয়ে তা আমি জমিয়ে রাখি না। আর যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে মুক্ত থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে মুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণের চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে ধৈর্য্যের শক্তি দান করেন। কোন ব্যক্তিকে কল্যাণকর যা দেয়া হয়, তম্মধ্যে ধৈর্যই সবচেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত। (মুসলিম: বাবু ফাদলিত তায়াফ্‌ফুফি ওয়াস সাবরি, ১৭৪৫)

٧. عَـنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى ولَا غَـمٍّ حَتّٰـى الشَّـوْكَةِ يُشَـاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى كَفَّارَةِ الْمَرَضِ)

৭. হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি মানুষিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে, কোন শোক বা দুঃখ পেলে, অথবা চিন্তাগ্রস্থ হলে (সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে) প্রতিদানে আল্লাহ তায়ালা তার সকল গুণাহ মাফ করে দিবেন। এমনকি যদি সামান্য একটি কাঁটাও পায়ে বিঁধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (বুখারী: বাবু মা জা'আ ফি কাফফারাতিল মারাদি, ৫২১০)

٨. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَمَا لِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَمَاعَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ ـ (تِرْمِذِيْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ)

৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুমিন নর নারীর জান, মাল, ও সন্তানের উপর বিপদ আপদ আসতেই থাকে, অবশেষে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করে এমন অবস্থায় যে তার আর কোন গুণাহ থাকে না। (তিরমিযী: বাবু মা'জাআ ফিস সাবরি আলাল বালায়ি, ২৩২৩)

٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهٗ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهٗ اِلَّاالْجَنَّةُ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ الْعَمَلِ الَّذِى يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ فِيْهِ سَعْدٌ)

৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার মুমিন বান্দাহর জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া আর কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি দুনিয়া থেকে তার প্রিয়জন নিয়ে নেই আর সে সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে। (বুখারী: বাবুল আমালিল লাজি ইউবতাগা বিহি ওয়াজহুল্লাহ .... ৫৯৪৪)

١٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ اِذَا بْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهٗ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ ـ(بُخَارِىْ: بَابُ فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهٗ)

১০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আমি যখন আমার বান্দাহকে তার দুটি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি অর্থাৎ তার দুটি চোখের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট

করে দেই, আর তাতে সে সবর করে, তখন আমি তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত দান করি। (বুখারী: বাবু ফাদলি মান যাহাবা বাসারুহু, ৫২২১)

١١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَفَّارَةِ الْمَرَضِ)

১১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে বিপদে ফেলেন। (বাবু মা. জাআফি কাফফারাতিল মারাদি, ৫২১৩)

١٢. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِه فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ ـ (بخارى: بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ)

১২. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কারো কোন বিপদ বা কষ্ট হলে সে যেন মৃত্যুর কামনা না করে। যদি কেউ এরূপ করতেই চায়, সে যেন বলে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর। এবং যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দাও। (বুখারী: বাবুদ দুয়ায়ি বিল মাওতি ওয়াল হায়াতি, ৫৮৭৪)

২৫. তাওয়াক্কুল : اَلتَّوَكُّلُ

আল কুরআন

١. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ـ

১. এমন জায়গা থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করেনি। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই পুরো করে থাকেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্যই তাকদির ঠিক করে রেখেছেন। (সূরা তালাক- ৬৫ঃ৩)

٢. فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ـ

২. আজ তোমাদেরকে আমি যা বলছি অচিরেই এমন সময় আসবে যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। (সূরা মুমিন:৪০ঃ ৪৪)

٣. اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

৩. আর যাদেরকে লোকেরা বলেছে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাবহিনী একত্র হয়েছে, তাই তাদেরকে ভয় কর'–এ কথা শুনে তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বলল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না ভালো কাজ সমাধাকারী। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১৭৩)

٤. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ـ رَبَّنَا عَلَيْكَ

تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ-

৪. তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে এক সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের দেশবাসীকে সাফ বলে দিয়েছে, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মা'বুদদের তোমরা পূজা কর তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই । আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করছি। এক আল্লাহর উপর তোমাদের ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য দুশমনি ও বিরোধ হয়ে গেল। তবে ইবরাহীম তার পিতাকে এ কথা বলা (এ থেকে একটা আলাদা ব্যাপার) যে, আমি আপনার জন্য মাগফিরাতের দু'আ অবশ্যই করব; কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে আপনার জন্য কিছু আদায় করার সাধ্য আমার নেই। (ইবরাহীম ও তার সাথীরা এ দু'আ-ই করেছিল যে,) হে আমাদের রব! আপনার উপর আমরা ভরসা করছি, আপনার দিকেই আমরা এসেছি এবং আপনার কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা মুমতাহিনা-৬০ঃ৪)

٥. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا-

৫. আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। উকিল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আহ্‌যাব-৩৩ঃ৩)

٦. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ- فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ -

৬. হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেতো। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দু'আ করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মজবুত সিদ্ধান্তে পৌছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১৫৯)

٧. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ۔ قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهٖ أَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهٖ۔ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ۔

৭. (হে নবী!) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ' । তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যখন বাস্তব সত্য এটাই (তখন তোমরা চিন্তা করো না যে) আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা কি তাঁর ক্ষতি থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি মেহেরবানি করেন তাহলে তারা কি তাঁর রহমতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? আপনি বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা শুধু তাঁরই উপর ভরসা করে থাকে। (সূরা যুমার-৩৯:৩৮)

٨. قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ۔ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

৮. হে নবী! বলে দিন, হে আমার ঐ সব বান্দাহরা! তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা যুমার-৩৯:৫৩)

আল হাদীস

١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ سَمِعَ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا ـ (اَحْمَدْ: اَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ)

১. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছেন, তোমরা যদি সত্যিকার ভাবে আল্লাহর উপর ভরসা কর তবে

তিনি পাখিদের মতই তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যুষে পাখিরা খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে। (আহমদ: আওয়ালু মুসনাদে উমর, ২০০)

٢. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ اَوْ اُطَلِّقُهَا وَاَتَوَكَّلُ قَالَ اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ - (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ أَوَانِى الْحَوْضِ)

২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি কি উট বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব, না বন্ধনমুক্ত রেখে? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও, অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা কর। (তিরমিযী : বাবু মা জা'অফি সিফাতি আওয়ানিল হাওদি, ২৪৪১)

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾ قَالَهَا أَبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُوْا ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ﴾ - (بُخَارِىْ: بَابُ ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকিল' এই দোয়াটি ইব্রাহিম (আ) কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন। আর মুহাম্মদ (সা) এটি বলেছিলেন তাকে যখন বলা হয়েছিল, 'মানুষ সকল তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে অতএব তোমরা তাদের ভয় কর' (এ কথা শুনে) তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল। এবং তারা বলল "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক"। [বুখারী: বাবু 'ইন্নান নাসা ক্বাদ জামাউ লাকুম ফাখশাওহুম'... ৪১৯৭]

٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ

وَجَلَّ اِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِىْ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوْعًا وَاِذَا أَتَانِىْ يَمْشِىْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ـ

(مُسْلِمٌ: بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যখন আমার বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি তাঁর দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, তখন আমি এক গজ অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে, তখন আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই। (মুসলিমঃ বাবু ফাদ্‌লিয যিকরি ওয়াদ্ দুআই ওয়াত তাকারুবে ইলাল্লাহি, ৪৮৫০)

٥. عَنَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهٖ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَتَنَحّٰى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ فَيَقُوْلُ لَهٗ شَيْطَانٌ اٰخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِىَ وَكُفِىَ وَوُقِىَ ـ

(اَبُوْدَاوُدَ: بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِه)

৫. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন। নবী করিম (সা) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তাঁর বাড়ি থেকে বের হয়ে বলে 'আমি মহান আল্লাহর নামে (বের হলাম), তার উপর ভরসা করলাম এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শক্তি সামর্থ নেই' তখন তাকে বলা হয়, তুমি হেদায়াত পেয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। অতঃপর শয়তান তার থেকে সরে যায় এবং এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, 'এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কিভাবে সফল হবে যাকে বলা হয়েছে, তুমি হেদায়াত পেয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। (আবু দাউদঃ বাবু মা ইয়াকূলু ইযা খারাজা মিন বাইতিহি, ৪৪৩১)

২৬. ওয়াদা পালন : اِيْفَاءُ الْوَعْدِ

আল কুরআন

١. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ۔

১. যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে (সূরা মুমিনূন-২৩:০৮)

٢. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ۔

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর (দীনের বাঁধন মেনে চলো) তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু হালাল করা হলো, ঐসব পশু বাদে, যা পরে জানানো হবে। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল মনে করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যেমন ইচ্ছা তেমনই হুকুম করেন। (সূরা মায়িদা-০৫:১)

٣. وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوْا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا۔

৩. অথচ এর আগে তারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল, তারা পেছনে হটবে না। আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছে সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা আহ্যাব -৩৩:১৫)

٤. وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا۔ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ۔

৪. আল্লাহর সাথে যখন কোনো মযবুত ওয়াদা কর তখন তা পালন কর। আর পাকা কসম খাওয়ার পর তা ভেঙে ফেল না। অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের উপর সাক্ষী বানিয়েছ। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সবই জানেন। (সূরা নাহ্ল-১৬:৯১)

٥. قُلْ اَرَأَيْتُمْ شُرَكَائَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا

مِـنَ الْاَرْضِ أَمْ لَهُـمْ شِرْكٌ فِى السَّمَاوَاتِ أَمْ اٰتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظَّالِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ـ

৫. হে নবী! তাদেরকে বলুন, আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের যে শরিকদেরকে তোমরা ডাক তাদেরকে কি তোমরা কখনো দেখেছ? আমাকে দেখাও তো, তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানে কি তাদের কোনো শরিকানা আছে? (তারা যদি কিছু বলতে না পারে তাহলে) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি তাদেরকে কোনো কিতাব লিখে দিয়েছি, যার ভিত্তিতে এর (শিরকের পক্ষে) কোনো স্পষ্ট সনদ পেয়েছে ? না, এ জালিমরা একে অপরকে শুধু ধোঁকা দিয়েই চলেছে। (সূরা ফাতির-৩৫:৪০)

٦. وَلَاتَـقْرَبُوْا مَـالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ. وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ـ

৬. সুন্দর উপায়ে ছাড়া ইয়াতিমের মালের কাছেও যেয়ো না, যতদিন না সে যুবক বয়সে পৌঁছে। ওয়াদা পালন কর। নিশ্চয়ই ওয়াদার ব্যাপারে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। (সূরা বনি ইসরাইল-১৭:৩৪)

আল হাদীস

١. عَـنْ أَبِـىْ هُـرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَاحَـدَّثَ كَـذَبَ وَاِذَا وَعَـدَ اَخْـلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ , مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। ১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা কথা বলে। ২. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে ৩. আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় বিশ্বাসঘাতকতা করে। (বুখারী ঃ বাবু আলামাতিল মুনাফিকি, ৩২, মুসলিম বাবু বায়ানি খিসালিল মুনাফিকে, ৮৯)

٢. عَـنْ عَبْـدِ الـلّٰهِ بْنِ عَمْرٍ و اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ

مَـنْ كُـنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْـهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَـاهَـدَ غَـدَرَ وَاِذَا خَـاصَـمَ فَـجَرَ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ , مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, নবী করিম (সা) বলেন, চারটি গুণ যার মাঝে আছে সে খাঁটি মুনাফিক! আর যার মাঝে চারটির যে কোন একটি রয়েছে, তার মাঝে নিফাকের একটি চিহ্ন রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা না ছাড়ে। ১. যখন আমানত রাখা হয় বিশ্বাসঘাতকতা করে ২. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ৩. যখন চুক্তি করে তা লংঘন করে ৪. এবং যখন ঝগড়া করে গালাগালি করে। (বুখারী:বাবু আলামাতিল মুনাফিকে, ৩৩; মুসলিমঃ বাবু বায়ানি খিসালিল মুনাফিকে, ৮৮)

٣. عَـنْ أَبِـىْ سَـعِيْـدٍ قَـالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ غَـادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهٗ بِقَدْرِ غَدْرِهٖ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ تَحْرِيْمِ الْغَدْرِ)

৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেকটি প্রতারকের জন্যে (প্রতারণার নিদর্শনস্বরূপ) একটি করে পতাকা থাকবে। তার প্রতারণার পরিমাণ অনুযায়ী তাদের পতাকাসমূহ উচু-নিচু করা হবে। জেনে রাখ! জননেতার চেয়ে বড় কোন প্রতারক হতে পারে না। (মুসলিমঃ বাবু তাহরিমিল গাদরি, ৩২৭২)

٤. عَـنْ أَبِـىْ هُـرَيْرَةَ رَضِـىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَـالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُـلٌ بَـاعَ حُـرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهٗ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ اِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا)

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন আমি স্বয়ং অবস্থান করব। ১ যে ব্যক্তি আমার নামে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তা ভঙ্গ করেছে, ২. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তাঁর মূল্য ভোগ করেছে, ৩. যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে পূর্ণ কাজ আদায় করে নেয়, অথচ তার বিনিময় দেয় না। (বুখারী :বাবু ইসমে মান বাআ হুররান , ২০৭৫)

২৭. আমানতদারি : اَلْاَمَانَةُ

আল কুরআন

١ . وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ـ

১. যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে। (সূরা মুমিনূন-২৩ঃ৮)

٢ . اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى أَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْابِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

২. (হে মুসলিম সমাজ!) আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, সবরকম আমনত আমানতদার লোকদের হাতে তুলে দাও। আর যখন লোকদের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে অত্যন্ত ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন। (সূরা নিসা-০৪ঃ৫৮)

٣ . يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! জেনে-বুঝে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং নিজেদের আমানতের ব্যাপারেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। (সূরা আনফাল-০৮ঃ২৭)

٤ . اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۔

৪. আমি এই আমানতকে আসমানসমূহ ও জমিনের নিকট এবং পাহাড়ের কাছে পেশ করেছিলাম। তারা এ বোঝা বইতে অস্বীকার করল এবং তা থেকে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা তুলে নিয়েছে। নিশ্চয়ই সে বড়ই জালিম ও জাহেল। (সূরা আহযাব- ৩৩ঃ৭২)

٥. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ فَاِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِىْ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ آثِمٌ قَلْبُهٗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

৫. আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং দলিল লেখার জন্য কোনো লেখক না পাও তাহলে বন্ধক রেখে কাজ চালিয়ে নাও। যদি তোমাদের কেউ অন্য কারো উপর ভরসা করে তার সাথে কোনো কাজ করে তাহলে যার উপর ভরসা করা হয়েছে তার আমানত আদায় করা ও তার রব আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আর কখনো সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার মন গুনাহে লিপ্ত। আল্লাহ তোমাদের আমল সম্বন্ধে জানেন। (সূরা বাকারা- ০২ঃ২৮৩)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كَانَ فِيْكَ لَا يَضُرُّكَ مَا فَاتَكَ مِن الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةُ طُعْمَةٍ - (حَاكِمْ: بَابُ أَرْبَعٌ اِذَا كَانَ فِيْكَ لَا يَضُرَّكَ)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমার সাথে চারটি জিনিস থাকলে পৃথিবীর সব হারিয়ে ফেললেও তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। ১. আমানতের সংরক্ষণ ২. সত্যবাদিতা ৩. উত্তম চরিত্র ৪. পবিত্র রিজিক। (আল মুসতাদরাক লিল হাকিমঃ বাবুন আরবাউন ইযা কানা ফিকা লা ইয়াদুরুকা, ৭৯৮৯,)

٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ - (اَبُوْ دَاؤُدَ: بَابٌ فِىْ الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهٗ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা)

বলেছেন, যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে,তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না। (আবু দাউদ:বাবুন ফির রাজুলি ইয়া খুযু হাক্কাহু, ৩০৬৮)

٣. عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ فِيْ بِلَادِهِمْ حَتّٰى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلٰى دَابَّةٍ أَوْ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ - (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْغَدْرِ)

৩. হযরত সুলায়েম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া ও রোমবাসিদের মাঝে একটি চুক্তি লিপিবদ্ধ ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়ারিয়া (রা) তার বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল চুক্তি মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তার নিকট উপস্থিত হল এক ঘোড় সাওয়ার। তিনি বলেছেন, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করোনা। তার দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া (রা) দেখলেন , তিনি আমার বিন আবাসা (রা)। মুয়াবিয়া (রা) বিষয়টি সম্পর্কেজানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি,যার সাথে কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোন পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তার পরে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর পক্ষে নিক্ষেপ করবে। হাদীস শুনে মুয়াবিয়া (রা) তার সৈন্য নিয়ে ফিরে আসলেন। (তিরমিযি: বাবু মা জাআ ফিল গাদরি, ১৫০৬)

٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ أَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ـ

(بُخَارِىْ: بَابُ رَفْعِ الْاَمَانَةِ)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে, তখন তুমি কেয়ামতের অপেক্ষা কর। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (সা) কিভাবে আমানত নষ্ট হয়? রাসূল (সা) বলেছেন, যখন অযোগ্য লোককে দায়িত্ব দেয়া হয় তখন তুমি কেয়ামতের অপেক্ষা কর। (বুখারীঃ বাবু রাফইল আমানাতি, ৬০১৫)

২৮. অহঙ্কারের পরিণাম : عَاقِبَةُ الْكِبْرِ

١. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ـ

১. তোমরা সবাই আল্লাহর গোলামি কর; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে নেক আচরণ কর এবং আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী মুসাফির ও তোমাদের অধীনে যেসব দাস-দাসী রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও। নিশ্চয়ই (জেনে রাখ যে) আল্লাহ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে বড় হওয়ার গৌরব করে ও অহঙ্কার করে। (সূরা নিসা-০৪:৩৬)

٢. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ

২. মানুষের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কথা বল না এবং পৃথিবীতে গর্বের সাথে চলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বড়াইকারি ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান-৩১:১৮)

٣. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ

৩. (এসব কিছু এজন্য) যাতে তোমাদের যতটুকুই ক্ষতি হয়ে গেছে সেজন্যে তোমরা হতাশ না হও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে তোমরা খুশিতে আত্মহারা না হও। আল্লাহ এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না, যারা নিজেদেরকে বড় মনে করে এবং অহঙ্কার করে। (সূরা হাদীদ-৫৭:২৩)

٤. اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا

لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُوْنٍ-

৪. আমি অপরাধীদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি। এরা এমন সব লোকই ছিল, যখন তাদেরকে বলা হতো' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো এবং বলতো, আমরা কি একজন পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করবো? (সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭ঃ৩৫-৩৬)

٥. فَادْخُلُوْا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ -

৫. এখন যাও, দোযখের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়। সেখানেই তোমাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে। অহঙ্কারীদের জন্য তা বড়ই মন্দ ঠিকানা। (সূরা নাহ্‌ল-১৬ঃ২৯)

٦. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا وَّكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ-

৬. এমন কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যেখানকার লোকেরা তাদের ধন-সম্পদের অহঙ্কার করত। ঐ যে তাদের বাড়ি-ঘর পড়ে আছে, যেখানে তাদের পর কম লোকই বসবাস করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি (ঐ সবেরই) ওয়ারিশ হয়েছি। (সূরা কাসাস-২৮ঃ৫৮)

٧. اِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَّفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ- وَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ-

৭. ভালো করে জেনে রাখ যে, দুনিয়ার এ জীবনটা খেল-তামাশা, মন ভোলানোর (উপকরণ), সাজ-সজ্জা, তোমাদের একে অপরের উপর গর্ব করা এবং ধনে-জনে এক অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উদাহরণ এ রকম– যেমন এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল, (এর ফলে) যে গাছ-গাছড়া জন্মাল তা চাষিকে খুশি করে দিলো। তারপর ঐ ফসল পরিপক্ব হলো এবং তোমরা দেখলে যে তা হলদে হয়ে গেল। তারপর তা ভুসিতে পরিণত হয়ে যায়। (এর বিপরীত) আখিরাতে রয়েছে (একদিকে) কঠিন

আজাব, (অপরদিকে) আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা ছলনাময় জীবিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা হাদীদ -৫৭:২০)

٨. اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ -

৮. তোমাদের মাবুদ একজনই। কিন্তু যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না, তাদের দিলে অস্বীকার কায়েম হয়ে আছে এবং তারা অহঙ্কারী। (সূরা নাহ্ল-১৬:২২)

٩. وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا-

৯. মাটির বুকে গর্বের সাথে চলবে না। নিশ্চয়ই তুমি মাটিকে ফাটিয়ে দিতেও পারবে না, আর পাহাড়ের সমান উঁচু হতেও পারবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল-১৭:৩৭)

١٠. تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادً وَّالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ -

১০. ঐ আখিরাতের ঘর তো আমি তাদের জন্য খাস করে দেবো, যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়ত্ব চায় না এবং ফাসাদও সৃষ্টি করতে চায় না। আর ভালো পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্যই রয়েছে। (সূরা কাসাস-২৮: ৮৩)

আল হাদীস

١. عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَاالْجَعْظَرِىُّ - (اَبُوْ دَاوُدَ: بَابٌ فِىْ حُسْنِ الْخُلُقِ)

১. হযরত হারেসা ইবনে ওয়াহাব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অহঙ্কারী ও অহঙ্কারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (আবু দাউদ: বাবুন ফি হুসনিল খুলুক্বি, ৪১৬৮)

٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِه)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যার অন্তরে অণু পরিমান অহংকারও রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বললেন, কোন ব্যক্তি পছন্দ করে তার কাপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক (তাও কি অহঙ্কার?) রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃত পক্ষে অহঙ্কার হল আল্লাহর গোলামি থেকে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা। (মুসলিমঃ বাবু তারিহমিল কিবরি ওয়া বায়ানিহি, ১৩১)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ اَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِيْ يَسْتَرْخِيْ اِلَّا اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذٰلِكَ خُيَلَاءَ ـ (بُخَارِيْ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহঙ্কার বশত স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি, প্যান্ট, পায়জামা) মাটির উপর দিয়ে টেনে চলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার দিকে তাকাবেন না। তখন হযরত আবু বকর (রা) বলেন, 'আমার লুঙ্গি অসতর্ক অবস্থায় ঢিলা হয়ে পায়ের গিরার নিচে চলে যায়, যদি না আমি তা ভালভাবে বেঁধে রাখি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তুমি তো তা অহঙ্কার বশত কর না।

(বুখারী: বাবু ক্বাওলিন নাবী 'লাও কুনতু মুত্তাখিযান খালীলান' ৩৩৯২)

٤ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ ـ (اَبُوْ دَاؤُدَ: بَابٌ فِى الْغِيْبَةِ)

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যখন আমার প্রভু আমাকে মিরাজে নিয়েছিলেন তখন আমি এক শ্রেণীর লোকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের নখগুলো ছিলো পিতলের মত। যা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বুকে খামছাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিব্রাইল (আ:) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এরা সেইসব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত (অর্থাৎ গীবত করত) এবং তাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। (আবু দাউদ: বাবুন ফিল গীবতি, ৪২৩৫)

٥ . عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ أَوْحٰى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَبْغِىَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ ـ (اَبُوْ دَاؤُدَ: بَابٌ فِى التَّوَاضُعِ)

৫. হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার কাছে এই মর্মে অহি প্রেরণ করেছেন, তোমরা সকলে বিনয়ী হও। যাতে কেউ কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করতে না পারে এবং কেউ কারো কাছে গর্ব করতে না পারে। (আবু দাউ: দবাবুন ফিত তাওয়াদুয়ে, ৪২৫০)

٦ . عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ اَلْخُزَاعِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ الْكِبْرِ)

৬. হযরত হারিসা ইবনে ওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব, জান্নাতের অধিকারি কারা? প্রত্যেক দুর্বল ও যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। তারা হল এমন যে, যদি তারা আল্লাহর নামে কসম করে, অবশ্যই আল্লাহ তা পূর্ণ করেন। আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব, জাহান্নামের অধিবাসি কারা? প্রত্যেক অহঙ্কারি, সীমালংঘনকারি, উদ্ধত লোক। (বুখারীঃ বাবুল কিবরে, ৫৬১০)

٧. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيْمِ اِسْبَالِ الْاِزَارِ)

৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা) বলেছেন, তিন ধরনের লোক রয়েছে যাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না। বর্ণনাকারী আবু মুয়াবিয়া বলেন এবং তাদের দিকে তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১. বিবাহিত ব্যভিচারী ২.মিথ্যাবাদী শাসক ৩. অহঙ্কারী দরিদ্র। (মুসলিমঃ বাবু বায়ানি গিলাযে তাহরিমে ইসবালিল ইযারে, ১৫৬)

٨. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ۔ (اَبُوْ دَاؤُدَ: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْكِبْرِ)

৮. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, অহঙ্কার হল আমার চাদর। আর মহৎ ও শ্রেষ্ঠত্ব হল আমার পোষাক। যে ব্যক্তি এ দুটির কোন একটি নিয়ে আমার সহিত টানাটানি করে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (আবু দাউদ: বাবু মা জা'আ ফিল কিবরে ; ৩৫৬৭)

২৯. বিনয় ও নম্রতা : اَلتَّوَاضُعُ

١. وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ـ اِنَّ أَنْكَرَالْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ـ

১. তোমার চাল-চলনে মধ্যম পন্থা গ্রহণ কর এবং তোমার আওয়াজকে নিচু কর। নিশ্চয়ই গাধার আওয়াজই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ। (সূরা লুকমান-৩১ঃ১৯)

٢. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

২. মুমিনদের মধ্যে যারা আপনার আনুগত্য করে, তাদের সাথে নরম ব্যবহার করুন। (সূরা শু'আরা-২৬ঃ২১৫)

٣. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ـ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ـ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ـ

৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার নিজের দীন থেকে ফিরে যায়, আল্লাহ আরো অনেক এমন সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহর দয়া, যা তিনি যাকে চান তাকেই দান করেন। আল্লাহ বিপুল উপকরণের মালিক এবং সবকিছুই জানেন। (সূরা মায়িদা-০৫ঃ৫৪)

٤. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ـ

৪. হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দু'আ করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মজবুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১৫৯)

٥. وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا۔

৫. রাহমানের (আসল) বান্দাহ তারাই, যারা জমিনের বুকে নম্র হয়ে চলে। আর যখন জাহিল লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' দিয়ে (বিদায় করে)। (সূরা ফুরকান-২৫ঃ৬৩)

٦. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ـ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ۔ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـأَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا۔

৬. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফিরদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে কোমল। তুমি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তাদেরকে রুকু, সিজদা অবস্থায় এবং আল্লাহর মেহেরবানি ও সন্তুষ্টির তালাশে মগ্ন পাবে। তাদের চেহারায় সিজদার আলামত রয়েছে, যা থেকে তাদেরকে আলাদাভাবে চেনা যায়। তাওরাত ও ইনজীলে তাদের উদাহরণ এভাবে দেওয়া হযেছে যে, যেন একটি বীজ বপন করা হলো যা থেকে প্রথমে অঙ্কুর বের হলো, তারপর তা মজবুত হলো, তারপর পুষ্ট হলো, এরপর নিজের

কাণ্ডের উপর খাড়া হয়ে গেল। (এ দৃশ্য) চাষিকে খুশি করে দেয়, যাতে কাফিরদের (মনে) জ্বালা সৃষ্টি হয়। এ লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ্ তাদের সাথে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাত্হ-৪৮ঃ২৯)

আল-হাদীস

١. عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ أَوْحَى اِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَايَبْغِىَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ ـ (اَبُوْدَاؤُدَ: بَابٌ فِى التَّوَاضُعِ)

১. হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার কাছে এই মর্মে অহি প্রেরণ করেছেন, তোমরা সকলে বিনয়ী হও। যাতেকেউ কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করতে না পারে এবং কেউ কারো কাছে গর্ব করতে না পারে। (আবু দাউ: দবাবুন ফিত তাওয়াদুয়ে, ৪২৫০)

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَما تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُعِ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ্ বান্দার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু করেন না। আর যে(একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (মুসলিমঃ বাবু ইসতিহ্বাবিল আফউই ওয়াতে তাওয়াদুয়ে, ৪৬৮৯)

৩০. ইনসাফ: اَلْاِنْصَافُ

١. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۔

১. আল্লাহ সুবিচার, বদান্যতা ও নিকটআত্মীয়ের হক আদায় করার আদেশ দিচ্ছেন এবং বেহায়াপনা, নিষিদ্ধ কাজ ও সীমালংঘন করা থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে নসীহত করছেন, যাতে তোমরা উপদেশ নিতে পার। (সূরা নহ্ল-১৬:৯০)

٢. اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ۔ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا۔

২. (হে মুসলিম সমাজ!) আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, সবরকম আমানত আমানতদার লোকদের হাতে তুলে দাও। আর যখন লোকদের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে অত্যন্ত ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন। (সূরা নিসা-০৪:৫৮)

٣. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ۔ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ۔

৩. আমি আমার রাসুলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মিজান নাজিল করেছি, যেন মানুষ ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে। আমি লোহা (বা রাষ্ট্রশক্তি) নাজিল করেছি, যার মধ্যে বিরাট রণশক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন যে, কে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে

সাহায্য-সহযোগিতা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড়ই শক্তিমান ও প্রতাপশালী। (সূরা হাদীদ-৫৭:২৫)

٤. يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْعَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ـ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَا للّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ـ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ـ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইনসাফের পতাকাবাহি ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষদাতা হও, যদিও তা (তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সে ধনী হোক বা গরিব হোক (তা বিবেচনার বিষয় নয়), আল্লাহ তোমাদের চেয়ে বেশি তাদের হিতকামি। কাজেই নাফসের তাঁবেদারি করতে গিয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। যদি তোমরা পেঁচানো কথা বল বা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। (সূরা নিসা-০৪:১৩৫)

٥. فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ـ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَائَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ ـ وَّأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ـ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ـ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ـ

৫. (যেহেতু এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে) এ কারণে (হে নবী!) এখন আপনি ঐ দ্বীনের দিকেই দাওয়াত দিন এবং যেভাবে আপনাকে হুকুম দেয়া হয়েছে তারই উপর মজবুত হয়ে কায়েম থাকুন। আর তাদের কামনা-বাসনা অনুসরণ করবেন না। তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ যে কিতাবই নাজিল করেছেন, আমি তারই প্রতি ঈমান এনেছি, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যেন আমি তোমাদের

মধ্যে ইনসাফ করি। আল্লাহই আমাদের রব এবং তোমাদের রবও তিনিই। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই। আল্লাহ একদিন আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁরই দিকে সবাইকে যেতে হবে (সূরা সূরা-৪২ঃ১৫)

٦. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ـ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

৬. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর খাতিরে সত্যের উপর কায়েম থাক এবং ইনসাফের সাক্ষী হও। কোনো দলের দুশমনী যেন তোমাদেরকে এতটা খেপিয়ে না দেয় যে, তোমরা ইনসাফ থেকে ফিরে যাও। ইনসাফ কর। এটাই তাকওয়ার কাছাকাছি। আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার পুরোপুরি খবর রাখেন। (সূরা মায়িদা-০৫ঃ৮)

٧. وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ـ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ـ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ـ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ـ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ـ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ

৭. ইয়াতীমরা যৌবন বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত ভালো (নিয়ত ও নিয়ম) ছাড়া তাদের মালের ধারে কাছেও যাবে না। পরিমাণ ও ওজনের বেলায় ইনসাফ করবে। আমি প্রত্যেকের উপর ততটুকু দায়িত্বই দিয়ে থাকি, যতটুকু পালন করা তার পক্ষে সম্ভব। আর যখন তোমরা কথা বল, ইনসাফের সাথে বল; তা নিকটআত্মীয়ের ব্যাপারে হলেও। আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পালন কর। আল্লাহ তোমাদের এসব বিষয়ে হেদায়াত দিয়েছেন হয়তো তোমরা নসিহত কবুল করবে। (সূরা আন'আম-০৬ঃ১৫২)

٨. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ- وَلَايَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ- وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا- فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى- وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْأَمُوْا أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ -ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ- وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنٰى أَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَأَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيْدٌ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ- وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ -

৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা একে অপরের সাথে কর্জে লেনদেন কর তখন তা লিখে রাখ। কোনো লোক যে তোমাদের দু'পক্ষের সাথে ইনসাফ করে দলিল লিখে দেয়। আল্লাহ যাকে লেখা-পড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন তার পক্ষে লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয়। তাই সে যেন লিখে, আর যে ব্যক্তির উপর দায়িত্ব আসছে (অর্থাৎ ঐ কর্জদার, যে ধার নেয়) সে লেখার বিষয় যেন বলে দেয়। আর তার রব আল্লাহকে যেন সে ভয় করে, যাতে যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাতে যেন কম-বেশি না হয়। কিন্তু কর্জদার যদি নিজে বোকা বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয় বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক যে ইনসাফের সাথে লেখার বিষয় বলে দেয়। তারপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনকে সাক্ষী বানিয়ে নাও। আর যদি দু'জন পুরুষ পাওয়া না যায় তবে

একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে তাদের একজন ভুলে গেলে আরেকজন তাকে তা মনে করিয়ে দিতে পারে। এসব সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হবে, যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। সাক্ষীদেরকে যখন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বলা হয় তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। ব্যাপার ছোট হোক বা বড় হোক, মেয়াদ নির্দিষ্ট করে তার দলিল লিখিয়ে নিতে অবহেলা করবে না। এ নিয়ম আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য বেশি ইনসাফপূর্ণ। এতে সাক্ষ্য কায়েম হওয়া বেশি সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থেকে যায়। অবশ্য তোমরা একে অপরের সাথে যেসব ব্যবসার লেনদেন হাতে হাতে নগদ করে থাক, তা যদি না লিখ তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তোমরা যখন ব্যবসার কথাবার্তা ঠিক কর তখন সাক্ষী রাখবে। লেখক ও সাক্ষীকে যেন কষ্ট দেওয়া না হয়। এরূপ করলে তোমাদের গুণাহ হবে। আল্লাহর গজব থেকে বাঁচ। তিনি তোমাদেরকে কাজের সঠিক নিয়ম শিক্ষা দিচ্ছেন। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কেই জানেন। (বাকারা: ০২ঃ২৮২)

٩. وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ـ

৯. আর ইনসাফের সাথে ঠিক ঠিক ওজন কর এবং মাপে কম দিও না। (সূরা রাহমান-৫৫ঃ৯)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِى حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ فَضِيْلَةِ الْاِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوْبَةِ الْجَائِرِ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহর ডানপাশে নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। আর আল্লাহর দুইপাশই ডান। তারা (ন্যায়বিচারকগণ) হলেন এমন, যারা তাদের বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে, পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং

যেসব দায় দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করা হয় সেসব বিষয়ে সুবিচার করে। (মুসলিম ঃ বাবু ফাদিলাতিল ইমামিল আ'দিলি ওয়া উকুবাতিল যাইরি, ৩৪০৬)

٢. عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ- (مُسْلِمٌ: بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ)

২. হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার মুযাশিয়ি (রা) বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেন, জান্নাতের অধিবাসীরা তিন ধরনের। ১. ন্যায় পরায়ণ ও দানশীল শাসক যাকে (দান-খয়রাত ও জনগণের কল্যাণ করার) তাওফিক দেয়া হয়। ২. দয়াদ্র হৃদয় ও রহমদিল ব্যক্তি, যার অন্তর প্রত্যেক আত্মীয় স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অতিশয় কোমল ও নরম ৩. যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পবিত্র নিষ্কলুস চরিত্রের অধিকারী, পরিবার বেষ্টিত। (মুসলিম ঃ বাবুস সিফাতিল লাতি ইউরাফু বিহা ফিদ দুনইয়া আহলুল জান্নাতি ওয়া আহলুন নার, ৫১০৯)

٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِيْ اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ- (بُخَارِيْ: بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِيْنِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা:) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি

বলেছেন, সাত শ্রেনীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা (কিয়ামতের দিন) তার আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবেনা। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়েই বেড়ে উঠে। ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমুহে ঝুলন্ত থাকে। ৪. ঐ দু ব্যক্তি যারা একে অপরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসে, তারা পরস্পর একত্রিত হয় আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এবং বিচ্ছিন্ন ও হয় তারই খাতিরে। ৫. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী যুবতী (মন্দ কাজের জন্য) আহবান করে, অথচ সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬. ঐ ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে, তার বাম হাত জানে না ডান হাত কী দান করেছে। ৭. ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্রবাহিত করে।(বুখারী: বাবুস সাদাকাতি বিল ইয়ামীনি, ১৩৩৪)

৩১. ক্ষমা : اَلْعَفْوُ

١. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۔

১. যারা ঐসব অবস্থায় নিজেদের মাল খরচ করে– খারাপ অবস্থাই থাকুক আর ভালো অবস্থাই থাকুক; যারা রাগকে দমন করে এবং অপরের দোষ মাফ করে দেয়; এমন নেক লোক আল্লাহ্ খুব পছন্দ করেন। (সূরা আলে ইমরান-০৩:১৩৪)

٢. خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ۔

২. (হে রাসূল!) আপনি (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল হোন এবং ভালো কাজের আদেশ দিতে থাকুন। আর জাহিলদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখুন। (সূরা আ'রাফ-০৭:১৯৯)

٣. اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوْهُ أَوْتَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فِاَنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

৩. (মযলুম অবস্থায় তুমি মন্দ কথা বলতে পার) তবে যদি তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে ভালো কাজ করতে থাক এবং (অন্যের) মন্দ কাজকে মাফ করে দাও তাহলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল (যদিও শাস্তি দেয়ার) পূর্ণ ক্ষমতা তিনি রাখেন। (সূরা নিসা-০৪:১৪৯)

٤. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ۔

৪. অবশ্য যে সবর করে ও ক্ষমা করে তার এ কাজ অবশ্যই বড় উঁচুমানের হিম্মতের মধ্যে গণ্য। (সূরা শূরা-৪২:৪৩)

٥. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى. اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى. فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ. ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. فَمَنِ

اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য খুনের মামলায় 'কিসাস' এর আইন লিখে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী (মৃতুদণ্ডাধীনে আসবে)। যদি কেউ তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় তবে তাকে ন্যায় সঙ্গত নীতি অবলম্বন করতে হবে এবং সুন্দরভাবে তার নিকট (রক্তমূল্য) প্রদান করবে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকা শাস্তি ও দয়া। এরপরও যে বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক আজাব রয়েছে। (সূরা বাকারা-০২ঃ১৭৮)

٦. وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۔

৬. আর যদি তোমরা স্পর্শ করার আগে এবং মোহর ধার্য করার পর তাদেরকে তালাক দাও তবে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। বিবি যদি মাফ করে দেয় (এবং মোহর না নেয়) অথবা ঐ পুরুষ, যার হাতে বিয়ের বন্ধন হয়েছে, সে যদি দয়া করে (পুরো মোহর দান করে) তবে তা আলাদা কথা । আর তোমরা (পুরুষরা) যদি দয়া কর তাহলে সেটাই তাকওয়ার নিকটবর্তী। তোমরা একে অপরের সাথে উদারতা দেখাতে ভুলে যেও না। তোমরা যা আমল কর তা আল্লাহ দেখছেন। (সূরা বাকারা- ০২ঃ ২৩৭)

٧. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۔

৭. হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব

নরম মেজাজ বিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দু'আ করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মজবুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১৫৯)

٨. وَلَا يَـأْتَـلِ أُوْلُـو الْـفَـضْـلِ مِـنْـكُـمْ وَالسَّـعَةِ أَنْ يُـؤْتُوْا أُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْـمَسَـاكِيْـنَ وَالْـمُهَـاجِـرِيْـنَ فِـىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْـفَحُوْا ـ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

৮. তোমাদের মধ্যে যাদের উপর দয়া করা হয়েছে ও যাদের সাধ্য আছে তাদের এমন কসম খাওয়া উচিত নয় যে, তারা নিকটআত্মীয়, মিসকিন ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য করবে না। তাদেরকে মাফ করে দেয়া উচিত ও তাদের দোষ না ধরা উচিত। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা নূর-২৪ঃ ২২)

আল হাদীস

١. عَـنْ عَـائِشَـةَ قَـالَـتْ مَـا ضَـرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطٌّ بِيَدِهٖ وَلَا اِمْرَأَةً وَلَا خَادِمًا اِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا نِيْلَ مِـنْـهُ شَيْئٌ قَطٌّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِه اِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَىْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ مُبَاعَدَتِه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْاٰثَامِ)

১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত কখনো কাউকে মারেননি। না কোন স্ত্রী লোককে,

না কোন খাদেমকে । তাকে কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। অবশ্য কোন নির্ধারিত হারামকে লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। (মুসলিম: বাবু মুবায়াদাতিহি (সা) লিল আসামি, ৪২৯৬)

٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَّرَتْ بِه حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ- (بُخَارِيْ: بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوْبُهُمْ)

২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল্লাহ (সা) এর সাথে হাঁটছিলাম। তার গায়ে ছিল মোটা বা চ্যাপ্টা পাড়বিশিষ্ট একটি নাজরাণী চাদর। এক বেদুইন তার নিকট এসে তার চাদরটি ধরে ভীষণ সজোরে টান দিল। আমি লক্ষ করলাম, নবী (সা) এর ঘাড়ের পার্শ্বদেশে সজোরে চাদর টানার দরুন চাদরের দাগ পড়ে গেছে। বেদুইন বলল হে মুহাম্মদ, আপনার নিকট আল্লাহর দেয়া যে মাল সম্পদ রয়েছে ,তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন, তারপর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী: বাবু মা কানান নাবিয়্যু (সা) ইয়ূতিল মুয়াললাফাতা কূলূবুহুম, ২৯১৬)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِه وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ- (بُخَارِيْ: بَابُ

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর দিকে তাকিয়ে আছি , তিনি আম্বিয়া (আ:) গণের মধ্য থেকে একজন সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তাকে তার সম্প্রদায় আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। আর তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন, হে আল্লাহ আমার সম্প্রদায়কে মাফ করুন। কারণ এরা তো অবুঝ। (বুখারীঃ বাবু হাদীসিল গারি, ৩২১৮)

٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ) , (مُسْلِمٌ: بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)

৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয়লাভ করাতে বীরত্ব নেই বরং রাগের মূহুর্তে নিজকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক। (বুখারীঃ বাবুল হাযারি মিনাল গাদাবি, ৫৬৪৯; মুসলিমঃ বাবু ফাদলি মান ইয়ামলিকু নাফসাহু ইনদাল গাদাবি, ৪৭২৩)

৩২. যিকির : اَلذِّكْرُ

١. فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ۔

১. কাজেই তোমরা আমাকে মনে রেখ, আমিও তোমাদেরকে মনে রাখবো এবং আমার শোকর আদায় কর, আমার নিয়ামতের কুফরি করো না। (সূরা বাকারা-০২ঃ১৫২)

٢. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ۔

২. তারাই ঐ সব লোক, যারা (এ নবীর দাওয়াত) কবুল করেছে এবং যাদের দিল আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি ও তৃপ্তিবোধ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির ঐ জিনিস, যা দ্বারা অন্তর এতমিনান (প্রশান্তি) লাভ করে। (সূরা রা'দ-১৩ঃ২৮)

٣. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۔ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا۔

৩. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকির কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবিহ করতে থাক। (সূরা আহ্যাব,৩৩ঃ৪১-৪২)

٤. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمٰى۔

৪. আর যে আমার যিকির ও নসিহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে অবশ্যই তার (দুনিয়ার) জীবন তো সঙ্কীর্ণ হবেই, কিয়ামতের দিন তাকে আমি অন্ধ অবস্থায় উঠাব। (সূরা ত্ব-হা-২০ঃ১২৪)

٥. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ۔ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ۔

৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ

করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুনাফিকুন-৬৩ঃ৯)

٦. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ۔

৬. যে ব্যক্তি রহমানের যিকির থেকে গাফিল থাকে, আমি তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দিই। আর সে তার বন্ধু হয়ে যায়। (সূরা যুখরুফ-৪৩ঃ৩৬)

٧. وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ ۔

৭. (হে রাসূল!) সকালে ও সন্ধ্যায় মনে মনে কাতরভাবে ও ভয়ের সাথে আপনার রবের যিকির করুন এবং মুখেও নিচু আওয়াজে (যিকির করুন)। আপনি গাফিলদের মধ্যে শামিল হবেন না। (সূরা আরাফ-০৭ঃ ২০৫)

٨. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا۔

৮. আপনার রবের নামে যিকির করুন এবং সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে তাঁরই হয়ে থাকুন। (সূরা মুয্যাম্মিল-৭৩ঃ৮)

٩. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا ۔

৯. আর সকাল ও সন্ধ্যায় আপনার রবের যিকির করুন। (সূরা দাহর-৭৬ঃ২৫)

١٠. اُتْلُ مَا أُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۔

১০. (হে নবী!) আপনার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা আপনি তিলাওয়াত করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহর যিকির এর চেয়েও বড় জিনিস। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা আনকাবূত-২৯ঃ৪৫)

١١. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ۔ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

১১. তারপর যখন নামাজ আদায় হয়ে যায় তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহর দান তালাশ কর এবং বেশি করে আল্লাহর যিকির করতে থাক। আশা করা

যায়, তোমরা সফল হবে। (সূরা জুমু'আ-৬২:১০)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعْتَهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ أَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلٌ ذَكَرَاللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (بُخَارِىْ: بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِيْنِ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়াই থাকবে না, ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যেই বেড়ে ওঠে ৩. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে ঝুলন্ত থাকে ৪. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য তারা মিলিত হয়, এবং আল্লাহর জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় ৫. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী মহিলা (খারাপ কাজের জন্য) আহবান করে, কিন্তু সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি ৬. এমন ব্যক্তি যে দান করে তা গোপন করে এমনকি তার বাম হাত জানে না, ডান হাত কী দান করে ৭. যে লোক নিভৃতে একাকী আল্লাহকে স্মরণ করে দু-চোখে অশ্রু ঝরায়। (বুখারীঃ বাবুস সদাকাতি বিল ইয়ামীন, ১৩৩৪)

٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنْ نَسِىَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ

اللّٰهِ تَعالٰى فِىْ أَوَّلِهٖ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهٗ وَآخِرَهٗ (اَبُوْدَاؤُد: بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ)

২. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খানা খায়, তখন শুরুতে যেন আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়। সে শুরুতে আল্লাহ তায়ালার নাম নিতে ভুলে গেলে যেন বলে: বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু (প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে) (আবু দাউদ: বাবুত তাসমিয়াতি আলাত তয়ামি, ৩২৭৫)

٣. عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ۔ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ)

৩. হযরত সাহ্ল ইবনে মুয়াজ ইবনে আনাস (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি আহার শেষে বলল, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতআমানী ওয়া রাযাক্বানিহি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নি ওয়ালা কুওয়াতিন' (সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন, আমাকে রিজিক দিলেন আমার কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই)। তার পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (তিরমিযী: বাবু মা ইয়াকুলু ইযা ফারাগা মিনাত তয়ামি, ৩৩৮০)

٤. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ)

৪. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আর সবচেয়ে উত্তম দোয়া হলো; আলহামদুলিল্লাহ' (তিরমিযী ; বাবু মা জাআ আন্না দাওয়াতল মুসলিমি মুস্তাজাবাতুন, ৩৩০৫)

٥. عَنْ أَبِىْ مُوْسىٰ الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالتَّمَرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيْحَ لَهَا ـ (بُخَارِىْ: بَابُ فَضْلِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ)

৫. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন কমলালেবু যার স্বাদ চমৎকার এবং খুশবু মনোরম। আর যে কুরআন পড়ে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন খেজুরের মত যার স্বাদ চমৎকার কিন্তু তার কোন সুগন্ধ নেই। আর যে অপরাধী ব্যক্তি কুরআন পড়ে, তার দৃষ্টান্ত এমন রাইয়ান ফুলের মত, যার খুশবু মনোরম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে অপরাধী কুরআন পড়ে না তার দৃষ্টান্ত হলো এমন মাকাল ফলের মত যার স্বাদ তিক্ত এবং তার কোন সুগন্ধ ও নেই। (বুখারী: বাবু ফাদলিল কুরআনি আলা সায়িরিল কালামি, ৪৬৩২)

٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ (بُخَارِىْ:بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (مُسْلِمٌ: بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالدُّعَاءِ)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, এমন দুটি বাক্য আছে যা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, মুখে উচ্চরণে হালকা, কিন্তু পাল্লায় (ওজনে) ভারী, তা হলো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবাহানাল্লাহিল আযীমি। (বুখারী: বাবু ক্বাওলিল্লাহি তায়ালা "ওয়া নাদাউল মাওয়াজিনাল ক্বিসতা লি ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি, ৭০০৮, মুসলিম: বাবু ফাদলিত তাহলিলি ওয়াত তাসবিহি ওয়াদ দুয়ায়ি , ৪৮৬০)

৩৩. নিফাক : اَلنِّفَاقُ

আল কুরআন

١ . اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا۔

১. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা দোযখের সবচেয়ে নিচের স্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা নিসা-০৪:১৪৫)

٢ . يَاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔ وَمَاْ وٰهُمْ جَهَنَّمُ۔ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

২. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। দোযখই তাদের শেষ ঠিকানা এবং তা থাকার জন্য বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা। (সূরা তাওবা-০৯:৭৩)

٣ . وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ ۔

৩. মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদের জন্য আল্লাহ দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। ওটাই তাদের জন্য উপযোগী। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত। আর তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে। (সূরা তাওবা -০৯:৬৮)

٤ . اِذَا جَائَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰه وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ ۔

৪. হে নবী! যখন এ মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল।' আল্লাহ জানেন, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল; কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এ মুনাফিকরা চরম মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফিকূন-৬৩:১)

٥. اِنَّ الْـمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَائُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ـ

৫. এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে, অথচ আল্লাহই এদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছেন। এরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন অলসভাবে শুধু লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে কমই স্মরণ করে। (সূরা নিসা- ০৪:১৪২)

٦. وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ ـ

৬. যখন এরা ঈমানদারদের সাথে দেখা করে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের শয়তানদের সাথে আলাদাভাবে মিলিত হয় তখন বলে, আসলে তো আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আমরা ওদের সাথে শুধু ঠাট্টা করছি। (সূরা বাকারা-০২:১৪)

٧. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِى حَدِيْثٍ غَيْرِه اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ـ

৭. আল্লাহ এই কিতাবের মধ্যে (ইতঃপূর্বে) তোমাদেরকে হুকুম করেছেন, যেখানে তোমরা আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরি কথা অথবা ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনতে পাবে, সেখানে তোমরা বসবে না; যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে আলোচনা করে। যদি তোমরা তা কর তাহলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে গেলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সবাইকে দোযখে একত্র করবেন। (সূরা নিসা-০৪: ১৪০)

٨. بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ـ

৮. মুনাফিকদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত রয়েছে। (সূরা নিসা: ০৪:১৩৮)

٩. يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا۔

৯. এরা মানুষের কাছ থেকে (কুকর্ম) গোপন করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ থেকে গোপন করতে পারে না। এরা যখন রাতে আল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে গোপনে শলা-পরামর্শ করে তখন আল্লাহ ওদের সাথেই থাকেন। আল্লাহ তাদের সব আমলকেই ঘিরে রেখেছেন। (সূরা নিসা-০৪ঃ১০৮)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَاحَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ , مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি, ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ৩. আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় বিশ্বাসঘাতকতা করে। (বুখারী; বাবু আলামাতিল মুনাফিকি, ৩২, মুসলিমঃ বাবু বায়ানি খিচালিল মুনাফিকি, ৮৯)

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ و اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِن النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ , مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী কারিম (সা) বলেছেন, চারটি বিষয় যার মধ্যে রয়েছেসে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মাঝে চারটির কোন একটি রয়েছে,তার মাঝে নিফাকির একটি চিহ্ন রয়েছে যতক্ষণ সে তা না ছাড়ে । ১. যখন আমানত রাখা হয় তখন বিশ্বাস ঘাতকতা করে। ২.

যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ৩. যখন চুক্তিবদ্ধ হয় তা লংঘন করে। ৪. আর যখন ঝগড়া করে তখন গালাগালি করে। (বুখারী: বাবু আলামাতিল মুনাফিকি, ৩৩, মুসলিম: বাবু বায়ানি খিছালিল মুনাফিকি, ৮৮)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِى مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ - (تِرْمِذِىْ : بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দুটি গুন কোন মুনাফিকের মধ্যে সম্মিলিত হয় না। ১. সু স্বভাব ২. দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান। (তিরমিযী : বাবু মা জাআ ফী ফাদলিল ফিকহি আলাল ইবাদাতি, ২৬০৮)

٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ خَيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خَيَارُهُمْ فِىْ الاِسْلَامِ اِذَ افَقِهُوْا وَتَجِدُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ فِى هٰذَ النَّانِ اشَدَّ هُمْ لَهَ كَرَا هِيَّةً وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَ جْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ - (بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى، يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা দেখবে মানুষ খনিজ সম্পদের মত। তাদের মধ্যে যারা জাহিলি যুগে উত্তম ছিল ইসলামী সমাজে ও তারাই উত্তম হবে যখন তারা (দীন ইসলামের) পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা প্রশাসনে ঐ লোকদের ভালো পাবে যারা সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করতে খুবই অপছন্দ করে। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ, যে একবার এই দলের নিকট একরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এবং আরেকবার অন্য এক রূপ নিয়ে অন্য দলের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। (বুখারী: বাবু কাওলিল্লাহি তায়ালা ইয়া আইয়ুহান্নাসু ইন্না খালাক্বনাকুম মিন যাকারিন ওয়া উনসা, ৩২৩৪)

٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ

كَاشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ اِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً وَاِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً۔ (مُسْلِمٌ: كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ وَاَحْكَامِهِم)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হলো দু'টি ছাগলের মাঝে একটি বানডাকা বকরির মত, যে একবার এদিকে অন্যবার সেদিকে ছুটাছুটি করে। (মুসলিমঃ কিতাবু ছিফাতিল মুনাফিকীন ওয়া আহ্কামিহিম, ৪৯৯০)

৩৪. তাওবা : اَلتَّوْبَةُ

আল কুরআান

١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا تُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَاالْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর কাছে তাওবা কর– খাঁটি তাওবা। হয়তো আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ বিলোপ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান রয়েছে। ঐ দিন আল্লাহ তাঁর নবী ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে অপমানিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান পাশে দৌড়াতে থাকবে এবং তারা বলতে থাকবে, হে আমাদের রব! আমাদের নূর আমাদের জন্য পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন। (সূরা তাহরীম -৬৬:৮)

٢. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْنِسَآئِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ-وَتُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

২. (হে নবী!) মুমিন মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন চোখ নিচু রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং তাদের সাজ-সজ্জা যেন দেখিয়ে না বেড়ায়, ঐটুকু ছাড়া, যা আপনা-আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তারা যেন তাদের বুকের উপর তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে রাখে। তারা যেন তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে, এসব লোক ব্যতীত- তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে, ঘনিষ্ঠ চেনাজানা মহিলা, নিজেদের দাস, অধীনস্থ এমন পুরুষ, যাদের অন্য কোনো চাহিদা নেই এবং এমন অবোধ বালক, যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে জানে না। তারা যেন তাদের গোপনীয় সাজ-সজ্জা লোকদেরকে জানানোর উদ্দেশ্যে মাটির উপর জোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা কর । আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা নূর-২৪:৩১)

٣. اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

৩. তবে কি তারা আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে মাফ চাইবে না? আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা মায়িদা-০৫:৭৪)

٤. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا۔

৪. জেনে রাখ, আল্লাহর কাছে একমাত্র তাদেরই তাওবা কবুল হতে পারে, যারা না জেনে কোনো খারাপ কাজ করে ফেলে এবং এরপর দেরি না করে তাওবা করে নেয়। এ ধরণের লোকদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ সব খবর রাখেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। (সূরা নিসা-০৪:১৭)

٥. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا

لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا۔

৫. কিন্তু তাদের তাওবা কবুল হতে পারে না, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে এবং যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে হাজির হয় তখন সে বলে, 'এখন আমি তাওবা করলাম।' এমনিভাবে তাদের তাওবাও কবুল হতে পারে না, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফিরই থাকে। এসব লোকের জন্য তো আমি বেদনাদায়ক শাস্তি তৈয়ার করে রেখেছি। (সূরা নিসা- ০৪ঃ১৮)

٦. وَالَّذِيْنَ اِذَافَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوااللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُالذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۔

৬. আর যাদের অবস্থা এমন যে, যদি কখনো কোনো অশ্লীল কাজ তাদের দ্বারা হয়ে যায় অথবা কোনো গুনাহ করে নিজেদের উপর জুলুম করে বসে, তাহলে সাথে সাথেই আল্লাহর কথা তাদের মনে হয় এবং তাঁর কাছে তারা নিজেদের গুনাহ মাফ চায়। কেননা আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে গুনাহ মাফ করতে পারে? এসব লোক যেটুকু (গুনাহের) কাজ করে ফেলেছে তা জেনে-বুঝে আর করতে থাকে না। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১৩৫)

٧. وَالَّذِيْنَ عَمِلُوْا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

৭. যারা বদ আমল করে, তারপর তাওবা করে ও ঈমান আনে-নিশ্চয়ই আপনার রব তাওবা ও ঈমানের পর বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা আ'রাফ-০৭ঃ১৫৩)

٨. وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ۔

৮. তিনিই ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাহদের তাওবা কবুল করেন এবং গুনাহ মাফ করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে তিনি জানেন। (সূরা শুরা :৪২ঃ ২৫)

٩. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

৯. অতঃপর যে জুলুম করার পর তাওবা করে এবং নিজকে সংশোধন করে নেয় নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা মায়িদা:০৫ঃ ৩৯)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ فَاِنِّى أَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ اِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ- (مُسْلِمٌ: بَابُ اسْتِحْبَابِ الْاِسْتِغْفَارِ وَالْاِسْتِكْثَارِ مِنْهُ)

১. হযরত আবু বুরদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) এর সাহাবী আগার (রা) কে বলতে শুনেছি, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এর নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে মানব মণ্ডলী তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর, নিশ্চয়ই আমি প্রতিদিন একশত বার তাওবা করে থাকি। (মুসলিম; বাবু ইস্তিহবাবিল ইস্তেগফার ওয়াল ইস্তেকছারি মিনহু ৪৮৭১)

٢. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ- (تِرْمِذِىْ: بَابُ فِىْ فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (স) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বান্দার তাওবা কুবল করেন। (তিরমিযী: বাবু ফি ফাদলিত তাওবাতি ওয়াল ইস্তেগফারি, ৩৪৬০)

٣. عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ أَضَلَّهٗ فِى أَرْضٍ فَلَاةٍ - (بُخَارِىْ: بَابُ التَّوْبَةِ)

৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাহর তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেল। (বুখারী বাবুত তাওবাতি, ৫৮৩৪)

٤. عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (مُسْلِمٌ: بَابُ قَبُوْلِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوْبِ)

৪. হযরত আবু মূসা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামত পর্যন্ত) আল্লাহ তায়ালা প্রতি রাতে তার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে দিনের গুনাহগার তওবা করে। আর তিনি প্রতিদিন তার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে রাতের গুনাহগার তাওবা করে। (মুসলিম:বাবু কুবুলিত তাওবাতি মিনায যুনূবি, ৪৯৫৪)

٥. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لِاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ يُتَّقٰى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ: مُسْلِمٌ: بَابُ لَوْ اَنَّ لِاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيَيْنِ لَابْتَغٰى ثَالِثًا)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সা) কে বলতে শুনেছি, যদি আদম সন্তানের জন্য সম্পদের দুটি উপত্যকা ও থাকে সে তৃতীয় আরেকটি কামনা করে। আর বনী আদমের মুখ

মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরবে না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। (বুখারী : বাবু মা ইউত্তাক্কা মিন ফিতনাতিল মালি, ৫৯৫৬)
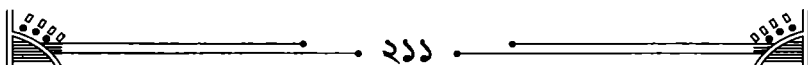
৩৫. গীবত : اَلْغِيْبَةُ

আল কুরআন

١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ- اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا- اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ - وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ-

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বিরত থাক। কারণ, কোনো কোনো অনুমান গুনাহের কাজ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় তালাশ করো না এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কারো গিবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, তার মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ বড়ই তাওবা কবুলকারী ও মেহেরবান। (সূরা হুজুরাত-৪৯:১২)

٢. لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا-

২. আল্লাহ মন্দ কথা মুখে আনা পছন্দ করেন না। অবশ্য কারো উপর জুলুম করা হয়ে থাকলে আলাদা কথা। আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা নিসা-০৪:১৪৮)

٣. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ-

৩. ধ্বংস এমন প্রতিটি লোকের জন্য, যে (সামনা-সামনি) ধিক্কার দেয় ও (পেছনে) নিন্দা করে বেড়ায়। (সূরা হুমাযাহ-১০৪:১)

নিয়ে সাথে সাথে সে আসবে এমনভাবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছে, কাউকে প্রহার করেছে, (সে এসব গুনাহও সাথে করে নিয়ে আসবে), তখন এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম: বাবু তাহরিমিয জুলমি, ৪৬৭৮)

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِا للّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ (بُخَارِي: بَابُ حِفْظِ الِّسَانِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় যেন চুপ থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশিকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। (বুখারী : বাবু হিফজিল লিমানি, ৫৯৯৪)

٤. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ۔ (تِرْمِذِيُ: بَابُ مَاجَاءَ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ)

৪. হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কিসে মুক্তি নিহিত রয়েছে? রাসূল (সা) বলেছেন, তোমার জিহবাকে সংযত রাখ, তোমার ঘরকে প্রশস্ত রাখ, এবং তোমার কৃত অপরাধের জন্য (আল্লাহর দরবারে) কান্নাকাটি কর। (তিরমিযী : বাবু মা জাআ ফী হিফজিল লিসানি, ২৩৩০)

٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَىْ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا

وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسَلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيْرُ اِلَى صَدْرِهِ ثَالَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِىٍ مِنْ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ)

৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, কেউ অপর কারো ক্রয় বিক্রয়ের উপর ক্রয় বিক্রয় করো না। আল্লাহর বান্দাহগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তাকে জুলুম করতে পারেনা, অপমান অপদস্থ করতে পারেনা এবং হীন জ্ঞান ও করতে পারবে না। তাকওয়া এখানে। একথাটা তিনি তিনবার বলেন এবং নিজের বক্ষস্থলের দিকে ইশারা করেন। কোন ব্যক্তির খারাপ প্রমানিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করে, হীন মনে করে। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত (জীবন) ধন সম্পদ ও মান সম্মান অন্য সব মুসলিমের জন্য হারাম। (মুসলিম : বাবু তাহরীমি জুলমিল মুসলিমি ওয়া খাজলিহি ওয়া ইহতি কারিহি ওয়া দামিহি ওয়া ইরদিহি ওয়া মালিহি, ৪৬৫০)

৩৬. হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা: اَلْحَذَرُ فِىْ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ

আল কুরআন

١. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَائَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ۔

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যদি কোনো ফাসিক লোক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে তাহলে এর সত্যতা যাচাই করে নিও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা না জেনে কোন কাওমের ক্ষতি করে ফেল এবং তারপর যা করেছ সে জন্য আফসোস করতে থাক। (সূরা হুজুরাত-৪৯:৬)

٢. وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ۔

২. এই যে তোমাদের মুখ মিথ্যা হুকুম জারি করে যে, এ জিনিস হালাল ও ঐ জিনিস হারাম, এভাবে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করো না। যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা বানিয়ে বলে তারা কখনো সফল হতে পারে না। (সূরা নাহ্ল -১৬:১১৬)

٣. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ۔

৩. তার মুখ থেকে যে শব্দই বের হয় তা (রেকর্ড করার পর) পাহারাদার হাজির রয়েছে। (সূরা ক্বা-ফ্-৫০:১৮)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةَ وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِى

اِسْرَائِيْلَ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেন, তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও তা প্রচার কর। আর বনি ইসরাইল সম্পর্কে আলোচনা কর তাতে কোন দোষ নাই। আর যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তালাশ করে। (বুখারীঃ বাবু মাজুকিরা আন বনি ইসরাঈল, ৩২০২)

٢. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ - (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحَثِّ عَلٰى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষনকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে। (তিরমিযী ; বাবু মা জা-আ ফিল হাস্‌সি আলা তাবলীগিস সিমাই, ২৫৮১)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَا يُلْقِىْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَايُلْقِىْ لَهَا بَالًا يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ - (بُخَارِىْ: بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে কিন্তু এর পরিণামের পরোয়া করে না, তখন এর পরিবর্তে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে কিন্তু এর

পরিণাম সম্পর্কে সে মোটেই চিন্তা করে না, তখন কথা দ্বারা সে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। (বুখারী: বাবু হিফজিল লিসানি, ৫৯৯৭)

٤. عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ - (مُسْلِمٌ: بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيْثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)

৪. হযরত হাফস ইবনে আসেম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়। (মুসলিম : বাবুন নাহি আনিল হাদীসে বিকুল্লি মা সামিআ, ০৬;)

আল কুরআন

١. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ۔

১. তাদেরকে এছাড়া অন্য হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা যেন দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করে এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে– এটাই সঠিক মজবুত দীন। (সূরা বায়্যিনাহ-৯৮:৫)

٢. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ۔

২. যারা আখিরাতের চাষের জমি চায়, আমি তার কৃষিভূমি বাড়িয়ে দিই। আর যারা দুনিয়ার ক্ষেতফসল চায় তাকে দুনিয়া থেকেই কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখিরাতে তার কোনো হিস্যা নেই। (সূরা শুরা-৪২:২০)

٣. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوْرًا ۔

৩. আমরা শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছে কোন বদলা ও চাই না, শুকরিয়াও চাই না। (দাহর -৭৬:০৯)

٤. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَئُوْفٌ بِاْلْعِبَادِ۔

৪. অপরদিকে মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহ বড়ই মেহেরবান। (সূরা বাকারা-০২:২০৭)

٥. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوْمًا مَدْحُوْرًا وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُلٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا ۔

৫. যে শুধু দুনিয়াতে ফায়দা পেতে চায়, আমি তাকে যা দিতে চাই তা তাকে এখানেই দিয়ে দিই। তারপর তার ভাগ্যে দোযখ লিখে দিই, যেখানে সে নিন্দনীয় ও বিতাড়িত অবস্থায় আগুনে প্রবেশ করবে। আর যে আখিরাতের কামনা করে এবং এ জন্য যেমন চেষ্টা করা দরকার তা করে, সে যদি মুমিন হয় তাহলে এমন লোকদের চেষ্টা-সাধনা (আল্লাহর নিকট) কবুল হবে। (সূরা বনি ইসরাঈল ১৭ঃ১৮-১৯)

٦. قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

৬. হে নবী! (মানুষকে সতর্ক করে দিন যে), তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা তোমরা গোপন কর আর প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন। আসমান-জমিনের কোনো জিনিসই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তাঁর ক্ষমতা প্রত্যেক জিনিসকেই ঘিরে আছে। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ২৯)

٧. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ-

৭. (কুরবানির পশুদের) গোশতও আল্লাহর কাছে পৌছে না, তাদের রক্তও পৌছে না; কিন্তু তোমাদের তাকওয়াই শুধু পৌছে। এভাবেই তিনি এসবকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন, যাতে তিনি যে তোমাদের হেদায়াত করেছেন, সে জন্য তোমরা তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করতে পার। (হে নবী!) আপনি নেককার লোকদের সুখবর দিন। (সূরা হাজ্জ-২২ঃ৩৭)

আল হাদীস

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ-

(مُسْلِمٌ: بَابُ تَحْرِيْمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখেন। (মুসলিম; বাবু

তাহরিমি জুলমিল মুসলিমি, ৪৬৫১)

٢. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْاِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ - (بُخَارِىْ:بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ)

২. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপরেই নির্ভর করে। আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিজরত করে দুনিয়ার দিকে তাকে অর্জন করার জন্য অথবা কোন মহিলার দিকে তাকে বিয়ে করার জন্য তাহলে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে। (বুখারী; বাবু কাইফা কানা বাদউল অহি"০১)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِىْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حتّٰى أُلْقِىَ فِى النَّارِوَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَأَ الْقُرْأٰنَ فَأُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِه حَتّٰى أُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَأُتِىَ بِه فَعَرَّفَهٗ نِعمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا

تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالُ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِه فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِه ثُمَّ أُلْقِيَ فِى النَّارِ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যিনি শহীদ হয়েছেন, তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করে তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ঐ সব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি আমার এসব নিয়ামত পেয়ে কী করেছ? সে উত্তরে বলবে আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বীর খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছ এবং সে খ্যাতি তুমি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছ। অতঃপর তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনেহিঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হবে এবং এভাবেই সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। এরপর আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে, দ্বীনের শিক্ষা দিয়েছে এবং আল কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ব্যক্তি এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এসব নিয়ামত পেয়ে তুমি কী করেছ? সে বলবে আমি দ্বীনের ইলম অর্জন করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য আল কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলেছ! তুমি আলেম হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্য জ্ঞান অর্জন করেছ। তুমি ক্বারী হিসেবে খ্যাতি পাওয়ার জন্য আল কুরআন পড়েছ। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছ। তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ স্বচ্ছলতা ও নানা রকম ধন সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব পেয়ে তুমি কী করেছ? সে বলবে আমি আপনার পছন্দনীয় সব

খাতেই আমার সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি দাতারূপে খ্যাত হওয়ার জন্যই দান করেছ। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছ। তারপর ফায়সালা দেয়া হবে, এবং উপুড় করে পা ধরে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম: বাবু মান ক্বাতালা লিররিয়াই ওয়াস সুমআতি ইসতাহাক্কান্নারা, ৩৫২৭)

٤. عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرُّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا)

৪. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট আসল। অতপর সে বলল (হে আল্লাহর রাসূল) কোন ব্যক্তি লড়াই করে গণিমতের জন্য, কেউ লড়াই করে খ্যাতির জন্য, আবার কোন ব্যক্তি লড়াই করে তার অবস্থান দেখানোর জন্য, তাহলে কার লড়াই আল্লাহর পথে গণ্য হবে? রাসূল (সা) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে, সেই শুধু আল্লাহর পথের (সৈনিক) হিসেবে গণ্য হবে। (বুখারী: বাবু মান ক্বাতালা লিতাকূনা কালিমাতুল্লাহি হিয়াল উলইয়া, ২৫৯৯)

৩৮. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা : نِظَامُ الدَّوْلَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ

আল কুরআন

١. اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ۔

১. তারাই ঐ সব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হাজ্জ-২২:৪১)

٢. اِنَّا أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا۔

২. হে রাসূল! আমি এ কিতাব হকসহকারে আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, সে অনুযায়ী জনগণের মধ্যে ফায়সালা করেন। আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষ হয়ে ঝগড়া করবেন না। (সূরা নিসা -০৪:১০৫)

٣. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ۔

৩. তোমাদের মধ্যে ঐ লোকদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীর খলিফা বানাবেন, যেমনভাবে তাদের আগের লোকদের বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের ঐ দীনকে মজবুত বুনিয়াদের উপর কায়েম করে দেবেন, যে দীনকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপদ অবস্থায় বদলে দেবেন। তারা শুধু আমার দাসত্ব করবে,

আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। এরপর যারা কুফরি করবে ঐ লোকেরাই ফাসিক। (সূরা নূর-২৪ঃ৫৫)

٤. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا۔

৪. এবং দু'আ করুন, হে আমার রব! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও, সত্যতার সাথেই নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে বের কর সত্যতার সাথেই বের কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে এমন কোনো শক্তি দান কর, যে আমার সাহায্যকারী হবে। (সূরা -বনিইসরাঈল-১৭ঃ৮০)

٥. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهٖ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ۔

৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রব, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। যিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর দিন রাতের পেছনে দৌড়ে চলে আসে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর হুকুমের অধীন। সাবধান, সৃষ্টিও তাঁর, হুকুমও তাঁরই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড়ই বরকতময়। (সূরা আ'রাফ-০৭ঃ ৫৪)

٦. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ۔

৬. (যদি তারা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরায়) তাহলে কি তারা আবার জাহিলিয়াতের বিচার-ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর উপর ইয়াকিন রাখে, তাদের কাছে আল্লাহ থেকে কে বেশি ভালো ফায়সালাকারী হতে পারে ? (সূরা মায়িদা- ০৫ঃ৫০)

٧. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ

الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

৭. তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ তারা কতক নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে গিয়েছে। আল্লাহ তাদের পক্ষে কোনো সনদ নাজিল করেননি। শাসনক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা আর কারো দাসত্ব করবে না। এটাই সঠিক, মজবুত দীন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না। (সূরা ইউসুফ- ১২:৪০)

٨. يَا دَاوُوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ.

৮. (আমি তাকে বললাম) হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি। কাজেই আপনি জনগণের মধ্যে সত্যসহ শাসন করুন এবং প্রবৃত্তির কথামতো চলবেন না। তাহলে সে আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিপথে চলে যায় তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কারণ তারা হিসাব-নিকাশের দিনটিকে ভুলে গেছে। (সূরা সোয়াদ- ৩৮:২৬)

আল হাদীস

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً - (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهُ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী কারিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার নেতার মাঝে এমন কিছু দেখে যা অপছন্দনীয় সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি রাষ্ট্রিয় শৃঙ্খলা থেকে এক বিঘত পরিমাণ বেরিয়ে গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (বুখারি: বাবু ক্বাওলিন নাবিয়্যি ছাতারাওনা বা'দি উমুরান তুনকিরুনাহু, ৬৫৩০)

٢. عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ اِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِىْ فِيْهِ وَالْجَافِىْ عَنْهُ وَاِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ۔ (اَبُوْ دَاؤُدَ : بَابُ فِى تَنْزِيْلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ)

২. হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের বাহক যদি তাতে অতিরঞ্জিত কিছু না করে তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অন্তভূর্ক্ত। (আবু দাউদ: বাবুন তানজিলিন্নাসি মানাজিলাহুম, ৪২০৩)

٣. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ثَلَاثٌ اَخَافُ عَلَى أُمَّتِىْ اَلْاِسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيْبٌ بِالْقَدَرِ۔ (اَحْمَدُ: حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ)

৩. হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের আশংকা করি ১. তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। ২. শাসকদের পক্ষ থেকে অত্যাচার। ৩. তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। (আহ্‌মদ : হাদীসু জাবের ইবনে সামুরাতা, ১৯৯১৬)

৩৯. ইসলামী অর্থব্যবস্থা : اَلْاِقْتِصَادُ الْاِسْلَامِىْ

আল কুরআন

١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ-وَلَا تَقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ-اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ো না। আপসে রাজি হয়ে লেনদেন করা উচিত। তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ তোমাদের উপর মেহেরবান। (সূরা নিসা- ০৪ঃ২৯)

٢. وَلَا تَاْكُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

২. তোমরা একে অপরের মাল বেআইনিভাবে খেয়ো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের মালের কোনো অংশ অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য বিচারকদের নিকট দাবি পেশ করো না। (সূরা বাকারা- ০২ঃ১৮৮)

٣. وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

৩. এবং তাদের মালের মধ্যে ভিখারি ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল। (সূরা যারিয়াত -৫১ঃ১৯)

٤. اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِه اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ-

৪. যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিজিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, নিশ্চয়ই তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে, যার মধ্যে কখনো লোকসান হবে না। (এ ব্যবসায়ে তাদের সব কিছু লাগিয়ে দেয়ার কারণ এই যে) যাতে আল্লাহ তাদের বদলা পুরোপুরি তাদেরকে দিয়ে দেন এবং তাঁর মেহেরবানি

থেকে আরো বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি গুনাহ মাফ করেন এবং নেক আমলের কদর করেন। (সূরা ফাতির- ৩৫ঃ২৯-৩০)

٥. وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

৫. খিয়ানত করা কোনো নবীর কাজ হতে পারে না। আর যে খিয়ানত করে সে কিয়ামতের দিন তার খিয়ানতসহ হাজির হয়ে যাবে। তারপর প্রত্যেক লোকই তার কামাইয়ের পুরা বদলা পাবে এবং কারো উপর কোনো জুলুম করা হবে না। (সূরা আলে ইমরান-০৩ঃ১৬১)

٦. اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ.ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْآ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا.وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا.فَمَنْ جَآئَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَاسَلَفَ.وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ.هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

৬. যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা ঐ লোকের মতো হয়, যাকে শয়তান ছুঁয়ে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। তাদের এমন অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে ব্যবসাও তো আসলে সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই যার কাছে তার রবের এ উপদেশ পৌঁছে এবং ভবিষ্যতে সুদখোরি থেকে বিরত হয়, সে যেটুকু সুদ আগে খেয়ে ফেলেছে তা তো খেয়েছেই; তার ব্যাপারটা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। আর যারা এ হুকুমের পর আবার তা করবে, তারা দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা- ০২ঃ২৭৫)

٧. وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ۔

৭. আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরির কথা চিন্তা কর। আর দুনিয়া থেকেও নিজের হিস্যার কথা ভুলে যেও না। আল্লাহ তোমার উপর যেমন দয়া করেছেন, তুমিও (মানুষের প্রতি) দয়া কর। পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফ্যাসাদকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা কাসাস-২৮:৭৭)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ۔(بَيْهَقِيْ: شُعَبِ الْاِيْمَانِ, ضَعَّفَهُ الْاَلْبَانِيْ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ফরজ ইবাদাতের পরে হালাল রুজির সন্ধান করাও ফরজ। (বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান ৮৪৮২, আলবানী একে'দয়ীফ' বলেছেন)

٢. عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ قَالَ اِسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلٰى صَدَقَاتِ بَنِيْ سُلَيْمٍ يُدْعٰى اِبْنَ الْلَّتَبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وهٰذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْكَ وَأُمِّكَ حَتّٰى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِيَ اللّٰهُ فَيَأْتِيْ فَيَقُوْلُ هٰذَا مَالُكُمْ وهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِيْ أَفَلَا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّه حَتّٰى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهٗ وَاللّٰهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّه اِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ يَحْمِلُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَلَأَعْـرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِىَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْبَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَـاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتّٰى رُئِىَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصْرَ عَيْنِىْ وَسَمْعَ أُذُنِىْ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ إِحْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدٰى لَهٗ)

২. হযরত আবু হুমাইদি আস সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) একদা বনিসুলাইম গোত্রের ইবনুল লতাবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে জাকাত উত্তোলনের কাজে নিযুক্ত করলেন। অতঃপর যখন (যাকাত) সে হিসেব দিতে আসল সে বলল, এটা তোমাদের সম্পদ আর এটা আমার জন্য হাদিয়া (হিসেব দেয়া হয়েছে।) অতঃপর রাসুল (সা) বললেন, তুমি কি তোমার পিতা মাতার ঘরে বসে থাকতে পারলে না, অতপর দেখতে তোমার জন্য হাদিয়া নিয়ে আসা হয় কি না? যদি তুমি তোমার দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করলেন, আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও তাঁর গুণ কীর্তন করলেন, অতঃপর বললেন, আম্মা বা'দু, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে কোন কাজে নিযুক্ত করি যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। অতঃপর সে (কর্মকর্তা) এসে বলে, এটা তোমাদের সম্পদ আর এটা আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে। তাহলে সে কি তার পিতা মাতার ঘরে বসে থাকতে পারে না, দেখুক কেউ তার জন্য হাদিয়া নিয়ে আসে কি না? আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ যখন অন্যায়ভাবে কোন কিছু গ্রহণ করে, অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে এগুলো (কাঁধে) বহণ করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আমি তোমাদের কাউকে জানি, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে, সে উট বহণ করবে আর তা ছিঁ ছিঁ করবে, অথবা গাভী বহণ করবে যা হাম্বা হাম্বা করবে অথবা বকরি বহণ করবে যা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার করবে। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁর হাত এমনভাবে উত্তোলন করলেন যে তার বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্ব পৌছিয়ে দিয়েছি? (রাসূলা (স) এর এই অবস্থা) আমার চোখ দেখেছে এবং আমার কান শ্রবণ করেছে। (বুখারি; বাবু ইহতিয়ালিল আমেলে লিইউহদা লাহু, ৬৪৬৪)

٣. عَنْ جَـابِـرٍ قَـالَ قَـالَ رَسُـوْلُ الـلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا أَوْلٰى

بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ (صَحِيْحُ اِبْنِ حِبَّانٍ: فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

৩. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুমিনদের জন্য আমার ভালোবাসা তার নিজসত্তার চাইতেও বেশি। যে ব্যক্তি (মৃত্যুবরণের সময়) সম্পদ রেখে গেল, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য। আর যে ব্যক্তি ঋণ বা অসহায় সন্তান রেখে গেল তার দায় দায়িত্ব আমার উপর। কেননা মুমিনদের প্রতি আমার ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি। (সহীহ ইবনু হিব্বানঃ ফাসলুন ফিস সালাতি আলাল জানাযাতি, ৩১২৭)

৪০. ত্যাগ-কুরবানী : اَلتَّضْحِيَةُ وَالْقُرْبَانُ

আল কুরআন

١. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَئُوْفٌ بِالْعِبَادِ ـ

১. (অপর দিকে) মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহ বড়ই মেহেরবান। (সূরা বাকারা- ০২:২০৭)

٢. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ ـ

২. তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা এমনিই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখে নেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কারা আছে, যারা তাঁর পথে জেহাদ করে এবং (তাঁরই খাতিরে) সবর করতে পারে। (সূরা আলে ইমরান-০৩:১৪২)

٣. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ـ

৩. আমি অবশ্যই ভয়, বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি এবং আয় কমিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলব। এসব অবস্থায় যারা সবর করে তাদেরকে সুখবর দাও। (সূরা বাকারা:০২:১৫৫)

٤. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ـ

৪. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি শুধু এটুকু কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষা করা হবে না।

অথচ তাদের আগে যারা ছিল তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে, (ঈমান এনেছি' বলার মধ্যে) কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক। (সূরা আনকাবুত:২৯ঃ২,৩)

٥. اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَّهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ۔

৫. যিনি হায়াত ও মওত সৃষ্টি করেছেন-যাতে তিনি তোমাদেরকে যাচাই করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে বেশী ভালো? তিনি মহা শক্তিশালী ও ক্ষমাশীল। (সূরা মুলক:৬৭ঃ০২)

٦. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُواالْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْامِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُاللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَاللّٰهِ قَرِيْبٌ۔

৬. তোমরা কি এ কথা মনে করেছ যে, এমনিতেই তোমরা বেহেশতে ঢুকে যেতে পারবে? অথচ এখনও তোমাদের উপর ঐসব অবস্থা আসেনি, যা তোমাদের আগে যারা ঈমান এনেছিল তাদের উপর এসেছিল। তাদের উপর দিয়ে কঠিন অবস্থা গেছে, বিপদ- আপদ এসেছে, তাদেরকে কাঁপিয়ে তুলেছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত রাসূল নিজে এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছিলেন তারা চিৎকার করে বলে উঠেছেন যে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তখন তাঁদেরকে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। (সূরা বাকারা-০২ঃ২১৪)

٧. مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ۔

৭. কোনো মুসিবত কখনো আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে জানেন। (সূরা তাগাবুন-৬৪ঃ১১)

٨. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔

৮. তোমরা কি ধারণা করে আছ যে, তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ দেখেই নেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা (আল্লাহর পথে) সংগ্রাম করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া আর কাউকে পরম বন্ধু বানায়নি। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ এর খবর রাখেন। (সূরা তাওবা-০৯:১৬)

٩. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأْوٰى۔

৯. আর যে (আখিরাতে) নিজের রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছিল ও নাফসকে অসৎ কামনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল। জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। (সূরা নাযিয়াত-৭৯:৪০-৪১)

আল হাদীস

١. عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ايْمُ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمَنْ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا۔ (ابو داؤد: باب فى النَّهْيِ عَن السَّعْيِ فِى الْفِتْنَةِ)

১. হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যবান, যাকে পরীক্ষার ফিতনা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যবান, যাকে পরীক্ষার ফিতনা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যবান, যাকে পরীক্ষার ফিতনা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, আর যাকে

পরীক্ষা করা হয়েছে অতপর সে ধৈর্য্য ধারণ করেছে তার জন্য তো রয়েছে অশেষ সু-সংবাদ। (আবু দাউদঃ বাবু ফিন্নাহি আনিস সাইয়ি ফিল ফিতনাতি, ৩৭১৯)

٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ - (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ)

২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে, তার প্রতিদান ও তত বড় হবে। আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি (পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে) খুশী থাকে, আল্লাহ ও তার উপর খুশী হন। আর যে, অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ ও তার উপর অসন্তুষ্ট হয়। (তিরমিযীঃ বাবু মা জা.আ ফিস সাবরি আলাল বালাই, ২৩২০)

٣. عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِه كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ - (تِرْمِذِىّ: بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ)

৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন দ্বীনদারের জন্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মত কঠিন হবে। (তিরমিযীঃ বাবু মা জা.আ আন সাব্বির রিয়াহী, ২১৮৬)

٤. عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُلَنَا أَلَاتَدْعُوْ

اللّٰهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلٰى رَأْسِه فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِه وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ وَمَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِه وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ اَوْ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِه وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ - (بُخَارِىْ: بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِى الْاِسْلَامِ)

৪. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা) এর নিকট (আমাদের উপর নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম এমন অবস্থায় যে, তিনি তখন তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দোয়া করবেন না? তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের কারো জন্য গর্ত খোড়া হতো, অতপর গর্তে নিক্ষেপ করা হতো, অতপর করাত নিয়ে এসে মাথার উপর স্থাপন করা হতো, এবং তাকে দিখন্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এত কিছুর পরও তাকে দ্বীন থেকে সরানো যেত না। কারো শরীর লোহার চিরুনী দিয়ে আচড়িয়ে হাড় থেকে মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হতো কিন্তু এতে ও তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! অবশ্যই এই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করবে এমনকি তখন যে কোন আরোহী সানআ থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ (নিরাপদে) পাড়ি দিবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ও ভয় করবে না। এবং মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া আর কারো (চোর, ডাকাত) ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড়ই তাড়াহুড়া করছো। (বুখারীঃ বাবু আলামাতিন নবুয়্যাতি ফিল ইসলামি, ৩৩৪৩)

৪১. কবিরা গুনাহ : اَلْكَبَائِرُ

আল কুরআন

١. اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا۔

১. যদি তোমরা ঐসব বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি তোমাদের হিসাবে ধরবো না এবং তোমাদেরকে সম্মানের জায়গায় দাখিল করব। (সূরা নিসা-০৪:৩১)

٢. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ -

২. আর যারা কবিরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রয়েছে এবং যারা রাগ হয়ে গেলেও মাফ করে দেয়। (সূরা শূরা-৪২:৩৭)

٣. اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى۔

৩. যারা মামুলি অপরাধ ছাড়া বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে ফিরে থাকে (হে রাসূল ! তাদের জন্য) আপনার রব মাফ করার বেলায় বড়ই উদার। যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে, তখন থেকে তিনি তোমাদেরকে ভালোভাবেই জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের নাফসকে পবিত্র বলে দাবি করো না। সত্যিকার মুত্তাকি কে, তা তিনিই ভালো জানেন। (সূরা নাজ্‌ম- ৫৩:৩২)

٤. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً اِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔

৪. আমলনামা তোমাদের সামনে রেখে দেওয়া হবে। তোমরা তখন দেখতে পাবে, অপরাধীরা তাদের আমলনামায় লেখা সব বিষয় সম্পর্কে ভয় পাচ্ছে এবং বলছে, 'হায়রে আমাদের মন্দ কপাল! এটা কেমন কিতাব যে আমাদের ছোট বড় এমন কোনো কাজ নেই, যা এ কিতাবে লেখা হয়নি।' যা কিছু তারা করেছে সবই তাদের সামনে হাজির পাবে এবং আপনার রব কারো উপর সামান্য জুলুমও করবেন না। (সূরা কাহ্ফ-১৮:৪৯)

٥. وَلَا تَقْتُلُوْآ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا۔

৫. তোমাদের সন্তানদের অভাবের ভয়ে মেরে ফেল না। আমি তাদেরকেও রিজিক দেবো, তোমাদেরকেও দেবো। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মস্ত বড় গুনাহ। (সূরা বনি ইসরাইল-১৭:৩১)

٦. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِه وَهُوَ يَعِظُهٗ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۔

৬. সে কথা স্মরণ কর, যখন লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলল, হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নিশ্চয়ই শিরক খুবই বড় জুলুম (সূরা লুকমান- ৩১:১৩)

٧. وَلَا تَقْرَبُواالزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا۔

৭. জিনার ধারে-কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা বেহায়াপনা ও বড়ই মন্দ পথ। (সূরা বনি ইসরাইল- ১৭:৩২)

٩. وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّه سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا ـ

৮. কোনো হক কায়েমের উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি কিসাস (হত্যার বিনিময়) দাবি করার অধিকার দিয়েছি। কাজেই সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে। তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে। (সূরা বনি ইসরাইল-১৭:৩৩)

আল হাদীস

١. عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ)

১. হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মাতার অবাধ্য হওয়া, হকদারদের হক না দেয়া, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আর অযথা তর্ক-বিতর্ক করা, অধিক (অবান্তর) প্রশ্ন করা এবং সম্পদ নষ্ট করাকে তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় করেছেন। (বুখারিঃ বাবু উক্বুকুল ওয়ালেদাইনে মিনাল কাবায়ের, ৫৫১৮)

٢. عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّىْ أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ ـ

(بُخَارِىْ: بَابُ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ)

২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনিবলেন রাসূল (সা) কবিরা গুনাহ সমূহের উল্লেখ করলেন অথবা তাঁর কাছে তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, প্রাণ হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবনা? কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক কোনটি? তিনি বলেন, মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। বর্ণনাকারী শোবা বলেন, আমার বেশি ধারণা হয়, সম্ভবত মিথ্যা সাক্ষ্যের কথাই বলেছেন। (বুখারি; বাবু উকুকুল ওয়ালেদাইনে মিনাল কাবায়েরে, ৫৫২০)

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِىْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِى كَبِيْرٍ وَاِنَّهُ لَكَبِيْرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْاٰخَرُ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِىْ قَبْرِ هٰذَا وَكِسْرَةً فِى قَبْرِ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا - (بُخَارِىْ: بَابُ النَّمِيْمُ مِنَ الْكَبَائِرِ)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা নবী করীম (সা) মদীনার একটি বাগানে বের হলেন, অতঃপর তিনি দু'জন ব্যক্তিকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এমর্মে আওয়াজ শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তাদের দুঁজনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কোন বড় বিষয়ের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ! বিষয়টা বড়ই। তাদের একজন পেশাব করার সময় পর্দা করত না। অপরজন চোগলখুরি করে বেড়াত। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল ডেকে আনালেন। অতঃপর ডালটিকে দুই ভাগ করলেন, একটি ডালকে একটি কবরে পুঁতে দিলেন এবং অপর ডালটিকে দ্বিতীয় কবরে পুঁতলেন। অতঃপর বললেন, সম্ভবত ডাল দুটি শুকাণোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা করা হতে পারে। (বুখারিঃ বাবুন নামিমাতি মিনাল কাবায়িরে, ৫৫৯৫)

٤ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْروبْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার পিতা মাতাকে গালি দেয়া কবিরা গুনাহর অন্তর্ভূক্ত। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)। কোন ব্যক্তি কি তার পিতা মাতাকে গালি দেয়? রাসূল (সা) বলেছেন, হ্যাঁ, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন ঐ ব্যক্তি ও তার পিতাকে গালি দেয়। সে অরন্যে মাকে গালি দেয় অতঃপরসে ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়। (মুসলিম: বাবু বায়ানিল কাবায়িরি ওয়া আকবারিহা, ১৩০)

٥. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوَمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ رَمْىُ الْمُحْصَنَاتِ) , (مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ الْكبَائِرِ وَاَكْبَرِهَا)

৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা) সেগুলো কী কী? তিনি (সা) বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা ২. জাদু টোনা করা ৩. আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তা হত্যা করা ৪. সুদ খাওয়া ৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ৭. সতী-সাধ্বি, সরল মুমিন নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। (বুখারী: বাবু রামইল

মুহসানাতি, ৬৩৫১; মুসলিমঃ বাবু বায়ানিল কাবায়িরে ওয়া আকবারিহা ১২৯)

٦. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوْلِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَهَا ﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذُّنُوْبِ وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় অপরাধ কোনটি? রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহর জন্য সমকক্ষ তৈরি করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। ঐ লোক বলল, অতঃপর কোনটি? রাসূল (সা) বললেন, তোমার সন্তান তোমার খাবারের অংশীদার হবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা। ঐ লোক বলল, অতঃপর কোনটি? রাসূল (সা) বললেন, তোমার প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এইগুলোর সত্যায়নে আয়াত নাজিল করলেন। (রহমানের প্রকৃত বান্দাহ তারাই) যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ তায়ালা যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা অন্যায়ভাবে বধ করে না, এবং তারা জিনা করে না। আর যে এগুলোতে লিপ্ত হয়, সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে (ফুরকানঃ ৬৮) (মুসলিমঃ বাবু কাওনিশ শিরকি আক্ববাহুযযুনুবি ওয়া বায়ানি আ'যামীহা বা'দাহু, ১২৪)

٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ

وَبَيَانِه)

৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা) বলেছেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার ও রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল (হে আল্লাহর রাসূল (সা)! নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি কামনা করে তার কাপড় সুন্দর হউক, তার জুতা সুন্দর হউক! রাসূল (সা) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। (জেনে রাখ) অহঙ্কার হচ্ছে, সত্যকে গর্ব সহকারে অস্বীকার করা আর মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম : বাবু তাহরীমিল কিবরি ওয়া বায়ানিহি, ১৩১)

আল কুরআন

١. اِنَّ الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا۔

১. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারির জন্য ফিরদাউস নামক বেহেশত রয়েছে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও তারা যেতে চাইবে না। (সূরা কাহফ-১৮:১০৭,১০৮)

٢. وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ۔

২. দৌড়ে চল, যে পথ তোমাদের রবের ক্ষমা ও ঐ বেহেশতের দিকে, যা জমিন ও আসমানের মতো বিশাল এবং যা খোদাভীরু লোকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান- ০৩:১৩৩)

٣. مَثَلُ الْـجَـنَّةِ الَّتِىْ وُعِـدَ الْـمُتَّـقُوْنَ - فِيْهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ - وَأَنْهَـارٌ مِـنْ لَبَـنٍ لَـمْ يَتَـغَيَّـرْ طَـعْـمُهٗ - وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِيْنَ۔ وَأَنْهَـارٌ مِـنْ عَسَـلٍ مُّـصَـفًّى۔ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَائَهُمْ -

৩. মুত্তাকিদের জন্য এমন বেহেশতের ওয়াদা করা হয়েছে, যার মধ্যে বহমান থাকবে পরিষ্কার পানির নহর, এমন দুধের নহর, যার স্বাদ নষ্ট হয় না, এমন শরাবের নহর, যা যারা পান করে তাদের জন্য সুস্বাদু এবং এমন মধুর নহর, যা খাঁটি ও স্বচ্ছ। তাদের জন্য আরো থাকবে সব রকমের ফল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত। (যে এমন বেহেশতের ভাগী হবে সে কি)

তাদের মতো হতে পারে, যারা চিরকাল দোযখে থাকবে এবং যাদেরকে এমন ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত কেটে ফেলবে? (সূরা মুহাম্মদ- ৪৭:১৫)

٤. اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ـ

৪. যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, তারপর এ কথার উপর মজবুত ও অটল হয়ে রয়েছে, নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেশতা নাজিল হয় এবং তাদেরকে বলে, ভয় পেয়ো না, চিন্তা ও করো না। ঐ বেহেশতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে। (সূরা হা-মীম আস সাজদাহ : ৪১:৩০)

٥. لَا يَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-

৫. দোযখবাসী ও বেহেশতবাসী এক সমান হতে পারে না। আসলে বেহেশতবাসীরাই সফলকাম। (সূরা হাশর-৫৯:২০)

٦. وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ- كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَامِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا- وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ-

৬. হে নবী! যারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল করে তাদেরকে সুখবর দিন, তাদের জন্য এমন সব বাগিচা রয়েছে, যার নিচ দিয়ে ঝরনা বইতে থাকবে। ঐ বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতোই মনে হবে। যখন কোনো ফল তাদেরকে খেতে দেয়া হবে তখন তারা বলে উঠবে, এ রকম ফল এর আগে দুনিয়ায় আমাদেরকে দেয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে পবিত্র বিবিগণ থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন বাস করবে। (সূরা বাকারা-০২:২৫)

٧. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

৭. এই মুমিন পুরুষ ও নারীদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে এমন বাগান দান করবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে এবং যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ঐ চিরসবুজ বাগানে তাদের থাকার জন্য পাক-পবিত্র জায়গা থাকবে। আর (সবচেয়ে বড় কথা হলো) তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করবে– এটাই বড় সফলতা। (সূরা তাওবা-০৯ঃ৭২)

٨. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ -

৮. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে বেহেশতের বাগান, যার নিচে ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে– এটা বিরাট সফলতা। (সূরা বুরুজ-৮৫ঃ১১)

٩. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِى جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ -

৯. অবশ্য মুত্তাকি লোকেরা ঐ দিন বাগান ও ঝরনাসমূহের মধ্যে থাকবে। (সূরা যারিয়াত-৫১ঃ১৫)

١٠. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّامَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

১০. অবশেষে প্রত্যেক লোককেই মরতে হবে এবং তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন যার যার পুরস্কার পাবে। সেখানে যারা দোযখের আগুন থেকে বেঁচে যাবে এবং যাদেরকে বেহেশতে দাখিল করা হবে তারাই আসলে কামিয়াব। আর

দুনিয়ার জীবন তো নিছক ছলনাময় জিনিস ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আলে ইমরান- ০৩:১৮৫)

١١. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ. لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. لَّاتَسْمَعُ فِيْهَا لَا غِيَةً. فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ. فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ. وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ. وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ. وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ.

১১. কতক চেহারা সেদিন উজ্জ্বল থাকবে। নিজেদের চেষ্টা- সাধনার (সুফল দেখে) তারা খুশি হবে। তারা উঁচু দরের বেহেশতে থাকবে। সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না। সেখানে বহমান ঝরনা থাকবে। সেখানে উঁচু আসন থাকবে। পানপাত্র সাজানো থাকবে। ঠেস দেয়ার বালিশগুলো সারিবাঁধা থাকবে এবং দামি নরম শয্যা বিছানো থাকবে। (সূরা গাশিয়াহ্-৮৮:৮-১৬)

١٢. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ.

১২. আর যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকেও দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন (দেখা যাবে যে,) বেহেশতের দরজাগুলো আগে থেকেই খুলে রাখা হয়েছে। বেহেশতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা খুব ভালো অবস্থায় ছিলে। বেহেশতে চিরদিনের জন্য এসে যাও। (সূরা যুমার-৩৯:৭৩)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَأُوا اِنْ شِئْتُمْ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ

نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ - (بُخَارِيْ: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাহদের জন্য এমন (জান্নাত) তৈরি করে রেখেছি, যা কোনচোখ কোন দিন দেখেনি, কোন কোন কোন দিন শুনেনি, এবং কোন মানব হৃদয় তা কল্পনাও করতে পারেনি। যদি তোমরা ইচ্ছে কর (এর সমর্থনে) পড়তে পার, "কোন প্রাণ জানে না আমি তাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী যা গোপন করে রেখেছি।" (বুখারী : বাবু মা জা'আ ফি সিফাতিল জান্নাতি, ৩০০৫)

٢. عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفْسَ - (مُسْلِمٌ: بَابُ فِيْ صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا)

২. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছি, জান্নাতের অধিবাসীরা তথায় খাবে, পান করবে অথচ তারা থুথু ফেলতে হবে না, পেশাব পায়খানাও করতে হবে না, নাকের শ্লেষাও ফেলতে হবে না। সাহাবায় কেরাম (রা) বললেন, তাহলে ভবিষ্যৎ খাদ্যের কী হবে? রাসূল (সা) বললেন, ঢেঁকুর ও ঘামের মধ্য দিয়ে বের হবে কিন্তু তাতে থাকবে মিশকের ঘ্রাণ। আর তোমরা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাক, এমন শ্বাস প্রশ্বাসের মত তারা আল্লাহর তাসবিহ ও প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করতে থাকবে। (মুসলিম : বাবু ফি সিফাতিল জান্নাতি ওয়া আহ্লিহা, ৫০৬৬)

٣. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ

أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ- (بُخَارِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ الْجَنَّةِ)

৩. হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখেছি, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর জাহান্নামেও উঁকি মেরে দেখেছি। আর দেখেছি তার অধিকাংশই মহিলা। (বুখারী : বাবু মা জা'আ ফি সিফাতিল জান্নাতি, ৩০০২)

٤. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا- (بُخَارِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى صِفَةِ الْجَنَّةِ)

৪. হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একটি চাবুক রাখার পরিমাণ সম জান্নাতের মর্যাদা গোটা পৃথিবী এবং তার মাঝে যা রয়েছে, তার চাইতেও উত্তম। (বুখারী ঃ বাবু মা জা'আ ফি সিফাতিল জান্নাতি, ৩০১১)

٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا- (بُخَارِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى صِفَةِ الْجَنَّةِ)

৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেন, জান্নাতে এমন একটি গাছ রয়েছে, যার ছায়াতলে কোন আরোহী একশ বছর দৌড়ালেও গাছের ছায়া শেষ হবে না। (বুখারী ঃ বাবু মা জা'আ ফি সিফাতিল জান্নাতি, ৩০১২)

٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنٰى شَبَابُهُ- (مُسْلِمٌ: بَابُ فِى دَوَامِ نَعِيْمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা)

বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে আশাহত হবে না। এবং তার পোশাক কখনো পুরাতন, জীর্ণ হবে না আর যৌবন ও কখনো শেষ হবে না। (মুসলিমঃ বাবুন ফি দাওয়ামি নায়িমি আহলিল জান্নাতি, ৫০৬৮)

٧. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَاَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِىْ مُنَادٍ اِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا أَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا أَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا أَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبْأَسُوْا أَبَدًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ - (مُسْلِمٌ: بَابُ فِى دَوَامِ نَعِيْمِ اهْلِ الْجَنَّةِ)

৭. হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেন, (জান্নাতের মধ্যে) একজন ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবেন, নিশ্চয়ই তোমরা চিরসুস্থ থাকবে আর কখনো অসুস্থ হবে না, তোমরা চিরজীবন লাভ করবে কখনো আর মরবে না, তোমরা চির যৌবনে থাকবে কখনো তোমরা বৃদ্ধ হবে না, তোমরা নেয়ামতে ধন্য হবে, আর কখনো তোমরা আশাহত হবে না। আর তাই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন " আওয়াজ আসবে এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী। এটা হলো তোমাদের কর্মের প্রতিদান।(মুসলিম : বাবুন ফি দাওয়ামি নায়িমি আহলিল জান্নাতি, ৫০৬৯)

٨. عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ نَظَرَ أَلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُوْنَ فِى رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوْا - (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

৮. হযরত জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ

(সা) এর নিকট বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূল (সা) পূর্নিমার চাঁদের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে এমন (স্সুপষ্ট) ভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ এবং তাঁকে দেখতে তোমাদের হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে না। কাজেই যদি তোমরা সূর্য উদিত হওয়ার ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের (ফজর ও আসর) নামাজের উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য না দিতে পার, তাহলে তাই কর। (অর্থাৎ এ নামাজ দুটি যথাসময়ে আদায় কর)। (বুখারী ঃ বাবু ক্বাওলিল্লাহি তায়ালা ওয়া ওজুহুন ইয়াওমায়িজিন নাদেরা, ইলা রাব্বিহা নাজেরা, ৬৮৮২)

৪৩. জাহান্নাম : اَلنَّارُ

আল কুরআন

١. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا

لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَابَرْدًا وَّلَاشَرَابًا اِلَّاحَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا جَزَآءً وِّفَاقًا۔

১. নিশ্চয়ই দোযখ একটা গোপন ফাঁদ। বিদ্রোহীদের আবাস। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে থাকবে। সেখানে তারা গরম পানি ও পুঁজ ছাড়া কোনো রকম ঠাণ্ডা ও পান করার মতো কোনো কিছুর স্বাদই পাবে না। এটা তাদের (কার্যকলাপের) পরিপূর্ণ বদলা। (সূরা নাবা-৭৮:২১-২৬)

٢. اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ۔ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۔ وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظَّالِمِيْنَ ۔

২ নিশ্চয়ই অপরাধীরা তো চিরকাল দোযখের আজাব ভোগ করবে। কখনো তাদের আজাব কমিয়ে দেয়া হবে না। আর তারা সেখানে হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে। আমি তাদের উপর কোনো জুলুম করিনি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল। (সূরা যুখরুফ-৪৩:৭৪-৭৬)

٣. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ۔

৩. আর যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য দোযখের আগুন রয়েছে। তাদের ব্যাপারে এমন ফায়সালাও হবে না যে, তারা মরে যাবে। আর তাদের জন্য দোযখের আজাব কমিয়েও দেওয়া হবে না। যারা কুফরি করে এমন প্রত্যেককেই আমি এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি। (সূরা ফাতির-৩৫:৩৬)

٤. وَجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ۔

৪. কতক চেহারা সেদিন ভয়ে কাতর হবে, কঠোর পরিশ্রমে রত হবে, দারুণ কাহিল হয়ে পড়বে, ভয়ানক আগুনে ঝলসে যেতে থাকবে। ফুটন্ত গরম পানির ঝরণা থেকে তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া

অন্য কোনো খাবার তাদের জন্য থাকবে না। (যে খাবার) তাদের পুষ্ট করবে না, ক্ষুধাও মেটাবে না। (সূরা গাশিয়াহ্‌ -৮৮ঃ২-৭)

٥. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ-

৫. যদি (এখন) তোমরা তা করতে না পার, অবশ্য তোমরা কখনোই তা করতে পারবে না; তাহলে ঐ আগুনকে ভয় কর, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর এবং যা কাফিরদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে। (সূরা বাকারা-০২ঃ২৪)

٦. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

৬. আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা-বাকারা : ০২ঃ৩৯)

٧. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ-

৭. (তখন আমি বলব) আজ তোমাদের কেউ কারো কোনো উপকারও করতে পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না। আর জালিমদেরকে আমি বলব, এখন তোমরা ঐ দোযখের আজাবের মজা ভোগ কর, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছিলে। (সূর সাবা-৩৪ঃ৪২)

٨. وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ -

৮. দোযখের অধিবাসিরা দোযখের দায়িত্বশীল ফেরেশতাদেরকে বলবে, তোমাদের রবের কাছে দু'আ কর, যেন তিনি মাত্র এক দিন আমাদের আজাব কমিয়ে দেন। (সূরা মুমিন: ৪০ঃ৪৯)

٩.وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ

عَذَابٌ مُّهِيْنٌ -

৯. আর যে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি করবে এবং আল্লাহর দেয়া সীমা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে দোযখে ফেলবেন, যেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে। (সূরা নিসা-০৪:১৪)

١٠. يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ -

১০. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! নিজেদেরকে ও আপন পরিবার-পরিজনকে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর। এবং যার উপর এমন সব ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, যারা খুবই কর্কশ ও কঠোর; যারা কখনো আল্লাহর নাফরমানি করে না এবং যে হুকুমই তাদেরকে দেয়া হয় তা তারা পালন করে। (সূরা তাহরিম ৬৬:৬)

١١. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ-

১১. (এ ফায়সালার পর) যারা কুফরি করেছিল তাদেরকে দলে দলে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে তখন দোযখের দরজাগুলো খোলা হবে। দোযখের পাহারাদার তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটি দেখতে হবে? তারা জবাবে বলবে, হ্যাঁ, তারা এসেছিল। কিন্তু আজাবের ফায়সালা কাফিরদের উপর জারি হয়ে গেছে।'(সূরা যুমার-৩৯:৭১)

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا ـ (بُخَارِىْ: بَابُ صِفَةِ النَّارِ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের এই (দুনিয়ার) আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ উত্তাপ মাত্র। বলা হল হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কেন, এই আগুনই কি যথেষ্ট ছিল না? রাসূল (স) বললেন, দুনিয়ার আগুন থেকে জাহান্নামের আগুনকে উনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য। (বুখারী: বাবু সিফাতিন নারি, ৩০২৫)

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ صِفَةِ النَّارِ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলল, হে আমার রব! (আমার উত্তাপ এত বেশি যে,) আমার একাংশ অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে দুটি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিয়েছেন একটি শীতকালে, অপরটি গ্রীষ্মকালে। একারণেই তোমরা গ্রীষ্মকালে গরম ও শীতকালে শীতের তীব্রতা অনুভব করে থাক। (বুখারী: বাবু সিফাতিন নারি, ৩০২০)

٣. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْرُوْنَ مَا هٰذَا قَالَ قُلْنَا

اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ هٰذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهٖ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِى فِى النَّارِ الْآنَ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰ قَعْرِهَا ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ فِى شِدَّة حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ করে এক বিকট শব্দ শোনা গেল। অতঃপর নবী কারিম (সা) বললেন, তোমরা কি জান, এটা কী? আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমরা বললাম আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক ভালো জানেন। রাসূল (সা) বললেন, এটা হলো সে পাথর যা সত্তর বছর যাবৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, এই মাত্র পাথরটি গর্তের সর্বনিম্নে পৌছেছে। (মুসলিম: বাবু ফি শিদ্দাতি হাররি নারি জাহান্নামা ওয়া বু'দি কারিহা, ৫০৭৮)

٤. عَنْ سَمُرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ اِلٰى حُجْزَتِه وَمِنهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ اِلٰى عُنُقِهٖ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ فِىْ شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا)

৪. হযরত সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) কে বলতে শুনেছেন, জাহান্নামের আগুনে জাহান্নামীদের কারো গোড়ালী পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো ঘাড় পর্যন্ত পুড়তে থাকবে। (মুসলিম: বাবুন ফি শিদ্দাতি হাররি নারি জাহান্নামা ওয়া বু'দি কা'রিহা, ৫০৭৯)

٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ فِى شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا)

৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, জাহান্নাম অনবরত বলতেই থাকবে আরো (অপরাধী) আছে কি? এমনকি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালা তার পা দ্বারা তাকে চেপে ধরবেন। অতঃপর

জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট। তোমার ইজ্জতের কসম! একাংশ অপরাংশকে নিবিষ্ট করে দিচ্ছে। (মুসলিম : বাবুন ফি শিদ্দাতি হাররি নারি জাহান্নামা ওয়া বু'দি ক্বারিহা, ৫০৮৪)

٦. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُدْخِلُ اللّٰهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْمُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيْمَا هُوَ فِيْهِ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ فِى شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা জান্নাতিদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর জাহান্নামিদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতপর একজন ঘোষক দাড়িয়ে ঘোষণা দিবেন, হে জান্নাতের অধিবাসিগণ! আর তোমাদের মৃত্যু নেই। ওহে জাহান্নামি! আর তোমাদের মৃত্যু নেই। প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থানে চিরকাল থাকবে। (মুসলিম; বাবুন ফি শিদ্দাতি হাররি নারি জাহান্নামা ওবু'দি ক্বা'রিহা, ৫০৮৮)

٧. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ـ (اَحْمَدُ: مُسْنَدِ أَبِى هُرَيْرَةَ)

৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহান্নামকে লোভনীয় বস্তু দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়েছে, আর জান্নাতকে আবৃত রাখা হয়েছে কষ্টকর কার্যদ্বারা। (আহমদঃ মুসনাদে আবি হুরাইরা, ৭২১৬)

٨. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ ﴿ اِتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِى دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلٰى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهُ ـ

(تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ شَرَابِ أَهْلِ النَّارِ)

৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, "ইত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি....(তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর, আর পূর্ণাঙ্গ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না) অতপর রাসূল (স) বলেন, যদি যাক্কুম বৃক্ষের এক ফোঁটা রস দুনিয়ার জমিনে ঢেলে দেয়া হয়, তাহলে, তা গোটা দুনিয়াবাসীকে ধ্বংস করে দিবে (কারণ তার বিষক্রিয়া, দুর্গন্ধ এত বেশি)। সুতরাং যাক্কুম যার খাদ্য হবে তাদের (জাহান্নামিদের) অবস্থা কেমন হবে? (তিরমিযী: বাবু মা জা'আ ফি সিফাতি সারাবি আহলিন নারি, ২৫১০)

৪৪. সুদ ও ঘুষ : اَلرِّبٰى وَالرِّشْوَةُ

আল কুরআন

١. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ. وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ

১. আল্লাহ্ সুদকে কমিয়ে দেন এবং দান-খয়রাতকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা -০২ঃ২৭৬)

٢. اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْآ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا. فَمَنْ جَآئَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ. وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ. هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

২. কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা ঐ লোকের মতো হয়, যাকে শয়তান ছুঁয়ে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। তাদের এমন অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে ব্যবসাও তো আসলে সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই যার কাছে তার রবের এ উপদেশ পৌঁছে এবং ভবিষ্যতে সুদখোরি থেকে বিরত হয়, সে যেটুকু সুদ আগে খেয়ে ফেলেছে তা তো খেয়েছেই; তার ব্যাপারটা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। আর যারা এ হুকুমের পর আবার তা করবে, তারা দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা-০২ঃ২৭৫)

٣. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ. وَاِنْ تُبْتُمْ

فَلَكُمْ رُئُوسُ اَمْوَالِكُمْ. لاَتَظْلِمُوْنَ وَلاَتُظْلَمُوْنَ-

৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের যে সুদ মানুষের কাছে পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক। যদি তোমরা এরূপ না কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। এখনও যদি তাওবা কর (এবং সুদ ছেড়ে দাও) তাহলে তোমরা তোমাদের আসল পুঁজির হকদার। তোমরাও জুলুম করবে না, তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না। (সূরা বাকারা-০২:২৭৮-২৭৯)

٤. وَلاَ تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

৪. তোমরা একে অপরের মাল বেআইনিভাবে খেয়ো না এবং জেনেশুনে অন্যের মালের কোনো অংশ অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য বিচারকদের নিকট দাবি পেশ করো না। (সূরা বাকারা -০২:১৮৮)

٥. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভ করবে। (সূরা আলে ইমরান-০৩:১৩০)

٦. وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

৬. তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, যাতে মানুষের মালের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা মোটেও বাড়ে না। আর যে যাকাত তোমরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য দিয়ে থাক, এ দাতারাই আসলে তাদের মাল বাড়ায়। (সূরা রূম-৩০:৩৯)

١. عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مُسْلِمٌ: بَابُ لَعْنِ اٰكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِه)

১. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদ চুক্তি লেখক এবং সুদি কারবারের সাক্ষী সবাইকে অভিসম্পাত দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী। (মুসলিম: বাবু লায়ানি আকিলির রিবা ওয়া মুকিলিহি, ২৯৯৫)

٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا اَيْسَرُهَا أَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ - (اِبْنِ مَاجَةُ: بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى الرِّبَا)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, সুদের রয়েছে সত্তর প্রকার গুনাহ। তার মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতম হল আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করা। (ইবনে মাজা: বাবুত তাগলিজি ফির রিবা, ২২৬৫)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَقَالَ مَا ظَهَرَ فِى قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا اِلَّا أَحَلُّوْا أَنْفُسَهُمْ عِقَابَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - (اَحْمَد: مُسْنَدُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদি কারবারের সাক্ষী এবং তার চুক্তি লেখককে অভিসম্পাত দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা) আরো বলেছেন, কোন সম্প্রদায়ে যখন সুদ ও যিনা

প্রকাশ্যে ঘটতে থাকে তখন তারা নিজেদেরকে আল্লাহ তায়ালার আজাবের উপযুক্ত করে নেয়। (আহমদঃ মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ৩৬১৮)

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي - (ابوداؤد: بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষদানকারী উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন। (আবু দাউদঃ বাবু ফি কারাহিয়াতির রিশওয়াতি, ৩১০৯)

٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرهَمٌ رَبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً (اَحْمَد: حديث عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে বুঝে এক দিরহাম সুদ গ্রহণ করল, সে ছত্রিশ বার যিনা করার চাইতেও বড় অপরাধ করল। (আহমদ : হাদীসু আব্দুল্লাহিবনে হানযালা, ২০৯৫১)

৪৫.কৃপণতা :اَلْبُخْلُ

আল কুরআান

١. اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ۔

১. যারা নিজেরা কৃপণতা করে ও মানুষকে কৃপণতা করতে বলে, যারা মুখ ফিরিয়ে রাখে (তারা জেনে রাখুক যে,) নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও স্বপ্রশংসিত। (সূরা হাদীদ-৫৭:২৪)

٢. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ۔ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ۔ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۔

২. যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ দান করেছেন এবং এরপরও তারা কার্পণ্য করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে ভালো। না, এটা তাদের জন্য বড়ই খারাপ। তারা কার্পণ্য করে যা কিছু জমা করেছে তা-ই কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হয়ে যাবে। আসমান ও জমিনের উত্তরাধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। (সূরা আলে ইমারান-০৩:১৮০)

٣. هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِه۔ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا أَمْثَالَكُمْ۔

৩. দেখ, তোমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ কর। তোমাদের মধ্যে কতক লোক কৃপণতা করছে। অথচ যে কৃপণতা করছে সে

আসলে নিজের সাথে নিজেই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত, তোমরাই অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে রাখ তাহলে আল্লাহ তোমাদের বদলে অন্য কাওমকে নিয়ে আসবেন। আর তারা তোমাদের মতো হবে না। (সূরা মুহাম্মদ-৪৭:৩৮)

٤. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى -

৪. আর যে কৃপণতা করেছে ও (আল্লাহর প্রতি) বেপরওয়া ভাব দেখিয়েছে এবং যা ভালো তাকে মিথ্যা গণ্য করেছে। (সূরা লাইল: ৯২:৮৯,)

٥. والَّذِيْنَ تَبَوَّئُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

৫. (ঐ মাল তাদের জন্যও) যারা ঐ মুহাজিরদের আসার আগেই ঈমান এনে মদিনায় বসবাস করছিল। তারা ঐ লোকদেরকে মহব্বত করে, যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। এমনকি তাদেরকে যা কিছু দেয়া হয় সে বিষয়ে তারা নিজেদের অন্তরে কোনো চাহিদা পর্যন্ত অনুভব করে না। তাদের নিজেদের যত অভাবই থাকুক তারা নিজেদের তুলনায় অপরকে প্রাধান্য দেয়। যাদেরকে অন্তরের সঙ্কীর্ণতা থেকে বাঁচানো হয়েছে, আসলে তারাই সফল। (সূরা হাশর: ৫৯:৯)

٦. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ- وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

৬. তাই তোমাদের যতটা সাধ্য আছে আল্লাহকে ভয় করে চল, শোন ও আনুগত্য কর এবং (মাল) খরচ কর। এটা তোমাদের জন্যই ভালো। যারা মনের সঙ্কীর্ণতা থেকে বেঁচে আছে তারাই সফলকাম। (সূরা তাগাবুন ৬৪:১৬)

٧. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْاِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فِاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ

৭. যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে খারাপ ব্যবহার বা অবহেলার আশঙ্কা করে, তাহলে স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের মধ্যে আপস করলে কোনো দোষ নেই । বরং আপস সবসময়ই ভালো। লোভ ও কৃপণতার দিকেই মন ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু যদি তোমরা ইহসান ও তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে তোমরা যা করছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার খবর রাখেন। (সূরা নিসা: ০৪:১২৮)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمَتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِه اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تُعَفِّىَ أَثَرَهُ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ اِلٰى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ اِلٰى تَرَاقِيْهِ فَسَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فَيَجْتَهِدُ أَنْ يَوَسِّعَهَا فَلَا تَتَّسِعُ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَا قِيْلَ فِى دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা) বলেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ হলো এমন দুই ব্যক্তির মত, যাদের দু'জনের গায়ে দুটি লোহার জুব্বা রয়েছে। জুব্বা দুটি এত আঁট সাঁট যে,তা উভয়ের হাত ঘাড়ের দিকে টেনে ধরেছে। (কিন্তু) দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন জুব্বাটি তার শরীরের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি শরীরের নীচে ঝুলতে থাকে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন জামাটির প্রতিটি আংটা পরস্পর আটকে গিয়ে তার শরীরকে চেপে

ধরে এবং তার হাত ঘাড়ের সাথে লেগে যায়। অতপর আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) কে বলতে শুনেছেন, সে হাত দুটিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করে কিন্তু তা প্রসারিত হয় না।(বুখারী : বাবু মা ক্বীলা ফী দিরঈন নাবিয়্যি (সা), ২৭০১)

٢. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِه مِنَ الْبَخِيْلِ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ اِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ اِلَى الْقَدْرِ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা) মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন মানত কোন (বিপদকে) তাড়াতে পারে না। এটা দ্বারা শুধুমাত্র কৃপণদের থেকে কিছু বের করে নেয়া হয়। (বুখারী: বাবু ইলক্বায়িন নাজরিল আবদা ইলাল ক্বাদরি, ৬১১৮)

٣. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخِيْلُ الَّذِى مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ۔ (تِرْمِذِىْ: بَابُ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفِ رَجُلٍ)

৩. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যার সামনে আমার নাম স্মরণ করানো হল অথচ সে আমার উপর দুরুদ পড়েনি সে কৃপণ। (তিরমিযীঃ বাবু ক্বাওলি রাসূলুল্লাহি (সা) রাগিমা আনফু রাজুলিন, ৩৪৬৯)

٤. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ۔ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْبَخِيْلِ)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন, দানশীল, আর পাপী ব্যক্তি প্রতারক ও

নিন্দনীয়। (তিরমিযীঃ বাবু মা'জাআ ফিল বাখীল, ১৮৮৭)

٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ - (بُخَارِىْ: بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আ করতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসলি ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়াল হারামি ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল কবরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত।" (হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও আলস্য থেকে। কাপুরুষতা, কার্পণ্যতা ও বার্ধক্য থেকে। আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। (বুখারীঃ বাবুত তায়াববুজে মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, ৫৮৯০)

٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ - (بُخَارِىْ: بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, (কিয়ামতের আলামত হলো) যুগ নিকটবর্তী হয়ে যাবে, কাজ সংকুচিত হয়ে যাবে, কৃপণতা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বেড়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, 'হারজ' কী? রাসূল (সা) বললেন, হত্যা, হত্যা। (বুখারীঃ বাবু হুসনিল খুলুকি ওয়াস সাখায়ি ওয়া মা ইউকরাহু মিনাল বুখলি, ৫৫৭৭)

٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِى بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا ﴿لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ﴾ - (بُخَارِىْ: بَابُ اِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ)

৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ ধন সম্পদ এমন বিষধর সাপে পরিণত করা হবে যার মাথার উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ, এ সাপ সে ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সম্পদ। অতঃপর রাসূল (সা) তেলাওয়াত করলেন, (লা ইয়াহ সাবান্না আল্লাযীনা "ইয়াবখালুনা" (বুখারীঃ বাবু ইছমি মানয়িয যাকাতি, ১৩১৫)

٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوْا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى أَنْ سَفَكُوْا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - (مُسْلِمٌ: بَابُ تَحْرِيْمُ الظُّلْمِ)

৮. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা জুলুম করা থেকে বিরত থাক। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতার কলুষতা থেকেও দূরে থাক। কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে রক্তপাত ও মারামারি করতে প্ররোচিত করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উসকানি দিয়েছে। (মুসলিমঃ বাবু তাহরিমিয যুলমি, ৪৬৭৫)

৪৬. অপচয় ও অপব্যয়: اَلْاِسْرَافُ وَالتَّبْذِيْرُ

আল কুরআন

١. يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْازِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍوَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا۔ اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۔

১. হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদাতের সময় নিজেদের সাজে সজ্জিত হও। এবং খাও ও পান কর, সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরা'ফ ০৭ঃ৩১)

٢.وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۔

২. আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দাও এবং গরিব ও মুসাফিরদেরকেও তাদের হক দাও। আর অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সূরা বনী ইসরাইলঃ ১৭ঃ২৬,৭২)

٣. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

৩. যারা যখন খরচ করে তখন বেহুদা খরচ করে না এবং কৃপণতাও করে না। বরং তাদের খরচ এ দুটো চূড়ান্ত সীমার মাঝামাঝি থাকে। (সূরা ফুরকান-২৫ঃ ৬৭)

٤. وَهُوَ الَّذِىْٓ أَنْشَأَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ أَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِيْنَ ـ

৪. তিনিই তো আল্লাহ, যিনি নানা রকমের লতা জাতীয় ও কাণ্ড জাতীয় গাছের বাগান এবং খেজুর গাছ ও ক্ষেতের ফসল উৎপন্ন করেছেন, যা থেকে বিভিন্ন প্রকার খাবার জোগাড় হয়। (তিনি) জয়তুন ও বেদানা উৎপন্ন করেছেন, যা (দেখতে) একই রকম, আর (স্বাদ) ভিন্ন ভিন্ন। যখন ফলন হয় তখন সে ফল থেকে তোমরা খাও। আর ফসল যখন তোল তখন আল্লাহর হক আদায় কর। সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা আন'আম-০৬ঃ১৪১)

٥. وَابْتَلُوْا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوْا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَّبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ـ

৫. ইয়াতিমদের বিয়ের বয়স হওয়া পর্যন্ত তাদের দিকে খেয়াল রাখ। তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও তাহলে তাদের মাল তাদেরকে দিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে নিজেদের হক দাবি করবে মনে করে তোমরা কখনো ইনসাফের সীমালঙ্ঘন করে তাদের মাল জলদি করে খেয়ে ফেল না। যে ইয়াতিমের দেখাশোনা করে সে যদি সচ্ছল হয় তাহলে সে যেন নিজেকে ইয়াতিমদের সম্পদ খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর যদি সে গরীব হয় তাহলে সে যেন ন্যায়সঙ্গত নিয়মে খায়। তারপর যখন তোমরা তাদের মাল তাদের হাতে তুলে দাও, তখন অন্য লোককে সাক্ষী বানাবে। হিসাব নেবার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট (সূরা নিসা- ০৪ঃ৬)

আল হাদীস

١. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهٗ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهٖ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ـ

(مُسْلِمٌ : بَابُ كَرَاهِيَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ)

১. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলে কারো ঘরে একটি বিছানা তার জন্যে। অপরটি তার স্ত্রীর জন্যে। তৃতীয় মেহমানের জন্যে আর চতুর্থ টি শয়তানের জন্যে। (মুসলিমঃ বাবু কারাহিয়াতি মা যাদা আলাল হাজাতি মিনাল ফিরাশি ওয়াল লিবাসি, ৩৮৮৬)

٢.عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ ذُوْ مَالٍ كَثِيْرٍ وَذُوْ أَهْلٍ وَ وَلَدٍ فَكَيْفَ يَجِبُ لِيْ أَنْ أَصْنَعَ أَوْ أَنْفِقَ قَالَ أَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وآتِ صِلَةَ الرَّحِمِ وَاَعْرَفْ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَقْلِلْ لِيْ قَالَ فَأْتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَدْ أَدَّيْتُهَا اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِه قَالَ : نَعَمْ اِذَا أَدَّيْتَهَا اِلٰى رَسُوْلِه فَقَدْ أَدَّيْتَهَا مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا وَعَلٰى مَنْ بَدَّلَهَا اِثْمُهَا ـ

(مُسْتَدْرَك لِلْحَاكِمِ: وَمِنْ تَفْسِيْرِ سُوْرَةَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ)

২. হযরত সাঈদ ইবনে হেলাল (রা) আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি অঢেল সম্পদের অধিকারী, পরিবার পরিজন ও সন্তানের অধিকারী। অতঃএব কিভাবে আমার উপর খরচ করা দ্বায়িত্ব হবে? রাসূল (সা) বললেন, ফরজ জাকাত আদায় কর এটা তোমাকে পবিত্র করে দিবে। নিকট আত্মীয়দেকে দাও, প্রার্থীদের প্রত্যেকটি মিসকীন, মুসাফির সকলের হক আদায় কর। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার জন্য কমিয়ে দেন। রাসূল (সা) বললেন, নিকট আত্মীয়দেরকে, মিসকিনদেরকে, এবং মুসাফিরদেরকে তাদের হক দাও। আর অপচয় করো না। লোকটি বলল , হে আল্লাহর রাসূল (সা), যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রেরিত কোন দূতের নিকট যাকাত আদায় করি, তাহলে তাকি

আল্লাহ এবং তার রাসূলের দিকে আদায় হিসেবেই গন্য হবে? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ যখন তুমি রাসূলের দূতের নিকট আদায় করলে, তখন তা তোমার যাকাতই আদায় হয়ে গেল। আর তোমার জন্য থাকবে প্রেরিত যাকাতের পুরষ্কার আর সে যদি পরিবর্তন করে ফেলে, তাহলে অপরাধ তার উপরেই বর্তাবে। (মুস্তাদরাক লিল হাকেমেঃ ওয়া মিন তাফসীরে সুরাতে বানী ইসরাঈল,৩৩৩১)

٣. عَـنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا فِىْ غَيْرِ اِسْرَافٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ۔ (نَسَائِىْ: اَلْاِخْتِيَالُ فِى الصَّدَقَةِ)

৩. হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (রা) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা খাও, দান কর এবং পরিধান করো, অপব্যয় এবং অহংকার ব্যতীত।(নাসাইঃ আল ইখতিয়ালু ফিস সাদাকাতি, ২৫১২)

৪৭. পবিত্রতা : اَلطَّهَارَةُ

আল কুরআন

١. وَيَسْـــأَلُـوْنَكَ عَـنِ الْـمَـحِيْـضِ قُـلْ هُـوَ أَذًى فَـــاعْتَزِلُوْا النِّسَـاءَ فِى الْـمَـحِيْـضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهَرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

১. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে হায়েয সম্বন্ধে কী হুকুম? জবাবে বলুন, এটা এক অপবিত্র অবস্থা। হায়েয অবস্থায় বিবিদের কাছ থেকে আলাদা থাক। পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে যেও না। যখন তারা পাক-সাফ হয়ে যায় তখন আল্লাহ যেভাবে হুকুম দিয়েছেন সেভাবে তাদের কাছে যাও। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা পাপ থেকে ফিরে থাকে ও পবিত্রতার পথে চলে। (সূরা বাকারা- ০২:২২২)

٢. اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ- فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ- لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ-

২. নিশ্চয়ই এটা মহিমান্বিত কুরআন, যা হেফাযতে রাখা একটি কিতাবে লেখা আছে। যারা পাক-সাফ তারা ছাড়া অন্য কেউ এটাকে স্পর্শ করতে পারে না। (সূরা ওয়াকি'আহ্-৫৬:৭৭-৭৯)

٣. يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

৩. হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি! ওঠ এবং সাবধান কর।এবং তোমার রবের বড়ত্ব প্রচার কর।তোমার পোশাক পাক-সাফ রাখ।মলিনতা থেকে দূরে থাক। (সূরা মুদ্দাস্‌সির-৭৪:১-৫)

٤. يَـا أَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا اِذَا قُـمْتُـمْ اِلَـى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُئُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নামাজের জন্য ওঠো তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং গিরা পর্যন্ত পা ধুয়ে ফেল। যদি নাপাক অবস্থায় থাক তাহলে গোসল করে পাক হও। যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ পেসাব-পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর আর এ অবস্থায় যদি পানি না পাও তাহলে পাক-সাফ মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর, (অর্থাৎ) মাটি হাতে মেখে মুখ ও হাত মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের জীবনে কঠোরতা চাপাতে চান না। তিনি তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে চান। আর তিনি তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (সূরা মায়িদা- ০৫:৬)

٥. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۔

৫. (হে রাসূল!) আপনি তাদের মাল থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে পবিত্র করুন, তাদেরকে (নেক পথে) এগিয়ে দিন এবং তাদের জন্য রহমতের দু'আ করুন। কেননা আপনার দু'আ তাদের জন্য সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা তাওবা- ০৯:১০৩)

٦. اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ

وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ـ

৬. আর (ঐ সময়ের কথাও মনে করে দেখ) যখন আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্যে ঘুম ঘুম অবস্থা সৃষ্টি করে তোমাদের (দিলে) নিশ্চিন্ত ভাব কায়েম করেছিলেন এবং আসমান থেকে তোমাদের উপর পানি নাজিল করেছিলেন, যাতে তোমাদেরকে পবিত্র করা যায়, তোমাদের উপর থেকে শয়তানের দেয়া নাপাকি দূর করা হয়, তোমাদের মনে হিম্মত পয়দা হয় এবং এসবের সাহায্যে তোমাদের কদমকে মজবুত করা যায়। (সূরা আনফাল-০৮:১১)

٧. وَهُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِه وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا۔

৭. তিনিই সে সত্তা, যিনি তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ হিসেবে পাঠান। তারপর আমি আসমান থেকে পবিত্র পানি নাযিল করি। (সূরা ফুরকান-২৫:৪৮)

٨. لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ۔

৮. (হে রাসূল!) আপনি কোনো সময় সেখানে দাঁড়াবেন না। যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়েছে, বেশি হক রয়েছে যে, আপনি সেখানে দাঁড়াবেন। সেখানে এমন সব মানুষ রয়েছে, যারা পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকেই ভালোবাসেন। (সূরা তাওবা-০৯:১০৮)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ ـ (مُسْلِمْ:

بَابُ وُجُوْبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, পবিত্রতা ছাড়া সালাত গ্রহণযোগ্য হয় না আর অন্যায় সম্পদ থেকে দান সদকা গ্রহণযোগ্য হয় না। (মুসলিম: বাবু উযুবিত তাহারাতি লিস্সালাতি, ৩২৯)

٢. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ ـ (اَحْمَدُ: مُسْنَدُ أَبِى هُرَيْرَةَ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন, অধিকাংশ কবরের আজাবই হবে পেশাব সম্পর্কে (অর্থাৎ ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে)। (আহমদ : মুসনাদে আবু হুরাইরা, ৭৯৮১)

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ اَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ غَسْلِ الْبَوْلِ)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা নবী করীম (সা) দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর তিনি দুজন ব্যক্তিকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এমর্মে আওয়াজ শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তাদের দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কোন বড় বিষয়ের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ! বিষয়টা বড়ই। তাদের একজন পেশাব করার সময় পর্দা করত না। অপরজন চোগলখুরি করে বেড়াত। অতঃপর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডাল ডেকে আনালেন। অতঃপর ডালটিকে দুই ভাগ

করলেন, একটি ডালকে একটি কবরে পুঁতে দিলেন এবং অপর ডালটিকে দ্বিতীয় কবরে পুঁতলেন। সাহাবীগণ বললেন হে, আল্লার রাসুল (সা)! এমনটি কেন করলেন? তিনি বললেন, সম্ভবত ডাল দুটি শুকানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা করা হতে পারে। (বুখারী: বাবু মা জা'আ ফী গাসলিল বাওলি, ২১১)।

٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى أَعْرَابِيًّا يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوْهُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ - (بُخَارِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ)

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা) এক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করতে দেখলেন। অতঃপর বললেন, তাকে ছেড়ে দাও (বাধা দিও না)। এমনকি সে পেশাব শেষ করল, তখন রাসূল (সা) পানি ডেকে আনালেন এবং পেশাবের উপর পানি ঢেলে দিলেন। (বুখারী : বাবু মা জা'আ ফি গাছলিল বাওলি, ২১২)

٥. عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِه فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ - (بُخَارِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ غَسْلِ الْبَوْلِ)

৫. উম্মে কাইস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার শিশুপুত্রসহ যে তখনও ভাত খাওয়া ধরেনি, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নিজের কোলে বসালেন। সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল, তিনি পানি আনিয়ে কাপড়ে ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু তা ধুইলেন না।(বুখারী: বাবু মা জা-আ ফি গাছলিল বাওলি, ২১৬)

٦. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِه فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَاِنَّهُ لَا

يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ (اَحْمَدُ: مُسْنَدُ أَبِى هُرَيْرَةَ)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, সে যেন তার হাতকে তিনবার ধৌত করা ব্যতীত পাত্রে প্রবেশ না করায়। কেননা সে জানে না, তার হাত কোথায় রাত অতিবাহিত করেছে। (আহমদ : মুসনাদে আবি হুরাইরা, ৯৭১০)

٧. عَنْ أَبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْا فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ فَضْلِ الْوَضُوْءِ)

৭. হযরত আবু মালেক আল আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আল হামদুলিল্লাহ" বাক্যটি মীযান (দাঁড়িপাল্লা) ভরে দেয় এবং সুবাহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ" এই বাক্যদ্বয় ভরে দেয় বা এদের প্রতিটি ভরে দেয় আসমান ও পৃথিবীর মাঝখানের সবটুকু। আর সালাত হলো আলোকবর্তিকা, সদকা হলো বুরহান (দলিল), আর ধৈর্য হলো উজ্জ্বলতা। আর কোরআন হলো প্রমাণ গ্রন্থ, হয় তোমার পক্ষে নয়তো বিপক্ষে। প্রত্যেক মানুষ এমনভাবে সকালে উপনীত হয় যে, সে তার নিজেকে বিক্রি করে দেয়, অতঃপর এটি হয় তাকে রক্ষা করে অথবা ধ্বংস করে দেয়। (মুসলিম ; বাবু ফাদলিল উদূই, ৩২৮)

৪৮. তায়াম্মুম: اَلتَّيَمُّمُ

আল কুরআন

١. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا۔

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নেশায় মাতাল থাক তখন নামাজের কাছেও যেও না। নামাজ তখন পড়া উচিত, যখন তোমরা কী বলছ তা তোমরা জানো। তেমনিভাবে গোসল না করে নাপাক অবস্থায়ও তোমরা নামাজের কাছে যেও না, অবশ্য সফরের কথা আলাদা। আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ পেশাব-পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস করে থাক, তারপর যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দিয়ে অজুর কাজ সেরে নাও এবং তা দিয়ে তোমাদের চেহারা ও হাত মুছে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সহজ ব্যবস্থা করেন ও তিনি ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা ০৪:৪৩)

٢. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُئُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَوْ عَلٰى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নামাজের জন্য ওঠো তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নাও, তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং গিরা পর্যন্ত পা ধুয়ে ফেল। যদি নাপাক অবস্থায় থাক তাহলে গোসল করে পাক হও। যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ পেশাব-পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর আর এ অবস্থায় যদি পানি না পাও তাহলে পাক-সাফ মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর, (অর্থাৎ) মাটি হাতে মেখে মুখ ও হাত মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের জীবনে কঠোরতা চাপাতে চান না। তিনি তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে চান। আর তিনি তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (সূরা মায়িদা-০৫ঃ৬)

আল হাদীস

١. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَ جُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ, وَجُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ- (صَحِيْحُ اِبْنِ خُزَيْمَةَ: جِمَاعُ أَبْوَابِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْاِعْوَازِ مِنَ الْمَاءِ فِى السَّفْرِ)

১. হযরত হুজাফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিনটি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির উপরে আমাদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ১. সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদতুল্য করা হয়েছে। ২। যখন পানি না পাওয়া যাবে তখন মাটিই আমাদের জন্য পবিত্রতাকারী হবে ৩. আর (নামাজ) আমাদের সারিকে ফেরশতাগণের সারির ন্যায় করা হয়েছে। (সহীহ ইবনু খুযাইমা:২৬৭)

٢ . عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ ـ (اَحْمَدُ: حَدِيثُ اَبِى ذَرِّ الْغِفَارِى)

২. হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম। যদি দশ বছর ও পানি না পাওয়া যায় (তবুও তা প্রযোজ্য)। আর যখন পানি পাওয়া যাবে তখন যেন ব্যক্তি স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেয়। কেননা সেটাই কল্যাণকর। (আহমদ: হাদীসে আবি যাররিল গিফারী, ২০৫৮৭)

٣ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِىْ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِى رَأْسِه ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُوْنَ لِى رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذٰلِكَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَا سَأَلُوْا اِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعَىِّ السُّؤَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ اَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوْسٰى عَلٰى جُرْحِه خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه ـ (اَبُوْ دَاؤُدَ: بَابٌ فِى الْمَجْرُوْحِ يَتَيَمَّمُ)

৩. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা এক সফরে বের হলাম। অতপর আমাদের এক ব্যক্তি পাথর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হল এবং এতে সে প্রচন্ড মাথা ব্যাথা পেল। অতপর তার স্বপ্নদোষ হলে সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, আমার জন্য তায়াম্মুম করার কোন অবকাশ আছে কি? তারা বলল, আমরা তোমার জন্য কোন অবকাশ দেখছি না, কেননা তুমি

পানি ব্যবহারে সক্ষম। অতপর সে গোসল করল ফলে মৃত্যুবরণ করল। তারপর আমরা যখন নবী (সা) এর নিকট আসলাম ,তাঁকে এ সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! যেহেতু তারা জানে না কেন তারা জিজ্ঞাসা করল না? কেননা প্রশ্নই হলো অক্ষমতার আরোগ্য। আর তার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, তায়াম্মুম করা এবং এক টুকরা কাপড় চিবিয়ে ক্ষত স্থান মুছে দিবে এবং সারা শরীর ভিজিয়ে দিবে। (আবু দাউদঃ বাবুন ফিল মাজরুহি ইয়াতাইয়াম্মামু , ২৮৪)

٤. عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِىْ لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِىْ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ - (اَبُوْدَاؤُد: بَابُ فِى الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّ فِى الْوَقْتِ)

৪. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি এক সফরে বের হল। অতঃপর নামাজের সময় উপস্থিত হল, অথচ তাদের সাথে পানি ছিল না, ফলে তারা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করল আর নামাজ আদায় করল। অতঃপর তারা নামাজের সময় বাকি থাকতেই পানি পেয়ে গেল। তাদের দু'জনের একজন পুনরায় অজু করে সালাত আদায় করল। অপর জন পুনর্বার (সালাত, অজু) কোনটাই করেনি। দু'জনেই রাসূল (সা) এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করল, অতঃপর যে লোকটি দ্বিতীয়বার নামাজ আদায় করেনি, রাসূল (সা) তাকে বললেন, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছ। এবং তোমার নামাজ যথেষ্ট হয়েছে। আর যে লোক পুনরায় অজু করে নামাজ আদায় করল, রাসূল (সা) তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে। (আবু দাউদঃ বাবুন ফিল মুতাইয়াম্মিমি ইয়াজিদুল মা'আ

বা'দা মা ইউ সাললি ফিল ওয়াকতি২৮৬)

٥. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ الٰى الْمِرْفَقَيْنِ ـ (اَلْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ: وَامَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তায়াম্মুমের জন্য রয়েছে (মাটিতে) দুটি আঘাত। একটি মুখমণ্ডলের জন্য অপরটি কনুই পর্যন্ত দুই হাতের জন্য। (আল মুস্তাদরাক লিল হাকেমে : ওয়া আম্মা হাদীসু আয়িশা, ৫৯৩)

৪৯. পিতা-মাতার অধিকার: حَقُّ الْوَالِدَيْنِ

আল কুরআন

١. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا۔

১. তোমরা সবাই আল্লাহর গোলামি কর; তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না; পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে নেক আচরণ কর এবং আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী মুসাফির ও তোমাদের অধীনে যেসব দাস-দাসী রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও। নিশ্চয়ই জেনে রাখ যে, আল্লাহ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে বড় হওয়ার গৌরব করে ও অহঙ্কার করে। (সূরা নিসা- ০৪:৩৬)

٢. وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْآ اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا۔ اِمَّايَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَاَحَدُهُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَاوَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا۔

২. (হে নবী!) আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কোনো একজন বা দু'জনই যদি তোমাদের কাছে বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে তোমরা তাদেরকে উহ্-ও বলবে না, তাদেরকে ধমক দেবে না এবং তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলবে। নরম হয়ে এবং রহমের সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এই বলে দু'আ করতে থাকবে, হে

আমার রব! তুমি তাঁদের দুজনের উপর তেমনি রহম কর, যেমন তাঁরা আমাকে ছোট বয়সে আদরযত্ন করে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনি ইসরাইল : ১৭:২৪)

٣. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ـ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ

৩. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নেবার জন্য তাগিদ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে নিজের পেটে রেখেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দুবছর লেগেছে। (তাই আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতিও শোকর কর। আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লুকমান-৩১:১৪)

٤. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ـ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًاوَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ـ حَتّٰى اِذَابَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ـ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ـ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৪. আমি মানুষকে পিতামাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে তাকে পেটে রেখেছে, কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং তাকে পেটে বহন করতে ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লেগেছে, তারপর যখন সে পূর্ণ যৌবন লাভ করল এবং চল্লিশ বছরে পড়ল তখন সে বলল, হে আমার রব! আমাকে তাওফিক দিন, যেন আমি ঐসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দিয়েছেন এবং যেন আমি এমন নেক আমল করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার সন্তানদেরকেও নেককার বানিয়ে আমাকে সুখী করুন। আমি আপনার নিকট তাওবা করছি এবং আপনার অনুগত বান্দাদের মধ্যে শামিল আছি। (সূরা আহ্কাফ- ৪৬:১৫)

٥. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ـ وَاِنْ جٰهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ـ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

৫. আমি মানুষকে তার পিতামাতর সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য হেদায়াত দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা আমার সাথে (এমন কোনো মা'বুদকে) শরিক করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যাকে তুমি (আমার শরিক হিসেবে) জানো না, তাহলে তাদের দু'জনের এ কথা মেনে চলবে না। তোমাদের সবাই আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব যে, তোমরা কেমন আমল করেছিলে। (সুরা আনকাবূত-২৯ঃ৮)

٦. رَبِّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ـ

৬. হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মুমিন হিসেবে আমার ঘরে দাখিল হয়েছে তাদেরকে এবং সকল মুমিন পুরুষ ও নারীকে মাফ করুন। আর জালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই তাদেরকে বাড়তে দেবেন না। (সূরা নূহ-৭১ঃ২৮)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তার নাক ধুলায় মলিন হোক, তার নাক ধুলায় মলিন হোক, তার নাক ধুলায় মলিন হোক! সাহাবায়ে কেরামগণ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কে সে হতভাগা? রাসূল (সা) বললেন, সে হলো ঐ ব্যক্তি যে

তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিমঃবাবু রাগিমা আনফু মান আদরাকা আবাওয়াইহি, ৪৬২৮)

٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ) (مُسْلِمٌ: بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِه)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? রাসূল (সা) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, অতঃপর কে? রাসূল (সা) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, অতঃপর কে? রাসূল (সা) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, তারপর কে? রাসূল (সা) বললেন, অতঃপর তোমার পিতা। (বুখারীঃ বাবু মান আহাক্কুনাসি বিহুসনিস সুহবাতি, ৫৫১৪, মুসলিমঃ বাবু বিররিল ওয়ালিদাইনে ওয়া আন্নাহুমা আহাক্কু বিহি, ৪৬২১)

٣. عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ)

৩. হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত কবর দেয়া, কারো প্রাপ্য না দেয়া হারাম করেছেন। আর অর্থহীন কথা বলা, খুব বেশি প্রশ্ন

করা এবং সম্পদ ধ্বংস করা তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন। (বুখারীঃ বাবু মাইউনহা আন ইদাআতিল মালে৫৫১৮)

٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ - (بُخَارِىْ: بَابُ لَا يُجَاهِدُ اِلَّا بِاِذْنِ الْاَبَوَيْنِ)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলল, আমি কি জিহাদ করবো? তিনি বললেন, তোমার পিতা মাতা আছে কি? লোকটি জবাব দিল, হ্যাঁ আছে। রাসূল (সা) বললেন, তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে জিহাদ কর। (বুখারীঃ বাবু লা ইউজাহিদু ইল্লা বিইজনিল ওয়ালেদাইনে, ৫৫১৫)

٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ - (بُخَارِىْ: بَابُ لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কোন লোক তার পিতা মাতাকে লা'নত করা। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কিভাবে একজন ব্যক্তি তার পিতামাতাকে লা'নত করতে পারে? রাসূল (সা) বললেন, একজন অন্যের পিতাকে গালি দেয়। তখন সেও ঐ লোকের পিতা মাতাকে গালি দেয়। (বুখারীঃ বাবু লা ইয়াসুব্বুর রাজুলু ওয়লিদাইহি, ৫৫১৬)

٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اَنَّ سَعَدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِى اسْتَفْتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَذْرٍ كَانَ عَلٰى أُمِّهِ فَتُوَفِّيَتْ

قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ نَافْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ)

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, সাআদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম (সা) এর নিকট তার মায়ের মান্নত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন, যে মান্নত পূর্ণকরার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নবী কারীম (সা) ফতোয়া দিলেন, তার পক্ষ থেকে মান্নত পুরা করে দাও। এরপর থেকে তা সুন্নাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। (বুখারী: বাবু মান মাতা ওয়া আলাইহি নাযরুন, ৬২০৪)

٧. عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ـ (اِبْنِ مَاجَةَ: بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ)

৭. হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল (সা) ! সন্তানের উপর পিতার মাতার প্রাপ্য কী? তিনি বললেন, তারা তোমার বেহেশত ও দোজখ। (ইবনে মাজাহ: বাবু বিররিল ওয়ালেদাইনে, ৩৬৫২)

৫০. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার : حَقُّ الْاَقْرَبِيْنَ

আল কুরআন

١. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَائَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ

১. হে মানবজাতি! তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এ দুজন থেকে বহু পুরুষ ও নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঐ আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপর থেকে নিজেদের হক দাবি করে থাক। নিশ্চিত জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা- ০৪:১)

٢. وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

২. আপনার নিকটাত্মীয়দের আল্লাহর ব্যাপারে ভয় দেখান। মুমিনদের মধ্যে যারা আপনার আনুগত্য করে, তাদের সাথে নরম ব্যবহার করুন। (সূরা শু'আরা- ২৬:২১৪, ২১৫)

٣. فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

৩. অতএব (হে মুমিনগণ!) আত্মীয়দেরকে তাদের হক দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও (তাদের হক) দাও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাদের জন্য এ নিয়ম খুবই ভালো। তারাই ঐসব লোক, যারা সফল। (সূরা রূম-৩০:৩৮)

٤. كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
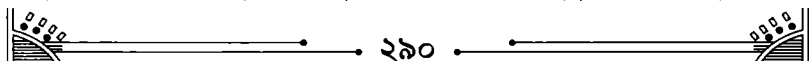
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ۔

৪. তোমাদের উপর ফরয করা হলো, যখন তোমাদের মধ্যে কারো মওতের সময় হয় এবং যদি সে কোনো সম্পত্তি রেখে যায়, তাহলে তার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সাধারণ নিয়মে যেন 'অসিয়ত' করে। এটা মুত্তাকি লোকদের উপর একটা দায়িত্ব। (সূরা বাকারা : ০২:১৮০)

٥. وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۔

৫. আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দাও এবং গরিব ও মুসাফিরদেরকেও তাদের হক দাও। আর অপব্যয় করো না। (সূরা বনি ইসরাইল- ১৭:২৬)

٦. اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهٗ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اِلَّا أَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوْفًا كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا ۔

৬ অবশ্যই নবী ঈমানদারদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি অগ্রগণ্য। আর নবীর স্ত্রীগণ তাদের মা। কিন্তু আল্লাহর কিতাব মতে সাধারণ মুমিন ও মুহাজিরগণের তুলনায় আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের বেশি হকদার। তবে যদি তোমরা বন্ধু-বান্ধবের সাথে কোনো ভালো ব্যবহার (করতে চাও) তাহলে তা করতে পার। এ হুকুম আল্লাহর কিতাবে লেখা আছে। (সূরা আহ্যাব- ৩৩:৬)

আল হাদীস

١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلرَّحِمُ شَجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهٗ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهٗ ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللّٰهُ)

১. হযরত আয়েশা (রা) নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আর রাহেম" শব্দটি (আর রহমান থেকে) উৎপন্ন। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক অটুট রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখি। আর যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন

করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারীঃ বাবু মান ওয়াসালা ওয়াসালাহুল্লাহু, ৫৫৩০)

২. عَنْ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ اثْمِ الْقَاطِعِ) (مُسْلِمْ: بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمِ قَطِيْعَتِهَا)

২. হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম (সা) কে বলতে শুনেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারীঃ বাবু ইছমিল কাতিয়ি, ৫৫২৫ মুসলিমঃ বাবু সিলাতির রাহিমি ওয়া তাহরিমি কতিয়াতিহা, ৪৬৩৬)

৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِه وَيُنْسَأَ لَهُ فِىْ أَثَرِه فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنْ بُسِطُ لَهُ فِىْ الرِّزْقِ بِصَلَةِ الرَّحِمِ)

৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (বুখারী বাবু মান বুসিতা লাহু ফির রিজকি বিসিলাতির রাহিমি, ৫৫২৭)

৪. عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِه الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ ـ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ صِفَةِ أَوَانِى الْحَوْضِ)

৪. হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এমন অপরাধ যেই অপরাধীকে আল্লাহ পাক আখেরাতে উহার শাস্তি জমা রাখা সত্ত্বেও দুনিয়াতে তাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দিয়ে থাকেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ব্যতীত অন্য কোন অপরাধ সেই শাস্তির অধিক উপযুক্ত নহে। (তিরমিযীঃ বাবু মা জা-আ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাওদি,

২৪৩৫)

٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ - (مُسْلِمٌ: بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمِ قَطِيْعَتِهَا)

৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন "রাহিম" আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে, সে বলে, যে আমাকে মিলিয়ে রাখবে আল্লাহ তাকে মিলিয়ে রাখুন এবং যে আমাকে কেটে দেবে আল্লাহ তাকে কেটে দিন। (মুসলিম: বাবু সিলাতির রাহিমি ওয়া তাহরিমি কাতিয়াতিহা, ৪৬৩৫)

٦. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِى قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِى وَأُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ - (مُسْلِمٌ: بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمِ قَطِيْعَتِهَا)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি, অথচ তারা আমার সেই বন্ধন কেটে দেয়। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের প্রতি সহিষ্ণু, তারা আমার প্রতি মূর্খের মত আচরণ করে। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, তুমি যা বলেছ, যদি ঘটনা তা-ই হয়, তাহলে মনে হয় যেন তুমি তাদের প্রতি গরম ছাই নিক্ষেপ করলে। অর্থাৎ তোমার ধৈর্য্যের অনল তাদেরকে শেষ করে দেবে। আর যতক্ষণ তুমি এই অবস্থার উপর অটল থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের মোকাবেলায় তোমার জন্য একজন সাহায্যকারী বরাদ্দ থাকবে। (মুসলিম: বাবু সিলাতির রাহিমি ওয়া তাহরীমি ক্বাতিয়াতিহা, ৪৬৪০)

৫১. প্রতিবেশীর অধিকার: حَقُّ الْجَارِ

আল কুরআন

١. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا۔

১. তোমরা সবাই আল্লাহর গোলামি কর; তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না; পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের সাথে নেক আচরণ কর এবং আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী মুসাফির ও তোমাদের অধীনে যেসব দাস-দাসী রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও। নিশ্চয়ই জেনে রাখ যে, আল্লাহ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে বড় হওয়ার গৌরব করে ও অহঙ্কার করে। (সূরা নিসা- ০৪:৩৬)

আল হাদীস

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهٗ سَيُوَرِّثُهٗ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ) مُسْلِمٌ: بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْاِحْسَانِ اِلَيْهِ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জিবরাইল (আ) নিয়মিতই আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম, হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী: বাবুল ওসাতি বিল জারি ৫৫৫৬ মুসলিম: বাবুল ওয়াসিয়্যাতি বিল জারি ওয়াল ইহসানি ইলাইহি, ৪৭৫৭)

٢. عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِى لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ - (بُخَارِىْ: بَابُ اِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)

২. হযরত আবু শুরাইহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা) বলেছেন, আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো? হে আল্লাহর রাসূল (সা)! কে সে? রাসূল (সা) বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (বুখারীঃ বাবু ইছমি মান লা ইয়ামানু জারুহু বাওয়ায়িকাহু, ৫৫৫৭)

٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِه - (بَيْهَقِىْ: شُعَبُ الْاِيْمَانِ)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট ভরে তৃপ্তি সহকারে খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অভুক্ত। (বায়হাকিঃ শুয়াবুল ঈমানি, ৯২১৪)

٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِى جَارَيْنِ فَالٰى أَيِّهِمَا أُهْدِى قَالَ اِلٰى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا - (بُخَارِىْ: بَابُ اَىُّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ)

৪. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, তাহলে আমি কাকে হাদিয়া দেব? রাসূল (সা) বলেছেন, দরজার দিক থেকে যে তোমার বেশি নিকটবর্তী। (বুখারীঃ বাবু আইয়ুল জিওয়ারি আকুরাবু, ২০৯৯)

٥. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَائَهَا وَتَهَاهَدْ جِيْرَانَكَ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْاِحْسَانِ اِلَيْهِ)

৫. হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আবু যর! যখন তুমি তরকারী পাকাবে, তখন ঝোল হিসেবে পানি একটু বেশী দিবে, যাতে তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নিতে পার। (মুসলিম: বাবুল অসিয়্যাতি বিল জারি ওয়াল ইহসানি ইলাহি, ৪৭৫৮)

٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا) ((مُسْلِمٌ: بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيْلِ)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, হে মুসলিম রমণীগণ! তোমরা প্রতিবেশীর বাড়িতে সামান্য বস্তু পাঠানোকেও তুচ্ছ মনে করবে না। এমনকি যদি তা বকরির পায়ের সামান্য অংশও হয়। (বুখারী: বাবু লা তাহকিরান্না জারাতান লিজারাতিহা, ৫৫৫৮, মুসলিম: বাবুল হাসসি আলাস সদাকাতি ওয়া লাও বিল কালিলি, ১৭১১)

৫২. নারীর অধিকার: حَقُّ النِّسَاءِ

আল কুরআন

١. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضِلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ـ

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! জবরদস্তি করে মহিলাদের ওয়ারিশ হয়ে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়। আর যে মোহরানা তোমরা তাদেরকে দিয়েছ, তার কিছু অংশ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে জ্বালাতন করো না। অবশ্য তারা যদি সুস্পষ্ট অশ্লীলতার কাজ করে (তাহলে তাদেরকে জ্বালাতন করার অধিকার আছে)। তাদের সাথে ভালোভাবে জীবনযাপন কর। যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর তাহলে হতে পারে, তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করছ, আল্লাহ্ যাতে অনেক মঙ্গল রেখে দিয়েছেন। (সূরা নিসা- ০৪:১৯)

٢. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ ـ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ـ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ـ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ـ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ـ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ـ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ـ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ـ

২. তোমাদের জন্য রোজার সময় রাতের বেলায় বিবিদের কাছে যাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা চুপে চুপে নিজেরাই নিজেদের সাথে প্রতারণা করছিলে। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের বিবিদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা জায়েজ করে দিয়েছেন তা হাসিল কর। আর রাতের বেলায় খানাপিনা কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিকট রাতের কালো রেখা থেকে সকালের সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে না ওঠে। তখন এসব কাজ ছেড়ে দিয়ে রাত পর্যন্ত নিজেদের রোজা পুরো কর। আর যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ কর, তখন বিবিদের সাথে সহবাস করো না। এটা আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমা, এর কাছেও যেও না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর বিধান মানুষের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আশা করা যায় , তারা ভুল আচরণ থেকে বেঁচে থাকবে। (সূরা বাকারা-০২ঃ১৮৭)

٣. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا۔

৩. আর যে নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, যদি সে মুমিন হয়, তাহলে এমন লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হতে দেয়া হবে না। (সূরা নিসা- ০৪ঃ১২৪)

٤. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَّلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ أَرَادُوْا اِصْلَاحًا وَّلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَّاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

৪. যেসব মেয়েলোককে তালাক দেয়া হয়েছে তারা যেন তিনবার হায়েয আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য জায়েজ নয়। যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহলে তাদের এরূপ করা উচিত নয়। যদি তাদের

স্বামীগণ সম্পর্ক ভালো করার ইচ্ছা করে তাহলে তারা ইদ্দতের সময়সীমার মধ্যে তাদেরকে আবার বিবি হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকতর হকদার। মেয়েদের জন্যও তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন তাদের উপর পুরুষদের অধিকার আছে। অবশ্য মেয়েদের উপর পুরুষদের একটা মর্যাদা রয়েছে। আর সবার উপর আল্লাহ ক্ষমতাবান ও মহাজ্ঞানী তো আছেনই। (সূরা বাকারা -০২ঃ২২৮)

٥. وَاٰتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ـ

৫. বিবিদের মোহর খুশি মনে (ফরজ মনে করে) আদায় কর। অবশ্য যদি তারা নিজের মর্জিতে মোহরের কোনো অংশ তোমাদেরকে মাফ করে দেয় তাহলে তোমরা তা মজা করে খেতে পার। (সূরা নিসা-০৪ঃ৪)

٦. لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ـ

৬. পুরুষদের জন্য ঐ মালে হিস্যা রয়েছে, যা বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে এবং মহিলাদের জন্যও ঐ মালে হিস্যা রয়েছে, যা বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে, সে মাল অল্পই হোক আর বেশিই হোক। এ হিস্যা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ফরজ করা হয়েছে। (সূরা নিসা -০৪ঃ৭)

٧. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَا أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ـ

৭. এ দু'আর জবাবে তাদের রব বললেন, তোমরা পুরুষ হও বা, নারী হও আমি তোমাদের কারো আমল নষ্ট করব না। তোমরা একে অপরের সমান। তাই যারা আমার খাতিরে নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে, যাদেরকে আমার

কারণে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, যাদেরকে আমার পথে কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যারা আমারই জন্য যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সব দোষ আমি মাফ করে দেবো এবং তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাব, যার নিচে ঝরনাধারা বইতে থাকবে। এটাই আল্লাহর কাছে তাদের পুরস্কার এবং আল্লহরই কাছে ভালো পুরস্কার রয়েছে।(সূরা সূরা আলে ইমরান : ০৩ঃ১৯৫)

٨. وَالَّـذِيْـنَ يُتَـوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُـرٍ وَّعَشْـرًا فَـاِذَا بَـلَـغْـنَ اَجَـلَهُـنَّ فَلَا جُـنَـاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۔

৮. তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায়, আর তাদের পর যদি তাদের বিবিগণ জীবিত থাকে, তবে তারা যেন চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখে। তারপর যখন তাদের ইদ্দতকাল পুরা হয়ে যায়, তখন তাদের নিজেদের ব্যাপারে বিধিমতো যা ইচ্ছা তা করার তাদের ইখতিয়ার। এ বিষয়ে তোমাদের উপর আর কোনো দায়িত্ব নেই। আল্লাহ তোমাদের সবার আমলেরই খবর রাখেন। (সূরা বাকারা : ০২ঃ২৩৪)

٩. يُـوْصِيْـكُـمُ اللّٰهُ فِىْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَـوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْـفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَـهٗ أَبَـوَاهُ فَلِأُمِّـهِ الثُّـلُـثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّـوْصِـىْ بِهَـا أَوْ دَيْنٍ اٰبَائُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۔

৯. তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দিচ্ছেন যে, পুরুষের হিস্যা দুজন মেয়েলোকের সমান। যদি (মৃতের ওয়ারিশ) দুই মেয়ের

বেশি হয় তাহলে তাদের জন্য মালের তিন ভাগের দুই ভাগ থাকবে। আর যদি একই মেয়ে ওয়ারিশ হয় তাহলে তার জন্য অর্ধেক। যদি মৃতের সন্তান থাকে তবে বাপ-মায়ের এক-একজনের ছয় ভাগের এক ভাগ। কিন্তু মৃত যদি নিঃসন্তান হয় এবং বাপ- মা যদি ওয়ারিশ হয় তাহলে মায়ের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি মৃতের ভাই-বোন থাকে তাহলে মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। মৃতের অসিয়ত পুরা করা ও তার ঋণ শোধ করার পর এসব হিস্যা দিতে হবে। তোমরা জানো না, তোমাদের মা-বাপ আর সন্তানাদির মধ্যে লাভের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশি কাছে। এ হিস্যা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ অবশ্যই সব সত্য জানেন এবং তিনি পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। (সূরা নিসা- ০৪:১১)

আল হাদীস

١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَائَتْنِىْ اِمْرَأَةٌ مَعَهَا اِبْنَتَانِ تَسْأَلُنِىْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ بَلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهٗ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيْلِه)

১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমার কাছে এক মহিলা তার দুটি কন্যা সন্তানসহ এসে কিছু চাইল। কিন্তু আমার নিকট দেয়ার মত একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। অতঃপর সে খেজুরটি তার দুই কন্যার মাঝে ভাগ করে দিল, এবং (সে নিজে না খেয়ে) চলে গেল। অতঃপর রাসূল (সা) ঘরে প্রবেশ করলে আমি তাঁকে ঘটনাটি খুলে বললাম। তখন তিনি বললেন, যাকে আল্লাহ এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছেন, অতঃপর সে কন্যাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে (কিয়ামতের দিন) এ কন্যাই তার জন্য দোজখের ঢালস্বরূপ হবে। (বুখারী : বাবু রাহমাতিল ওলাদি ওয়া তাক্ববীলিহি, ৫৫৩৬)

٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِى وَاِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ ـ (تِرْمِذِىْ: بَابُ فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ)

২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবার পরিজনের নিকট উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের কোন সংগী যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তাকে তোমরা ছেড়ে দিবে (অর্থাৎ কোন দাবি রাখবে না)। (তিরমিযী: বাবু ফাদলি আযওয়াজিন নাবিয়্যি, ৩৮৩০)

٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أُصَابِعَهُ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ فَضْلِ الْاِحْسَانِ اِلَى الْبَنَاتِ)

৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করল, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এরকম একত্রিত থাকব। তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন। (মুসলিম ঃ বাবু ফাদলিল ইহসানি ইলাল বানাতি, ৪৭৬৫)

٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ ـ (اِبْنِ مَاجَةَ: بَابُ حَقِّ الْيَتِيْمِ)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হে আল্লাহ! দুই দুর্বল অর্থাৎ ইয়াতিম ও নারীদের প্রাপ্য ও অধিকার নষ্ট করাকে আমি অন্যায় ও গুনাহ হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিলাম। (ইবনে মাজাহ

: বাবু হাককিল ইয়াতিমি, ৩৬৬৮)

٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ خَلْقِ اٰدَمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِه)

৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা আমার কাছে থেকে মেয়েদের সাথে সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা গ্রহণ কর। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টা সর্বাপেক্ষা বাঁকা। অতএব তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তবে ভেংগে ফেলার আশঙ্কা রয়েছে এবং যদি ফেলে রাখ তা বাঁকাই থাকবে। অতএব তোমরা নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (বুখারী : বাবু খালক্বি আদামা সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি ৩০৮৪)

٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِىْ عَقَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿اِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا﴾ اِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِىْ رَهْطِه مِثْلُ اَبِىْ زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ اٰخِرِ يَوْمِه ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِى ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ اَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ۔ (بُخَارِىْ: سُوْرَةُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে যামা'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা) কে খুতবা দিতে শুনলেন। তিনি সেই উষ্ট্রী এবং তার হত্যাকারীর কথা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যখন তারা তাদের হতভাগা দুষ্ট লোকটাকে পাঠালো অর্থাৎ (সামুদ জাতির) এক বড় সরদার, নিকৃষ্ট দুষ্ট ও সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি স্ফূর্তি ও উন্মত্ততার সাথে (উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য) দাঁড়িয়ে গেল! নবী (সা) তাঁর বক্তৃতায় মেয়েদের কথা উল্লেখ করলেন, তাদের সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হয় এবং তাকে গোলাম বাঁদির ন্যায় মারে, দিনের শেষে সে আবার তার সাথে শোয় (সংগম করে, কত অকৃতজ্ঞ)। অতঃপর তিনি বাতকর্মের কারণে তাদের হাসি সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেন, যে কাজ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি করে, সে কাজের জন্য সে নিজেই কেন হাসবে? (বুখারী : সূরাতু ওয়াশ শামছি ওয়া দুহাহা, ৪৫৬১)

٧. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ- (مُسْلِمٌ: بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ)

৭. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলার প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করে। কেননা তার কোন একটি দিক তার কাছে খারাপ লাগলে ও অন্য একটি দিক তার পছন্দ হবে। (মুসলিম: বাবুল অসিয়্যাতি বিন নিসায়ি, ২৬৭২)

٨. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْقُشَيْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ (اَبُوْدَاؤُدَ: بَابُ فِى حَقِّ الْمَرْاَةِ عَلٰى زَوْجِهَا)

৮. হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া আল কুশাইরী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি

বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমাদের কোন ব্যক্তির উপর তাঁর স্ত্রীর কী অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন, তুমি যখন আহার কর তাকেও আহার করাও, তুমি যখন পরিধান কর, তাকেও পরিধান করা,ও কখনও মুখমন্ডলে প্রহার করো না, কখনও অশ্লীল ভাষায় গালি দিও না এবং ঘরের মধ্যে ছাড়া তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আবু দাউদঃ বাবুন ফি হাককিল মারআতি আলা যাওজিহা, ১৮৩০)

٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ - (مُسْلِمٌ: بَابُ خَيْرِ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)

৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদ। আর পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ হল সৎ কর্ম পরায়ণ স্ত্রী। (মুসলিম : বাবু খাইরি মাতাঈদ দুনিয়া আল মার আতুস সালিহাতু, ২৬৬৮)

৫৩. শ্রমিকের অধিকার: حَقُّ الْعَامِلِ

আল কুরআন

١. قَالَ اِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلٰى أَنْ تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَاِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ـ

১. তার পিতা (মূসাকে) বলল, আমার এ দুই মেয়ের একজনকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে, তোমাকে আমার এখানে আট বছর চাকরি করতে হবে। আর যদি দশ বছর পুরা কর, তাহলে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার সাথে কড়াকড়ি করতে চাই না। ইনশাআল্লাহ, তুমি আমাকে সৎ লোক হিসেবেই পাবে। (সুরা কাসাস-২৮:২৭)

٢. قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ـ

২. মেয়ে দুটোর একজন তার পিতাকে বলল, আব্বাজান! এ লোকটিকে চাকরিতে নিয়োগ করুন। সবচেয়ে ভালো লোক যাকে আপনি কর্মচারী হিসেবে রাখতে পারেন; সে এমনই হওয়া উচিত, যে সবল ও আমানতদার। (সূরা কাসাস-২৮:২৬)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْاَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ـ (اِبْنِ مَاجَةَ: بَابُ اَجْرِ الْاَجَرَاءِ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তাদের মুজরি দিয়ে দাও। (ইবনে মাজাহ: বাবু আজরিল উজারা-ই, ২৪২৪)

٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهٗ - (بُخَارِىْ : بَابُ اِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন আমি স্বয়ং অবস্থান করব। ১. যে ব্যক্তি আমার নামে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তা ভঙ্গ করেছে, ২. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তাঁর মূল্য ভোগ করেছে, ৩. যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে পূর্ণ কাজ আদায় করে নেয়, অথচ তার বিনিময় দেয় না। (বুখারী: বাবু ইসমে মান বাআ হুররান , ২০৭৫)

٣. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدِه فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهٗ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهٗ فَاِنْ حَلَّفَهٗ مَا يَغْلِبُهٗ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ - (بُخَارِىْ: بَابُ مَا يُنْهٰى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ)

৩. হযরত আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের চাকর চাকরানী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছে সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়। তাকে যেন তা পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাহিরে যাতে কোন কাজ চাপানো না হয়। একান্ত যদি চাপানো হয়, তবে তা সমাধান করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা উচিত। (বুখারী: বাবু

মা ইউনহা মিনাস সিবাবি ওয়াল লা'নি, ৫৫৯০)

٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيْهِ اَلصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى مَا يَفِيْضُ بِهَا لِسَانُهُ۔ (اِبْنِ مَاجَةَ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ ذِكْرِ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

৪. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, যে অসুস্থতার মধ্য দিয়ে রাসূল (সা) মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তিনি প্রায়ই বলতেন, সালাত ও দাস-দাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। একথা তিনি অনবরত বলতেই থাকলেন এমনকি এক পর্যায়ে তার জিহ্‌বার স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। (ইবনে মাজাহ ঃ বাবু মা জা'আ ফি যিকরি মারাদি রাসূলিল্লাহি(সা), ১৬১৪)

٥. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ)

৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) শিঙ্গা গ্রহণ করতেন, কিন্তু কখনও তিনি বিনিময় দিতে কারো উপর জুলুম করেননি। (বুখারী : বাবু খারাজিল হাজ্জাম, ২১১৯)

٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَاكَفٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهٖ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا اِيَّاهُ۔ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوْكِ وَالْعِيَالِ)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে তখন তাকে হাতে ধরে নিজের সঙ্গে খেতে বসাও। সে যদি বসতে অস্বীকার

করে তবুও দুই-এক মুঠি খাদ্য অন্তত তাকে অবশ্যই খেতে দিতে হবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ ও ধূম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে। (তিরমিযী : বাবু মা জা'আ ফিল আকলি মায়াল মামলূকি ওয়াল ইয়ালি, ১৭৭৬)

৫৪. খিলাফত : اَلْخِلَافَةُ

١. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ -

১. (হে নবী! ঐ সময়ের কথা একটু খেয়াল করুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে এক খলিফা বানাতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা আরজ করল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে নিয়োগ করতে চান, যে এর ব্যবস্থাকে নষ্ট করবে ও খুন-খারাবি করবে? আপনার প্রশংসাসহ তাসবিহ করা ও আপনার পবিত্রতা বয়ান করার কাজ তো আমরাই করছি। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। (সূরা বাকারা- ০২ঃ৩০)

٢. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

২. তিনিই সে (সত্তা) যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলিফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতক লোককে অপর কতকের উপর বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তোমাদেরকে তিনি যা কিছু দিয়েছেন, সে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই আপনার রব (যেমন) জলদি শাস্তি দিতে পারেন, (তেমনি) তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা আন'আম- ০৬ঃ১৬৫)।

٣. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ -

৩. এখন তাদের পরে পৃথিবীতে তাদের জায়গায় তোমাদের স্থান দিয়েছি, যাতে তোমরা কেমন আমল কর তা আমি দেখে নিতে পারি। (সূরা ইউনূস: ১০ঃ১৪)

٤. أَوَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَائَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوْا اٰلاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

৪. তোমরা কি এ কারণে অবাক হচ্ছ যে, তোমাদের কাওমেরই এক লোকের মারফতে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সাবধান করে দেয়? একথা ভুলে যেও না যে, তোমাদের রব নূহের কাওমের পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং তোমাদেরকে খুব শক্তিশালী করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ। হয়তো তোমরা সফল হবে। (সূরা আ'রাফ- ০৭ঃ৬৯)

٥. قَالُوْا أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ـ

৫. মূসার কাওম বলল, আপনি আমাদের কাছে আসার আগেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর এখন আপনার আসার পরও কষ্ট দেয়া হচ্ছে। (মূসা জবাবে) বললেন, হয়তো শিগ্‌গরিই তোমাদের রব তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে দুনিয়ায় খলিফা বানিয়ে দেবেন। তারপর দেখবেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। (সূরা আ'রাফ- ০৭ঃ১২৯)

٦. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِىْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

৬. তোমাদের মধ্যে ঐ লোকদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীর খলিফা

বানাবেন, যেমনভাবে তাদের আগের লোকদের বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের ঐ দীনকে মজবুত বুনিয়াদের উপর কায়েম করে দেবেন, যে দীনকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপদ অবস্থায় বদলে দেবেন। তারা শুধু আমার দাসত্ব করবে, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। এরপর যারা কুফরি করবে ঐ লোকেরাই ফাসিক। (সূরা নূর-২৪ঃ ৫৫)

٧. يَا دَاوُودُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ـ

৭. (আমি তাকে বললাম) হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। কাজেই আপনি জনগণের মধ্যে সত্যসহ শাসন করুন এবং নাফসের কথামত চলবেন না। তাহলে সে আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিপথে চলে যায় তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কারণ তারা হিসাব নিকাশের দিনটিকে ভুলে গেছে। (সূরা সা'দ : ৩৮ঃ ২৬)

আল হাদীস

١. عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ)

১. হযরত আরফাজা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তোমরা যখন একটি লোকের অধীনে সংঘবদ্ধ এমন সময় কেউ এসে যদি তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করে, তোমরা তাকে হত্যা করো। (মুসলিমঃ বাবু হুকমি মান ফাররাক্বা আমরাল মুসলিমীনা ওয়া হুয়া

মুজতামিউন, ৩৪৪৩)

٢. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَشِيْرٌ رَجُلًا يَكُفُّ حَدِيْثَهٗ فَجَاءَ أَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ فَقَالَ يَا بَشِيْرُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْأُمَرَاءِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهٗ فَجَلَسَ أَبُوْ ثَعْلَبَةَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَّرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَّرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُوْنُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اِنْ يَّرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةً عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ ـ (مُسْنَدُ اَحْمَدَ: حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ)

২. হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা) এর সাথে একদা মসজিদে বসা ছিলাম। আর বাশীর ছিল এমন ব্যক্তি যে হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকত। অতঃপর আবু সালাবা আল খুশানী আসল, অতঃপর বলল, হে বাশীর ইবনে সা'দ! শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত রাসূল (সা) এর হাদীসটুকু কি তোমার মুখস্থ আছে? অতঃপর হুযাইফা বলল, আমি রাসূল (সা) এর বক্তব্য মুখস্থ করেছি। অতঃপর আবু সা'লাবা বসে পড়লে হুজাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমাদের মাঝে ততদিন নবুওয়ত থাকবে, যতদিন আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন নবুওয়ত উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুওয়তের পদ্ধতির আলোকে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর যতদিন খিলাফত রাখার

ইচ্ছা আল্লাহ তায়ালা করবেন, ততদিন রাখবেন। আবার যখন উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহ তায়ালা যতদিন ইচ্ছা করবেন ততদিন তাকে রাখবেন, আবার যখন তা উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করবেন তখন তা উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহ তায়ালা যতদিন ইচ্ছা করবেন ততদিন তাকে টিকিয়ে রাখবেন। আবার যখন তা উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর পুনরায় পৃথিবীতে নবুওয়তের ভিত্তিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এ কথা বলে রাসূল (সা) চুপ থাকলেন। (মুসনাদে আহমদ: হাদীসু নুমান ইবনে বাশীর ১৭৬৮০)

৫৫. অমুসলিমের অধিকার: حَقُّ غَيْرِ الْمُسْلِمِ

আল কুরআন

١. وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْا آمَنَّا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ـ

১. উত্তম পন্থায় আহলে-কিতাবদের সাথে তর্ক-বিতর্ক কর। তবে তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের সাথে নয়। তাদেরকে বল, আমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি এবং তোমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে, তার উপরও (আমরা ঈমান এনেছি)। আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই অনুগত মুসলিম। (সূরা আনকাবূত-২৯:৪৬)

٢. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

২. যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা মুমতাহিনা-৬০: ৮)

٣. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

৩. (হে মুসলিমগণ!) এরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তোমরা তাদেরকে

গালি দিও না। এমন যেন না হয় যে, এরা মূর্খতার কারণে শত্রুতাবশতঃ আল্লাহকেই গালি দিয়ে ফেলে। আমি তো এভাবেই প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের আমলকে তাদের নিকট পছন্দনীয় বানিয়ে দেই। তারপর তাদেরকে তাদের রবের নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন তাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন, তারা কী কী কাজ করেছিল। (সূরা আন'আম-০৬ঃ১০৮)

٤. وَاِنْ اَحَـدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ-

৪. যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ আশ্রয় চেয়ে (আল্লাহর কালাম শুনতে) তোমাদের কাছে আসে, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কথা শুনতে পারে। এরপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও। এটা এ জন্যই উচিত যে, এসব লোক ইলম রাখে না। (সূরা তাওবা-০৯ঃ৬)

٥. وَاِنْ جَـنَـحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَـوَكَّـلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

৫. (হে রাসূল!) দুশমনরা যদি সন্ধি ও শান্তির দিকে এগিয়ে আসে তাহলে আপনিও সেদিকে এগিয়ে যান এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। (সূরা আনফাল-০৮ঃ ৬১)

আল হাদীস

١. عَـنْ صَـفْـوَانَ بْـنِ سُـلَيْـمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَـلَّـى الـلّٰـهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَـذَا مِـنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (اَبُوْدَاؤُدَ: بَابُ فِى تَعْشِيْرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ اِذَا خْتَلَفُوْا بِالتِّجَارَاتِ)

১. হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা) আসহাবে রাসূল (সা) এর কয়েকজন সন্তান থেকে বর্ণনা করেন, তারা তাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তারা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সা) বলেন, মনে রেখো যদি কোন মুসলিম কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কিছু তার উপর চাপিয়ে দেয়, তার কোন বস্তু জোর পূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করবো। (আবু দাউদ : বাবু ফি তা'শীরি আহলিয যিম্মাতি ইজাখতালাফু বিত্তিজারাতি, ২৬৫৪)

٢. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِه فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمَ فَخرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ اِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ)

২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর একজন খাদেম ছিল, সে ছিল ইয়াহুদি। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (সা) তাকে শশ্রুষা করার জন্য এলেন। রাসূল (সা) তার মাথার নিকট বসলেন। তারপর তাকে বললেন তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। (এ কথাশুনে) ছেলেটি তার পাশে থাকা বাবার দিকে তাকালো। তারপর তার বাবা ছেলেকে বলল, আবুল কাশেম নবী মুহাম্মদ (সা)এর কথা মেনে নাও। অতঃপর নবী করিম (সা) এই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন- সেই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা যিনি তাকে (ছেলেটিকে) জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছেন। (বুখারী : বাবু ইযা আসলামাস সাবিয়্যু ফামাতা, ১২৬৮)

٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اشْتَرٰى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيِّ اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهٗ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيْئَةِ)

৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন ইয়াহুদি থেকে খাদ্য ক্রয় করলেন এবং তার কাছে তিনি তাঁর লোহার বর্ম বন্ধক রাখলেন।(বুখারী: বাবু শিরাইন নাবিয়্যি (সা) বিন নাসিয়াতি, ১৯২৬)

৫৬. ইসলামী রাজনীতি : اَلسِّيَاسَةُ الْاِسْلَامِيَّةُ

আল কুরআন

١. اِنَّـا أَنْـزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا ـ

১. (হে রাসূল!) আমি এ কিতাব হক সহকারে আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, সে অনুযায়ী আপনি জনগণের মধ্যে ফায়সালা করেন। আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষ হয়ে ঝগড়া করবেন না। (সূরা নিসা- ০৪:১০৫)

٢. وَاَنِ احْـكُـمْ بَيْـنَهُـمْ بِـمَـآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّـفْتِـنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَا عْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ـ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ـ

২. (হে রাসূল!) (সা) আল্লাহর নাজিল করা বিধান মোতাবেক আপনি জনগণের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করুন। তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আপনি সাবধান থাকুন, যাতে তারা আপনাকে ফিতনায় ফেলে ঐ হেদায়াতের কোনো অংশ থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে, যা আল্লাহ আপনার উপর নাজিল করেছেন। আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ তাদের গুনাহের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ফায়সালা করেই ফেলেছেন। আসলে মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক। (সূরা মায়িদা : -০৫:৪৯)

٣. اِنَّ رَبَّـكُـمُ الـلّٰـهُ الَّـذِىْ خَـلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالـنُّـجُـوْمَ مُسَـخَّـرَاتٍ بِـأَمْـرِه اَلَا لَـهُ الْـخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰـهُ رَبُّ

الْعَالَمِيْنَ۔

৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রব, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। যিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর দিন রাতের পেছনে দৌড়ে চলে আসে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর হুকুমের অধীন। সাবধান, সৃষ্টিও তাঁর, হুকুমও তাঁরই । বরকতময় আল্লাহ সকল জগতের রব। (সূরা আ'রাফ- ০৭:৫৪)

٤. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ۔

৪. তোমাদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মত পার্থক্য হয় সেসবের ফায়সালা করা আল্লাহর কাজ। ঐ আল্লাহই আমার রব। আমি তারই উপর ভরসা করেছি এবং আমি তারই দিকে রুজু করছি। (সূরা শুরা :৪২:১০)

٥. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ.

৫. (যদি তারা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরায়) তাহলে কি তারা আবার জাহিলিয়াতের বিচার-ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর উপর ইয়াকিন রাখে, তাদের কাছে আল্লাহ থেকে কে বেশি ভালো ফায়সালাকারী হতে পারে? (সূরা মায়িদা- ০৫:৫০)

٦. أَوَلَمْ يَرَوْ اَنَّا نَأْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۔

৬. এরা কি দেখতে পাচ্ছে না যে, আমি পৃথিবীতে এগিয়ে চলছি এবং সব দিক থেকে আমি তা ছোট্ করে আনছি? আল্লাহ হুকুম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর ফায়সালা বদলানোর সাধ্য কারো নেই। আর হিসাব নিতে তাঁর দেরি লাগে না। (সূরা রাদ-১৩:৪১)

٧. اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ

اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ۔

৭. তোমরা কি জানো না, আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই জন্য এবং তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই? (সূরা বাকারা: ০২:১০৭)

٨. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِه اِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ أَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۔

৮. তাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ তারা কতক নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে গিয়েছে। আল্লাহ তাদের পক্ষে কোনো সনদ নাজিল করেননি। শাসনক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা আর কারো দাসত্ব করবে না। এটাই সঠিক, মজবুত দীন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না। (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

٩. اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِى وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ۔

৯. আমি তাওরাত নাজিল করেছি, যার মধ্যে হেদায়াত ও আলো ছিল। নবীগণ যারা আল্লাহর অনুগত ছিলেন (ঐ হেদায়াত অনুযায়ী) তারা ইহুদিদের ব্যাপারে ফায়সালা করতেন। ইহুদি ওলামা ও ফকিহগণও (তা-ই করতেন)। কেননা তাদের উপর আল্লাহর কিতাবের হেফাজত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আর তারাই এর সাক্ষী ছিল। তাই (হে ইহুদি সমাজ!) তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহকে কম দামে বিক্রি করো

না। যারা আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফির। (সূরা মায়িদা- ০৫:৪৪)

আল হাদীস

١. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَاِنَّهُ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوْابِبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ أَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ - (بُخَارِىْ: بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনি ইসরাইলদের নেতৃত্ব দিতেন নবীগণ। যখনই একজন নবী মৃত্যু বরণ করতেন তখনই তারপরে আরেকজন নবী আসতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই। আমার পরে হবে খলিফা এবং তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, তাহলে (তাদের ব্যাপারে) আমাদেরকে আপনি কি নির্দেশ দিবেন। রাসূল (সা) বলেন, তোমরা একজনের পর অপরজন ধারাবাহিকভাবে সকলের বাইয়াত পূর্ণ কর। তোমরা তাদেরকে তাদের অধিকার পূর্ণ করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের অধিনস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। (বুখারী: বাবু মাযুকিরা আন বনী ইসরাইল, ৩১৯৬)

٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُوْنُ مِنْ بَعْدِى خُلَفَاءُ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ , وَسَيَكُوْنُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُوْنَ مَالَايَعْلَمُوْنَ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ أَنْكَرَ بَرِئَ وَمَنْ أَمْسَكَ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ - (صَحِيْحُ ابْنُ حِبَّانٍ : ذِكْرُ الْبَيَانِ بَأَنَّ الْمُلُوْكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার পরে এমন কিছু খলিফা আসবেন যারা তাদের জ্ঞান অনুসারে আমল করবেন, এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হবে তারা তা পালন করবেন। আর তাদের পরে এমন কিছু শাসক আসবে তারা যা জানে না তার উপর আমল করবে এবং তারা তা করবে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। অতপর যে তাদের অস্বীকার করবে সে দায়মুক্ত। আর যে (তাদের আনুগত্য থেকে) বিরত থাকবে সেও দায়মুক্ত। তবে যে (তাদের প্রতি) সন্তুষ্ট থাকবে ও তাদের অনুসরণ করবে (সে দায়বদ্ধ হবে)। (সহীহ ইবনে হিব্বান: যিকরুল বায়ানি বিআন্নাল মুলুকা ইউতলাকু আলাইহিম,) [হাদীস নং]

৫৭. ইসলামে বিচারব্যবস্থা : اَلْمَحْكَمَةُ فِي الْاِسْلَامِ

আল কুরআন

١. اِنَّ اللّٰـهَ يَـأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمَانَاتِ الٰى اَهْلِهَا ـ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّـاسِ أَنْ تَـحْـكُـمُـوْا بِـالْـعَدْلِ ـ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ

১. (হে মুসলিম সমাজ!) আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, সব রকম আমানত আমানতদার লোকদের হাতে তুলে দাও। আর যখন লোকদের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে অত্যন্ত ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন। (সূরা নিসা-০৪:৫৮)

٢. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُه وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ـ

২. আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মিজান নাজিল করেছি, যেন মানুষ ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে। আমি লোহা (বা রাষ্ট্রশক্তিও) নাজিল করেছি, যার মধ্যে বিরাট রণশক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। এটা এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন যে, কে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বড়ই শক্তিমান ও প্রতাপশালী। (সূরা হাদীদ- ৫৭:২৫)

٣. فَلِـذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَائَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَاُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ـ

৪. (যেহেতু এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে) এ কারণে (হে নবী!) এখন আপনি ঐ দীনের দিকেই দাওয়াত দিন এবং যেভাবে আপনাকে হুকুম দেয়া হয়েছে তারই উপর মজবুত হয়ে কায়েম থাকুন। আর তাদের কামনা-বাসনা অনুসরণ করবেন না। তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্ যে কিতাবই নাজিল করেছেন, আমি তারই প্রতি ঈমান এনেছি, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যেন আমি তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করি। আল্লাহই আমাদের রব এবং তোমাদের রবও তিনি। আমাদের আমল আমাদের জন্য আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই। আল্লাহ্ একদিন আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁরই দিকে সবাইকে যেতে হবে। (সূরা শুরা-৪২ঃ১৫)

٤. يَـا أَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ آمَـنُـوْا كُـوْنُـوْا قَـوَّامِيْنَ لِلّٰـهِ شُهَدَاءَ بِـالْقِسْطِ وَلَا يَجْـرِمَـنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى أَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর খাতিরে সত্যের উপর কায়েম থাক এবং ইনসাফের সাক্ষী হও। কোনো দলের দুশমনী যেন তোমাদেরকে এতটা খেপিয়ে না দেয় যে, তোমরা ইনসাফ থেকে ফিরে যাও। ইনসাফ কর। এটাই তাকওয়ার কাছাকাছি। আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার পুরোপুরি খবর রাখেন (সূরা মায়িদা- ০৫ঃ৮)

٥. يَـاَ يُهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا كُـوْنُوْا قَوَّا مِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْعَلٰٓى اَنْـفُسِـكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَا للّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا۔ فَلَا تَتَّبِـعُـوْا الْهَـوٰٓى اَنْ تَـعْدِلُوْا۔ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا۔

৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা (তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের

বিরুদ্ধে যায়। সে ধনী হোক বা গরিব হোক (তা বিবেচনার বিষয় নয়), আল্লাহ তোমাদের চেয়ে বেশি তাদের হিতকামী। কাজেই নাফসের তাঁবেদারি করতে গিয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। (সূরা নিসা- ০৪:১৩৫)

٦. اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ۔

৬. যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছে গেল, তখন তিনি তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তারা বলল, ভয় পাবেন না। আমরা মামলার দুই পক্ষ। আমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে ঠিক ঠিক সত্যসহ মীমাংসা করে দিন, বেইনসাফি করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন। (সূরা সোয়াদ- ৩৮:২২)

٧. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا

৭. যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, তখন কোনো মু'মিন পুরুষ ও মহিলার এ অধিকার থাকে না যে, সে ঐ বিষয়ে নিজে কোনো ফায়সালা করবে। আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি করে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে পড়ে গেল। (সূরা আহ্যাব-৩৩:৩৬)

আল হাদীস

١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِيْ هٰذَا اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ فَضِيْلَةِ

الْاِمَامِ الْعَادِلِ)

১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার এ ঘরেই বলেছেন, হে আল্লাহ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক হয় অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করে, তুমি ও তার প্রতি কঠোরতা করো। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি নরম ও কোমল আচরণ করে তুমি ও তার প্রতি কোমল আচরণ করো। (মুসলিম: বাবু ফাদিলতিল ইমামিল আদিল, ৩৪০৭)

٢. عَنْ مَعْقَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَامِنْ وَالٍ يَلِىْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ مَنِ اسْتُرْعِىَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ)

২. হযরত মা- কাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক হয়েছে অতঃপর সে এমত অবস্থায় মারা গেছে যে, সে তাদের সাথে প্রতারণা করেছে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী : বাবু মানিস তুরইয়া রাইয়াতান ফালাম ইয়ানসাহ, ৬৬১৮)

٣. عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِىْ فِىْ الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِىْ الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ۔ (اَبُوْدَاؤُدَ: بَابُ فِى الْقَاضِى يُخْطِئُ)

৩. হযরত ইবনে বুরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেছেন, তিন প্রকার বিচারক রয়েছেন

তার মাঝে এক প্রকার জান্নাতে যাবে, বাকি দুই প্রকার জাহান্নামে। যে বিচারক জান্নাতে যাবে সে হলো এমন, প্রকৃত সত্য সে জানতে পেরেছে অতঃপর তদানুযায়ী বিচার ও ফায়সালা করেছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও ফায়সালার ক্ষেত্রে অবিচার করেছে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের মাঝে বিচার করেছে সেও জাহান্নামে যাবে। (আবু দাউদ: বাবু ফিল কাদী ইয়ুখতি, ৩১০২)

٤. عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَقَاضٰى اِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِى كَيْفَ تَقْضِى قَالَ عَلِىٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ - (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْقَاضِىْ لَا يَقْضِىْ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا)

৪. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন, যখন তোমার নিকট কোন দু'ব্যক্তি বিচার লাভের আশা করে, তখন তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা শুনা ব্যতীত প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে রায় দেবে না। কেননা অচিরেই (কেয়ামতের দিন) তুমি জানতে পারবে তুমি কেমন ফায়সালা করেছ। আলী (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি এভাবেই বিচার করতাম। (তিরমিযী : বাবু মা জা - আ ফিল কাদী লা ইয়াকদ্বি বাইনাল খাসমাইনি হাত্তা ইয়াসমাআ কালামাহুমা, ১২৫২)

٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا وَمنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلَّا أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِىْ حَدّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ

وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَتُ يَدَهَا ـ (بُخَارِىْ: بَابُ حَدِيْثِ الْغَارِ)

৫. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কুরাইশগণ একদা মাখযুমী গোত্রের এক মহিলার অবস্থার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। ঐ মহিলাটি চুরি করেছিল। (তারা পরস্পর বলাবলি করছিল) এই মহিলার ব্যাপারে রাসূল (সঃ) এর নিকট কে কথা বলবে? অতঃপর তারা বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রিয় পাত্র ওসামা বিন যায়েদ ব্যতীত আর কে এ কথা বলার সাহস করতে পারে? অতঃপর ওসামা (রা) এ ব্যাপারে রাসূল এর সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কি আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? অতঃপর রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন আর বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে শুধু এই কারণেই। যখন তাদের সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করত, তাকে তারা ছেড়ে দিত। আর দুর্বল (নিচু বংশের) কেউ চুরি করলে তার উপর শাস্তি কার্যকর করত। (জেনে রাখ) আল্লাহর কসম। যদি মুহাম্মদ (সা) এর মেয়ে ফাতেমা ও (আজ) চুরি করত, আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। (বুখারীঃ বাবু হাদীসুল গারি, ৩২১৬)

٦. عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تُرْسِلُنِى وَأَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِىْ بِالْقَضَاءِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِى قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَاِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الْاٰخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَاِنَّهُ أَحْرٰى اَنْ يَّتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِى قَضَاءٍ بَعْدُ ـ (اَبُوْدَاؤُدَ: بَابُ كَيْفَ الْقَضَاءُ)

৬. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ইয়ামানের দিকে বিচারক হিসেবে পাঠালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমার বয়স কম, বিচারকার্য সম্পর্কেও আমার জ্ঞান নেই। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ

তোমার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন আর তোমার জিহ্বাকে দৃঢ় করবেন। আর যখন দুই পক্ষ তোমার সামনে বিচারের জন্য বসবে, তুমি কখনোই দ্বিতীয় ব্যক্তির কথাশোনা ব্যতীত রায় দেবে না, যেমন তুমি প্রথম ব্যক্তির কথা শুনেছ। এরূপ করলে তোমার নিকট সঠিক বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আলী (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি এভাবেই ফায়সালা করেছি অথবা এরপর থেকে কোন বিচারেই আমাকে সন্দেহের সম্মুখীন হতে হয়নি। (আবু দাউদ; বাবু কাইফাল কাদাউ ৩১১১)

٧. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ ظِلِّه يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهٗ مُعَلَّقٌ فِىْ الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِىْ اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهٗ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهٗ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-

(بُخَارِىْ: بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِيْنِ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়াই থাকবে না, ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যেই বেড়ে ওঠে ৩. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে ঝুলন্ত থাকে ৪. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য তারা মিলিত হয়, এবং আল্লাহর জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় ৫. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী মহিলা (খারাপ কাজের জন্য) আহবান করে, কিন্তু সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি ৬. এমন ব্যক্তি যে দান করে তা গোপন করে এমনকি তার বাম হাত জানে না, ডান হাত কী দান করে ৭. যে লোক নিভৃতে একাকী আল্লাহকে স্মরণ করে দু-চোখে অশ্রু ঝরায়। (বুখারীঃ বাবুস সদাকাতি বিল ইয়ামীন,১৩৩৪)

৫৮. ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি : اَلسِّيَاسَةُ الْخَارِجِيَّةُ فِى الْإِسْلَامِ

আল কুরআন

١. وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ۔وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ۔اِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْئُوْلًا۔

১. সুন্দর উপায়ে ছাড়া ইয়াতিমের মালের কাছেও যেয়ো না, যতদিন না সে যুবক বয়সে পৌঁছে। ওয়াদা পালন কর। নিশ্চয়ই ওয়াদার ব্যাপারে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। (সূরা বনী ইসরাইল- ১৭:৩৪)

٢. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ۔

২. যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে। (সূরা মুমিনূন-২৩:৮)

٣. أَفَمَنْ يَّعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَا أَعْمٰى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوالْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ۔

৩. এটা কী করে সম্ভব, ঐ লোক যে আপনার রবের এই কিতাব, যা তিনি আপনার উপর নাজিল করেছেন, তাকে সত্য বলে জানে; আর ঐ লোক, যে এ বিষয়ে অন্ধ, তারা দু'জনই এক সমান হয়ে যাবে? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই কবুল করে থাকে। তাদের কর্মনীতি এমন হয় যে, তারা আল্লাহর সাথে তাদের ওয়াদা পূরণ করে এবং তা মজবুত করে বাঁধার পর ছিঁড়ে ফেলে না। (সূরা রা'দ- ১৩:১৯,২০)

٤. كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔فَمَااسْتَقَامُوْالَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْالَهُمْ۔اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۔

৪. মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কেমন করে কোনো চুক্তি (বহাল) থাকতে পারে? তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদে হারামের কাছে

চুক্তি করেছিলে তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে (চুক্তি পালনে) ঠিক থাকে, তোমরাও তাদের সাথে ঠিক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন। (সূরা তাওবা-০৯:৭)

٥. اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْ تُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًاوَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْآ اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ.اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

৫. (হে ঈমানদারগণ!) ঐসব মুশরিক, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, এরপর যারা চুক্তি পালনে তোমাদের সাথে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি; এমন লোকদের সাথে তোমরাও চুক্তির মেয়াদ পুরা কর। আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন। (সূরা তওবা-০৯:৪)

٦. وَاِنْ نَّكَثُوْآ اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْآ اَئِمَّةَ الْكُفْرِ.اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ.

৬. যদি চুক্তি করার পর তারা তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের উপর হামলা চালাতে শুরু করে, তাহলে কাফির নেতাদের সাথে লড়াই করবে। কেননা তাদের কসমের কোনো বিশ্বাস নেই। হয়তো (তলোয়ারের ভয়েই) তারা বিরত হবে। (সূরা তাওবা-০৯:১২)

আল হাদীস

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ اِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِه اِيَّاهُ بِنَفْسِه)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা)

বলেছেন, যে আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে। (বুখারী; বাবু ইকরামিদ দয়ীফি ওয়া খিদমাতিহি ইয়য়াহু বিনাফসিহি, ৫৬৭১)

٢. عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ الْحَثِّ عَلٰى اِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ)

২. হযরত আবু শুরাইহিল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, যে আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে। (মুসলিমঃ বাবুল হাসসি আলা ইকরামিল জারি, ওয়াদ দইফি, ৬৯)

٣. عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعٰوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتّٰى اِذَا نْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ اَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وفَاءٌ لَا غَدَرَ فَنَظَرُوْا فَاِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلَا

يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِىَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ ـ

(اَبُوْدَاؤُدَ: بَابُ فِى الْاِمَامِ يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ)

৩. হযরত সুলায়েম ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া ও রোমবাসিদের মাঝে একটি চুক্তি লিপিবদ্ধ ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়ারিয়া (রা) তার বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল চুক্তি মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তার নিকট উপস্থিত হল এক ঘোড় সাওয়ার। তিনি বলেছেন, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করোনা । তার দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া (রা) দেখলেন , তিনি আমর বিন আবাসা (রা)। মুয়াবিয়া (রা) বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি,যার সাথে কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি হয় তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোন পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয় । তার পরে এটাও বৈধ নয় যে সে চুক্তি শত্রুর পক্ষে নিক্ষেপ করবে। হাদীস শুনে মুয়াবিয়া (রা) তার সৈন্য নিয়ে ফিরে আসলেন। (তিরমিযিঃ বাবু মা জাআ ফিল গাদরি, ১৫০৬)

٤. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ اِمْحُهُ فَقَالَ عَلِىٌّ مَا اَنَا بِالَّذِى أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِه وَصَالَحَهُمْ عَلٰى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوْهَا اِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ فَسَأَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ ـ

(بُخَارِىْ: بَابُ كَيفَ يُكْتَبُ هٰذَا مَا صَالَحَ)

৪. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন রাসূল

(সা) হুদাইবিয়ার সন্ধিতে সন্ধিবদ্ধ হলেন, তখন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) সন্ধির বিষয়গুলো লিখলেন। আর তিনি লিখলেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)" মুশরিকরা (আপত্তি তুলে) বলল, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্যটি লিখবে না। যদি তুমি রাসূলই হয়ে থাক, তাহলে তো আমরা তোমার সাথে লড়াই করতাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা) কে বললেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্যটি মুছে ফেল। আলী (রা) বললেন, এটা মুছে ফেলার মত এমন কাজ আমি পারবো না। অতপর রাসূল্লাহ (সা) তাঁর নিজ হাত দ্বারা "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অংশটি মুছে ফেললেন। আর তাদের সাথে এই মর্মে সন্ধিবদ্ধ হলেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ তিন দিনের বেশির জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না, আর সাথে কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারীঃ বাবু কাইফা ইউকতাবু হাযা মা সলাহা, ২৫০০)

৫৯. ইসলামী সরকারের দায়িত্ব : وَاجِبَةُ الْحُكُوْمَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

আল কুরআন

١. اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

১. তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হাজ্জ-২২:৪১)

٢. وجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكَاةِ - وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

২. তাদেরকে আমি ইমাম বানিয়েছি, যারা আমার হুকুমে মানুষকে হেদায়াত করতেন। আর আমি তাদের প্রতি নেক কাজ করা, নামাজ কায়েম করা ও জাকাত দেয়ার জন্য অহি পাঠিয়েছি। তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল। (সূরা আম্বিয়া- ২১:৭৩)

٣. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

৩. আল্লাহ সুবিচার, বদান্যতা ও নিকটাত্মীয়ের হক আদায় করার আদেশ দিচ্ছেন এবং বেহায়াপনা, নিষিদ্ধ কাজ ও যুলুম করা থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে নসিহত করছেন, যাতে তোমরা উপদেশ নিতে পার। (সূরা নাহ্ল-১৬:৯০)

٤. وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتِىْ تَبْغِى حَتّٰى تَفِيْءَ اِلٰى أَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَائَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

৪. যদি ঈমানদারদের দুদল একে অপরের সাথে লড়াই করে তাহলে তাদের মধ্যে আপস করিয়ে দাও। এরপর যদি এক দল অপর দলের সাথে বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি (সে দলটি) ফিরে আসে তাহলে উভয় দলের মধ্যে ইনসাফের সাথে মিটমাট করে দাও। আর সুবিচার কর; যারা সুবিচার করে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা- হুজুরাত- ৪৯:৯)

আল হাদীস

١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِى بَيْتِى هٰذَا اللّٰهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِه ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ فَضِيْلَةِ الْاِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوْبَةِ الْجَائِرِ)

১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার এ ঘরেই বলেছেন, হে আল্লাহ। যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক হয় অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করল, তুমি ও তার প্রতি কঠোরতা করো। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি নরম ও কোমল আচরণ করে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ করো।(মুসলিমঃ বাবু ফাদিলাতিল ইমামিল আদিল, ৩৪০৭)

٢. عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ أُوْلِى الضَّعْفَةِ وَالْحَاجَةِ اِحْتَجَبَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (مُسْنَدِ اَحْمَدُ: حَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ)

২. হযরত মুয়াজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কোন বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হল, অতঃপর সে দুর্বল ও নিঃস্বদের থেকে (সাহায্য করা থেকে) বিমুখ থাকল, তাহলে কিয়ামতের দিন

আল্লাহ তায়ালাও তার থেকে বিমুখ থাকবেন। (মুসনাদে আহমদ: হাদীসু মুয়াজুবনু জাবালিন, ২১০৬১)

٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ فَهُوَ فِى النَّارِ۔ (اَلْمُعْجَمِ:اَلْاَوْسَطْ لِلطَّبْرَانِى : مِنْ اِسْمِهِ الْحُسَيْنِ)

৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল নিযুক্ত হল, অতঃপর সে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাহলে সে জাহান্নামী। (আল মুজামুল আওসাতি লিত তাবরানি; মিন ইসমিহিল হোসাইনি, ৩৬১৫)

٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِه وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِه فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه۔ (بُخَارِىْ: بَابُ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا)

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। শাসক সে দায়িত্বশীল, পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তানাদির দায়িত্বশীলা। অতঃপর (জেনে রাখ) তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর সকলকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (বুখারী: বাবু আল মারআতু রায়িয়াতুনফি বাইতি যাওজিহা, ৪৮০১)

٥. عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِى حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً

يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِه اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ـ (مسلم: بَابُ اِسْتِحْقَاقِ الْوَالِى الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِه النَّارَ)

৫. হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার মুযান্নী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি আমি জানতাম আমি বেঁচে থাকব তাহলে আমি তোমাদের নিকট তা বর্ণনা করতাম না। নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তার কোন বান্দাহকে প্রজাসাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানানোর পর সে যদি তাদের সাথে প্রতারণা করে থাকে, তবে সে যেদিনই মৃত্যু বরণ করুক, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। (মুসলিমঃ বাবু ইস্তিহকাকিল ওয়ালিল গাশশি লিরাইয়াতিহি আন্নারা, ২০৩)

٦. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ وَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاكْرَهُوْا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوْا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ خِيَارِ الْاَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ)

৬. হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্না করেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের নেতাদের মধ্যে তারা সর্বোত্তম, তোমরা যাদেরকে ভালোবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, আর তোমরাও তাদের জন্য দোয়া করে থাক। আর তোমাদের নেতাদের মধ্যে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে থাকে। তোমরা তাদেরকে অভিসম্পাত দিয়ে থাক আর তারাও তোমাদেরকে অভিসম্পাত দেয়। (সাহাবায়ে কেরামগণের পক্ষ থেকে) বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমরা কি ঐ খারাপ লোকদেরকে তরবারি দিয়ে শায়েস্তা করব না? অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামাজ

কায়েম করে থাকে, ততক্ষণ তা করবে না। আর যখন তোমরা তোমাদের নেতাদের মাঝে এমন কিছু দেখবে, যা তোমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের কাজকে অপছন্দ কর তবে আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিও না। (মুসলিম : বাবু খিয়ারিল আইম্মাতি ওয়া শিরারিহিম, ৩৪৪৭)

৬০. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ: اَلْعَلْمَانِيَّةُ

আল কুরআন

١. اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا - أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا - ذٰلِكَ جَزَائُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا آيَاتِىْ وَرُسُلِى هُزُوًا-

১. (তারা হলো ঐসব লোক) দুনিয়ার জীবনে যাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ভুল পথে চলেছে এবং যারা মনে করে, তারা সব কিছু ঠিকই করছে।এরাই ঐ সব লোক, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে মানতে অস্বীকার করেছে এবং তার সাথে সাক্ষাতের কথা বিশ্বাস করে না। এর ফলে তাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে কোনো গুরুত্বই দেবো না। তারা যে কুফরি করেছে এবং আমার আয়াত ও আমার রাসূলকে হাসি-ঠাট্টার পাত্র বানিয়েছে এর কারণে তাদের জন্য বদলা হিসেবে দোযখ রয়েছে। (সূরা কাহ্‌ফ- ১৮:১০৪-১০৬)

٢. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

২. এ আনুগত্য (ইসলামে) ছাড়া যে অন্য কোনো পথ তালাশ করে, তার ঐ পথ কখনো কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে বিফল ও ব্যর্থ হবে। (সূরা আলে ইমরান-০৩:৮৫)

٣. أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ-

৩. তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান রাখ আর বাকি অংশকে অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ করবে তাদের জন্য এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং আখিরাতে তাদেরকে কঠিন আজাবের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তোমরা যা কিছু করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ বেখবর নন। (সূরা বাকারা: ০২:৮৫)

٤. أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

৪. এখন এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পথ (আল্লাহর দ্বীন) বাদ দিয়ে অন্য কোন পথ তালাশ করে? অথচ আসমান ও জমিনের সব জিনিসই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) হয়েই আছে। আর সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। (সূরা আলে ইমরান: ০৩:৮৩)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ أَنَّهٗ مُسْلِمٌ مَنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ - (اَحْمَدُ: مُسْنَدِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনটি বিষয় যার মাঝে থাকবে, সে মুনাফিক যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, নিজেকে মুসলমান বলে দাবিও করে। ১. সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ৩. আর যখন আমানত রাখা হয়, তখন খেয়ানত করে। (আহমদ: মুসনাদে আবি হুরাইরা, ১০৫০৪)

٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَقَالَ اِنِّىْ مُسْلِمٌ : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَاِذَا

أُؤْتُمِنَ خَانَ ـ (مُسْنَدِ اَبِىْ يُعلَى الْمَوْصِلِىْ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ)

২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনটি বিষয় যার মাঝে থাকবে সে মুনাফিক। যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, হজ করে-ওমরা করে এবং বলে অবশ্যই আমি মুসলমান এরপরও সে মুনাফিক। ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে,৩. আর যখন আমানত রাখা হয় খেয়ানত করে। (মুসনাদে আবি ইয়ালা আল মুওসালা সালাসুন মান কুন্না ফিহি ফাহুয়া মুনাফিকুন, ৩৯৮৮)

৬১. বিবাহ : اَلنِّكَاحُ

আল কুরআন

١. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنٰتُكُم وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا۔

১. তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে ও তোমাদের ঐসব মা, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন; তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের বিবিদের মা, তোমাদের বিবিদের মেয়েরা, যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ; কিন্তু যদি (শুধু বিয়ে হয়ে থাকে আর) সহবাস না হয়ে থাকে তাহলে (তাদেরকে তালাক দিয়ে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করায়) তোমাদের কোনো দোষ হবে না। আর তোমাদের আপন ছেলেদের বিবিদেরকে (বিয়ে করাও হারাম)। এক সাথে দুই বোনকে (বিয়ে করাও হারাম)। অবশ্য যা আগে হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। আর ঐ মহিলারাও তোমাদের জন্য হারাম, যাদেরকে অন্য লোক বিয়ে করেছে। অবশ্য ঐসব মহিলাদের কথা আলাদা,

যারা (যুদ্ধের মাধ্যমে) তোমাদের হাতে আসে। এটা আল্লাহর আইন, যা মেনে চলা তোমাদের কর্তব্য। (উপরিউক্ত ১৪ রকম মেয়েলোক ছাড়া) আর যত মহিলা আছে তাদেরকে তোমাদের মালের বিনিময়ে হাসিল করা তোমাদের জন্য এ শর্তে হালাল করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে, তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করবে না। তারপর বিবাহিত জীবনের যে মজা তোমরা হাসিল কর তার বদলে তাদের মোহরানা ফরজ হিসেবে আদায় কর। অবশ্য মোহরানা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর যদি তোমাদের মধ্যে আপসে কোনো সমঝোতা হয় তাতে কোনো দোষ নেই। আল্লাহ সবই জানেন ও তিনি পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। (সূরা নিসা- ০৪:২৩, ২৪)

٢. وَأَنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

২. তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা নেক, তাদেরকে বিয়ে দাও। যদি তারা গরিব হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তার মেহেরবানিতে তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ বড় দানশীল ও মহাজ্ঞানী। (সূরা নূর- ২৪:৩২)

٣. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَأٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ -

৩. যারা এখনো বিয়ে করতে পারেনি আল্লাহ তাদেরকে তাঁর মেহেরবানিতে সচ্ছল করে দেয়া পর্যন্ত তারা যেন নৈতিক চরিত্র বজায় রাখে। তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা (মুক্তির উদ্দেশ্যে) চুক্তি করতে চায়, তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গল আছে বলে যদি মনে কর তাহলে তাদের সাথে চুক্তি করে নাও। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে মাল দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দান কর।

তোমাদের দাসীরা যখন নিজেরাই সতী হয়ে থাকতে চায়, তখন দুনিয়ার স্বার্থে তাদেরকে পতিতার পেশায় বাধ্য করো না। যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয়ই তাদেরকে বাধ্য করার পর তাদের উপর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান হবেন। (সূরা নূর- ২৪ঃ৩৩)

٤. وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوا ـ

৪. যদি তোমরা আশঙ্কা কর, ইয়াতিমের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে যেসব মহিলা তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য থেকে এক, দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তোমরা তাদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজনকেই বিয়ে কর। অথবা ঐসব মহিলাদেরকে বিবি বানাও, যারা তোমাদের মালিকানায় এসেছে। অবিচার থেকে বাঁচার জন্য এটাই বেশি সহজ। (সূরা নিসা-০৪ঃ৩)

٥. وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ

৫. তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর। আর তিনি তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব-ভালবাসা ও দয়া-মায়া দান করেছেন। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা রূমঃ ৩০ঃ২১)

٦. وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا ـ

৬. বিবিদের মোহর খুশি মনে (ফরজ মনে করে) আদায় কর। অবশ্য যদি তারা নিজের মর্জিতে মোহরের কোনো অংশ তোমাদেরকে মাফ করে দেয় তাহলে তোমরা তা মজা করে খেতে পার। (সূরা নিসা- ০৪ঃ৪)

١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهٗ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهٗ لَهٗ وِجَاءٌ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ اِسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهٗ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখ, তোমরা বিবাহ কর। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহের (ভরণ পোষণের) সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা কামভাব দমনের সহায়ক। (মুসলিম; বাবু ইস্তিহবাবিন নিকাহি লিমান তাক্বাতাফসুহুন ২৪৮৫)

٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ الْأَكْفَاءِ فِى الدِّيْنِ)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা) বলেন, (স্বাভাবিকভাবে) মহিলাদের চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। ১. তার সম্পদ ২. বংশ মর্যাদা ২. সৌন্দর্য ৪. তার দ্বীনদারি। তবে তোমরা দ্বীনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দাও তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে। (বুখারী: বাবুল ইকফায়ি ফিদ দ্বীনি, ৪৭০০)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদস্বরূপ। আর দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হলো সতী স্বাধবী, নেককার স্ত্রী। (মুসলিম : বাবু খাইরু মাতাইদ দুনিয়া আল মারআতুস সালেহা, ২৬৬৮)

٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ۔ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُجَاهِدِ وَالنَّاكِحِ وَالْمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللّٰهِ اِيَّاهُمْ)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালার স্বীয় দায়িত্ব। ১. আল্লাহর পথের মুজাহিদ ২. ঐচুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস যে তার দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে চায় ৩. ঐ বিবাহিত ব্যক্তি যে চরিত্র সংরক্ষণের জন্য বিয়ে করে। (তিরমিযী ; বাবু মা জা' আ ফি মুজাহিদি ওয়ান নাকিহি ওয়াল মুকাতাবি ওয়া আওনিল্লাহি ইয়্যাহুম, ১৫৭৯)

٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ۔ (اَبُوْدَاؤُدَ: بَابُ فِى الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيْدُ تَزْوِيْجِهَا)

৫. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি যখন কোন মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে যেন এমন বিষয় দেখে নেয় যা তার বিয়ের পথকে সুগম করে। (আবু দাউদ: বাবু ফির রাজুলি ইয়ানজুরু ইলাল মারআতি ওয়া হুয়া ইউরিদু তাযবিজিহা, ১৭৮৩)

৬২. জিনা-ব্যভিচারের শাস্তি : عُقُوْبَةُ الزِّنَا

আল কুরআন

١. وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ـ

১. যিনার ধারে-কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা বেহায়াপনা ও বড়ই মন্দ পথ। (সূরা বনি ইসরাইল- ১৭:৩২)

٢. قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ـ وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ ـ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ـ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

২. (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন এস, আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই যে, তোমাদের রব তোমাদের উপর কী কী বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, তাঁর সাথে কোনো জিনিসকে শরিক করো না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তোমাদের ও তাদের রিজিক দেই। প্রকাশ্য হোক আর গোপন হোক কোনো রকম অশ্লীলতার কাছেও যেও না। আল্লাহ (মানুষের) যে জীবনকে সম্মানের পাত্র সাব্যস্ত করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। এসব কথা মেনে চলার জন্যই তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন, হয়তো তোমরা বুঝে-শুনে চলবে। (সূরা আনআম-০৬:১৫১)

٣. اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ـ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

৩. যিনাকারিণী মহিলা ও যিনাকারী পুরুষ-দুজনের প্রত্যেককেই একশ’ করে বেত লাগাও। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়ার জযবা যেন

তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর তাদেরকে শাস্তি দেয়ার সময় ঈমানদারদের এক দল যেন সেখানে হাজির থাকে। (সূরা নূর- ২৪:২)

٤. اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ- وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ -

৪. যিনাকারী পুরুষ ছাড়া যিনাকারিণী নারী বা মুশরিক মহিলাকে যেন কেউ বিয়ে না করে এবং যিনাকারিণীকে যিনাকারী পুরুষ বা মুশরিক ছাড়া যেন কেউ বিয়ে না করে। এসবই ঈমানদারদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। (সূরা নূর-২৪:৩)

٥. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بَاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا و أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

৫. যারা সতী মহিলাদের উপর অপবাদ দেয়, তারপর চারজন সাক্ষী আনতে না পারে, তাদেরকে আশিটি করে বেত মার এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই ফাসিক। (সূরা নূর- ২৪:৪)

আল হাদীস

١. عَنْ عُبَادَةَبِنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عِنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايِعُوْنِى عَلٰى اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَقَرَأَ هٰذِه الْآيَةَ كُلَّهَا فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِه فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ - (بُخَارِىْ: اَلْحُدُودُ كَفَّارَةٌ)

১. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা) এর নিকট এক মজলিসে বসা ছিলাম। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন,

তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বাইয়াত কর যে, আল্লাহর সাথে কিছু শিরক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, তোমরা যিনা করবে না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পুরোটা পাঠ করলেন, "অতএব" তোমাদের মধ্যে যে কেহ (এ সকল অঙ্গীকার) পূর্ণ করবে তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটিতে লিপ্ত হবে, সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে। এবং এই শাস্তি হবে তার কাফফারা। আর যে ব্যক্তি এর কোন একটিতে লিপ্ত হবে, অতঃপর আল্লাহ তার বিষয়টি গোপন রাখলেন, ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন"। (বুখারীঃ বাবু আল হুদুদ কাফফারাতুন, ৬২৮৬)

٢. عَنْ اَبِىْ هُـرَيْرَةَ رَضِـىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَـنِبُـوْا السَّبْـعَ الْـمُـوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَـالِ الْيَتِيْـمِ وَالتَّـوَلِّـىْ يَـوْمَ الـزَّحْـفِ وَقَـذْفُ الْـمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْـغَـافِلَاتِ - (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا﴾

২. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মকমূলক কাজ থেকে বিরতথাক। সাহাবায়ে কেরামগণ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা) সেগুলো কী কী? তিনি (সা) বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা ২.জাদু টোনা করা ৩. আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তা হত্যা করা ৪. সুদ খাওয়া ৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ৭. সতীসাধবী, সহজ সরলা মুমিন নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। (বুখারী : বাবু ক্বাওলিল্লাহি তায়ালা "ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমান..........২৫৬০)

٣. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِـىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أَتٰى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِىَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَنِكْتَهَا لَا يَكْنِيْ قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ اَمَرَ بِرَجْمِهِ ـ

(بُخَارِىْ: بَابُ هَلْ يَقُوْلُ الْاِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ اَوْ غَمَزْتَ)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মায়েজ ইবনে মালেক (রা) নবী করীম (সা) এর নিকট (জিনার আত্মস্বীকৃতি নিয়ে) এলেন, রাসূল (সা) তাকে বললেন, সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছ, অথবা আঁচড় কেটেছ অর্থাৎ স্পর্শ করেছ, অথবা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছ। তিনি বললেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)। রাসুল (সা) বলেছেন, তাহলে তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ? রাসুল(সা) এটা কোন ইঙ্গিত ছাড়াই জিজ্ঞেস করেছেন। অতপর তাকে পাথর মারার আদেশ দেয়া হলো।

(বুখারীঃ বাবু হাল ইয়াকুলুল ইমামু লিল মুকিররি লাআল্লাকা লামাছতা, আও গামাযতা, ৬৩২৪)

٤. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنٰى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ أُصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّيَ عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالزِّنٰى)

৪. হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বর্ণনা করেন, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবী করীম (সা) এর নিকট এমনঅবস্থায় আসল যে, সে ব্যভিচারের

মাধ্যমে গর্ভধারণ করেছে। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর নবী (সা)! আমি হদের (যিনার শাস্তির) উপযোগী হয়েছি, সুতরাং আপনি আমার উপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। অতঃপর নবী (সা) মহিলার অভিভাবককে ডেকে বললেন, তার সাথে ভালো ব্যবহার কর। আর যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করবে তখন তাকে (মহিলাকে) আমার কাছে নিয়ে আসবে। অভিভাবক এমনটিই করল। অতঃপর নবী করীম (সা) আদেশ করলেন, অতঃপর তার উপর তার কাপড়কে বেধে দেয়া হলো, তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হল। (সে মারা গেলে) অতঃপর রাসূল (সা) তার জানাযার নামাজ পড়ালেন। ওমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি এমন ব্যক্তির জানাজা পড়বেন? অথচ সে যিনা করেছে! রাসূল (সা) বললেন, এই মহিলা এমন তাওবা করেছে, যদি তা মদীনার সত্তরটি পরিবারের মধ্যেও বণ্টন করে দেয়া হয় তবুও তা তাদের তাওবার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোন তাওবা পাবে; যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে শেষ করে দিয়েছে। (মুসলিম ; বাবু মান ইতিরাফা আলা নাফসিহি বিয যিনা, ৩২০৯)

৬৩. জন্মনিয়ন্ত্রণ : ضَبْطُ الْوِلَادَةِ

আল কুরআন

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ ـ

১. দুনিয়ায় এমন কোন জীব নেই, যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, সে কোথায় থাকে এবং কোথায় তাকে রাখা হয়। সব কিছু এক স্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে। (সূরা হুদ: ১১:০৬)

٢. وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيْرًا ـ

২. তোমরা অভাবের আশঙ্কায় সন্তানকে হত্যা করো না। আমি তাদের এবং তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের হত্যা করা নিঃসন্দেহে মহা অপরাধ। (বনী ইসরাইল: ১৭:৩১)

٣. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيْنَ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ ـ

৩. এর মধ্যেই জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য এবং অন্যান্য অনেকের জন্যও যাদের রিজিকদাতা তোমরা নও। এমন কোনো জিনিস নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। আর আমি যে জিনিসই নাজিল করি তা এক নির্দিষ্ট পরিমাণে নাজিল করে থাকি। (সূরা হিজ্‌র-১৫:২০,২১)

٤. وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৪. কত জীব-জন্তুই তো এমন আছে, যারা তাদের রিজি্ক বহন করে চলে না। আল্লাহই তাদেরকে রিজিক দেন এবং তোমাদেরকেও দেন। তিনি সব কিছু

শুনেন ও জানেন। (সূরা আনকাবূত-২৯:৬০)

٥. وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ـ

৫. যখন সে ক্ষমতা লাভ করে তখন পৃথিবীতে তার সব চেষ্ট-সাধনা এ জন্য হয়, যাতেসে সেখানে ফিতনা-ফ্যাসাদ ছড়ায়, ফসল নষ্ট করে এবং মানব বংশ ধ্বংস করে। অথচ আল্লাহ (যাকে সে সাক্ষী বানিয়েছিল) ফাসাদ মোটেই পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা- ০২:২০৫)

٦. لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا ـ وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيْنًا ـ

৬. যে আল্লাহকে বলেছিল, আমি তোমার বান্দাহদের মধ্য থেকে এক নির্দিষ্ট হিস্যা দখল করেই ছাড়ব। (সে আরো বলেছিল) অবশ্যই আমি তোমাদেরকে গোমরাহ করব, আশার ছলনায় ভুলাব, তাদেরকে আমি হুকুম করব এবং আমার হুকুম মতো তারা পশুর কানে ছিদ্র করবে, আমি তাদেরকে হুকুম করব এবং তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রদবদল করবে। যে আল্লাহর বদলে এ শয়তানকে মুরব্বি বানাবে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে পড়বে। (সূরা নিসা- ০৪:১১৯)

আল হাদীস

١. عَنْ اَبِىْ سَعَيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا هِىَ كَائِنَةٌ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ الْعَزْلِ)

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এল আর আমরা আযল করতাম। আমরা এ সম্পর্কে রাসূল

(সা) কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ কর? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। (জেনে রাখ) কিয়ামত পর্যন্ত যে সব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে, তারা তো জন্মগ্রহণ করবেই। (বুখারী ; বাবুল আযলি, ৪৮০৯)

٢. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا أَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ شَىْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَىْءٌ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ)

২. হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সবটুকু পানিতে (বীর্য) সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তায়ালা যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোন কিছুই উহা রোধ করতে পারে না। (মুসলিমঃ বাবু হুকমিল আযলি, ২৬০৫)

৬৪. আত্মশুদ্ধি : تَزْكِيَةُ النَّفْسِ

আল কুরআন

١. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى-

১. সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা লাভ করেছে ও আপন রবের নাম স্মরণ করেছে এবং তারপর নামাজ পড়েছে। (সূরা আ'লা-৮৭:১৪,১৫)

٢. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا -

২. অবশ্যই সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে তার (নাফসকে) পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে-ই বিফল হয়েছে, যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে। (সূরা শাম্স-৯১:৯,১০)

٣. صِبغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهٗ عَابِدُوْنَ -

৩. আপনি বলুন আল্লাহর রং ধারণ কর। তাঁর রং থেকে আর কার রং বেশি সুন্দর হতে পারে? আমরা তাঁরই দাসত্ব করে চলেছি। (সূরা বাকারা-০২:১৩৮)

٤. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلَيْمٌ -

৪. (হে রাসূল!) আপনি তাদের মাল থেকে সদকা নিয়ে তাদেরকে পবিত্র করুন, তাদেরকে (নেক পথে) এগিয়ে দিন এবং তাদের জন্য রহমতের দু'আ করুন। কেননা আপনার দু'আ তাদের জন্য সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (সূরা তাওবা : ০৯:১০৩)

٥. هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ -

৫. তিনিই সে সত্তা, যিনি উম্মতের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনান, তাদের জীবন পবিত্র করেন

এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে পড়ে ছিল। (সূরা জুমু'আ-৬২ঃ২)

٦. اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيْلًا اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا۔

৬. আসলে রাতজাগা (কাজটি) নাফসকে দমন করার জন্য খুব বেশি (ফলদায়ক) এবং (কুরআন) ঠিকমতো পড়ার জন্য বেশি উপযোগী। দিনের বেলা তো আপনার অনেক ব্যস্ততা আছে। আপনার রবের নামের যকির করুন এবং সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে তাঁরই হয়ে থাকুন। (সূরা মুজ্জাম্মিল-৭৩ঃ৬-৮)

আল হাদীস

١. عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْلُ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا اِنَّ حِمَى اللّٰهِ فِىْ أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ اَلَا وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ ـ(بُخَارِىْ: بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِه) , (مُسْلِمٌ: بَابُ اَخْذِ الْحَلَالِ وَ تَرْكِ الشُّبُهَاتِ)

১. হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, হালাল সুস্পষ্ট, হারাম ও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয়গুলো। অনেকেই সেগুলো জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা

করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে এমন রাখালের মত হয়ে যায় যে, সে তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে চরায়। ফলে তা সেখানে প্রবেশ করার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। শোন, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, আরো শোন আল্লাহর যমীনে তার সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো। এ কথাও শোন, মানবদেহে একটি মাংসখণ্ড আছে। তা ভালো থাকলে গোটা শরীর ভালো থাকে। আর তা খারাপ হয়ে গেলে গোটা শরীরটাই খারাপ হয়ে যাবে। জেনে রাখ সেটা হচ্ছে "অন্তর"। (বুখারী ; বাবু ফাদলি মানিস তাবরায়া লিদ্বীনিহি, ৫০ মুসলিম : বাবু আখযিল হালালি ওয়া তারকিশ শুবহাতি, ২৯৯৬)

٢. عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ـ (تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِى مُعَاشَرَةِ النَّاسِ)

২. হযরত আবু যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, আর মন্দ কাজ করলে তার পরপরই সৎ কাজ কর। তাহলে ভালো কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিযী ঃ বাবু মা জা'আ ফি মুয়াশারাতিন নাসি, ১৯১০)

٣. عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالًا هِىَ أَدَقُّ فِى أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ مَا يُتَّقٰى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ)

৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন তোমরা (বর্তমানে) এমন অনেক কাজ করে থাক সেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও বেশি হালকা। কিন্তু নবী (সা) এর সময়ে আমরা সেগুলোকে ও ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। (বুখারী : বাবু মা ইউত্তাক্বা মিন মুহাক্কিরাতিয যুনুবি, ৬০১১)

٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ

اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ — (تِرْمِذِىْ: بَابُ فِيْمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُضْحِكُ بِهَا النَّاسَ)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অশোভনীয় (অনর্থক) কাজ পরিহার করা মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী : বাবু ফীমান তাকাল্লামা বিকালিমাতিন ইউদহিকু বিহান্নাসা, ২২৩৯)

৬৫. ইসলামে নির্বাচন : اَلْاِنْتِخَابُ فِى الْاِسْلَامِ

আল কুরআন

١. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى أَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْابِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِه اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

১. (হে মুসলিম সমাজ!) আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, সব রকমের আমানত আমানতদার লোকদের হাতে তুলে দাও। আর যখন লোকদের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে অত্যন্ত ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন। (সূরা নিসা- ০৪ঃ৫৮)

٢. قَالَ اجْعَلْنِى عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ -

২. তখন ইউসুফ বললেন, দেশের অর্থ বিভাগ আমার হাতে তুলে দিন। আমি এর হেফাজতকারী হব এবং (এ বিষয়ে) আমার জানা আছে। (সূরা ইউসুফ -১২ঃ৫৫)

আল হাদীস

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ وَحَتّٰى تُقَاتِلُوْا التُّرْكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْاُنُوْفِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَتَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْأَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِىْ الْاِسْلَامِ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلٰى اَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَاَنْ يَرَانِى أَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِه وَمَالِه - (بُخَارِىْ: بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِى الْاِسْلَامِ)

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন, যেসব লোক চুলের জুতা পরিধান করবে সে পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, এবং যে পর্যন্ত তোমরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখ গুলো হবে ক্ষুদ্র, মুখমন্ডল লাল, নাকগুলো চেপ্টা আর চেহারাটা হবে পেটা ঢালের ন্যায়, সে পর্য়ন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবেনা। তোমরা উত্তম ব্যক্তিদেরকে নেতৃত্ব ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বাধিক অনীহা পোষণকারী দেখতে পাবে, যতক্ষণ না সে তাতে জড়িত হয়ে পড়ে। মানবজাতি খনিরাজির ন্যায়। জাহেলী যুগে যারা উত্তম ছিলেন, ইসলামী যুগেও তারা উত্তম। আর তোমাদের কারো কারো কাছে এমনও সময় আসবে,যখন লোকজন ও ধন-সম্পদ অপেক্ষা একটি বার আমার দর্শন লাভই তার নিকট অধিকতর প্রিয় হবে। (বুখারীঃ বাবু আলামাতিন নুবুয়্যাতি ফিল ইসলাম,৩৩২২)

٢. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنَ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنتَ عَلَيْهَا وَاِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ قَولِ اللّٰهِ تَعَالٰى "لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ أَيْمَانِكُمْ")

২. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! নেতৃত্ব প্রার্থী হয়ো না। কারণ প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব লাভ করলে তোমার উপর যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব প্রাপ্ত হলে তুমি এ ব্যাপারে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। আর তুমি কোন বিষয়ে শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ লক্ষ্য করলে তখন যেটা ভালো সেটা করবে, তবে শপথের কাফফারা আদায় করবে। (বুখারীঃ বাবু ক্বাওলিল্লাহি তায়া"লা লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল লাগয়ি ফী আইমানিকুম"-৬১৩২)

৬৬. যুলুম : اَلظُّلْمُ

আল কুরআন

١. اِلَّا الَّـذِيْـنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُوْنَ ۔

১. (অবশ্য তাদের কথা আলাদা) যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করেছে এবং তাদের উপর যুলুম করা হলে শুধু প্রতিশোধ নেয়। আর যুলুমকারীরা শিগ্‌গিরই জানতে পারবে, তাদের পরিণতি কী হতে যাচ্ছে। (সূরা শুআরা- ২৬:২২৭)

٢. اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔

২. যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে অবশ্যই দোষ দেয়া যায় । এরাই ঐ সব লোক যাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা শুরা- ৪২:৪২)

٣. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خَائِفِيْنَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔

৩. যে লোক আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নাম নিতে বাধা দেয় এবং তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে তার চেয়ে বড় যালিম কে হতে পার? এ ধরনের লোকদের ঐ ইবাদতের জায়গায় ঢোকাই উচিত নয়। আর যদি তারা যায়-ই তাহলে ভীত অবস্থায় যেন যায়। তাদের জন্য দুনিয়ায় অপমান এবং আখিরাতে কঠোর আযাব রয়েছে। (সূরা বাকারা-০২:১১৪)

٤. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ وَلَوْلَا

كَلِمَةُ الفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ -

৪. এ লোকেরা কি আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরিক বানিয়ে নিয়েছে, যারা তাদের জন্য দীনের মতো এমন কোনো তরিকা ঠিক করে দিয়েছে, যার কোনো অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি ফায়সালার বিষয়টা আগেই ঠিক করা না হতো, তাহলে তাদের মধ্যে কবেই মীমাংসা করে দেয়া হতো। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা শুরা-৪২ঃ২১)

٥. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَائَهُ أَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ -

৫. তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যাচার আরোপ করে, অথবা সত্য তার সামনে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে মিথ্যা মনে করে? দোযখই কি এ ধরনের কাফিরদের ঠিকানা নয়? (সূরা আনকাবূত-২৯ঃ৬৮)

٦. أَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا أَوْ نَصَارٰى قُلْ أَاَنْتُمْ أَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ -

৬. অথবা, তোমরা কি বলতে চাও- ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানগণ ইহুদি বা খ্রিষ্টান ছিলেন? আপনি বলুন, তোমরা কি বেশি জানো, না আল্লাহ বেশি জানেন? তার চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে, যার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ্য দেয়ার দায়িত্ব রয়েছে, অথচ সে তা গোপন রাখে? তোমাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই অমনোযোগী নন। (সূরা বাকারা-০২ঃ১৪০)

٧. يَاَ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ - فَاِنْ لَّمْ تَفعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَموَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ -

৭. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের যে সুদ বাকি রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি যথার্থই তোমরা ঈমান এনে থাকো। যদি তোমরা এরূপ না কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। এখনও যদি তাওবা কর (এবং সুদ ছেড়ে দাও) তাহলে তোমরা তোমাদের আসল পুঁজির হকদার। তোমরাও জুলুম করবে না, তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না। (সূরা বাকারা-০২:২৭৮,২৭৯)

আল হাদীস

١. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ ـ(بُخَارِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ)

১. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে যুলুম করে অপরের এক বিঘৎ জমি আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমি ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী : বাবু মা জা আ ফী সাবয়ি আরদীনা, ২৯৫৯)

٢. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْصُرُهٗ اِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا أَفَرَأَيْتَ اِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهٗ قَالَ تَحْجُزُهٗ أَوْ تَمْنَعُهٗ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهٗ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ يَمِيْنِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهٖ)

২। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমার ভাই যালিম হোক কিংবা মাজলুম হোক তাকে সাহায্য করবে। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! যখন সে মাজলুম হবে তখন তো আমি তাকে সাহায্য করতে পারব। কিন্তু আপনি কী মনে করেন? যখন সে যালিম হবে তখন আমি তাকে কিভাবে সাহায্য করব? রাসূল (সা)

বললেন, তুমি তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে, আর এটাই হবে তার জন্য সাহায্য। (বুখারী : বাবু ইয়ামীনির রাজুলি লি সাহিবিহি, ৬৪৩৮)

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَدْرِى الْقَاتِلُ فِى اَىِّ شَىْءٍ قَتَلَ وَلَا يَدْرِىْ الْمَقْتُوْلُ عَلٰى أَىِّ شَىْءٍ قُتِلَ - (مُسْلِمٌ: بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, আমার প্রাণ যাঁর হাতে, সে সত্তার কসম করে বলছি! অবশ্যই মানুষের মাঝে এমন একটি যুগ আসবে, (যুলুমের মাত্রা এত বেশি হবে) যখন হত্যাকারী জানবে না সে কী জন্য হত্যা করল আর নিহত ব্যক্তিও জানবে না তাকে কেন হত্যা করা হল? (মুসলিম ঃ বাবু লা তাকুমুস সা আতু হাত্তা ইয়ামুররার রাজুলু ৫১৭৭)

٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى سَفَكُوْا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ - (مُسْلِمٌ: بَابُ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ)

৪. হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা যুলুম করা থেকে বিরত থাক। কেননা যুলুম কেয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতার কলুষতা থেকেও দূরে থাক। কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে রক্তপাত ও মারামারি করতে প্ররোচিত করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উস্কানি দিয়েছে। (মুসলিমঃ বাবু তাহরীমিয যুলমি, ৪৬৫৭)

٥. عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ لِلظَّالِمِ حَتّٰى اِذَا أَخَذَهٗ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخْذَهٗ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ﴾ - (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِه : وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ)

৫. হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে গ্রেফতার করেন, তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর নবী (সা) এ আয়াত পাঠ করলেন, "আর তোমার রব যখন কোন যালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন, নির্মম ও পীড়াদায়ক"। (বুখারী ; বাবু ক্বাওলিহি ওয়া কাযালিকা আখযু রাব্বিকা .... ৪৩১৮)

৬৭. মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক : اَلْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

আল কুরআন

١. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

১. মুমিনরা তো একে অপরের ভাই। তাই তোমাদের ভাইদের মধ্যে সুসম্পর্ক বহাল করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা য়ায়, তোমাদের উপর দয়া করা হবে। (সূরা হুজুরাত-৪৯ঃ১০)

٢. وَاِنْ يُرِيْدُوا أَنْ يَخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

২. আর যদি তারা আপনাকে ধোঁকা দেয়ার নিয়ত রাখে তাহলে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য দিয়ে এবং মুমিনদের মাধ্যমে আপনাকে মদদ জুগিয়েছেন আর মুমিনদের দিলকে একে অপরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আপনি যদি দুনিয়ার সব ধন-দৌলত খরচ করতেন তবুও তাদের দিলকে জুড়ে দিতে পারতেন না। কিন্তু তিনিই আল্লাহ, যিনি তাদের দিল জুড়ে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিমান ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক। (সূরা-আনফাল-০৮ঃ৬২,৬৩)

٣. وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ـ وَاذْكُرُوْ نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ـ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ـ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

৩. সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে ধরে থাক এবং দলাদলি করো

না। আল্লাহর ঐ নিয়ামতের কথা মনে রেখ, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমরা যখন একে অপরের দুশমন ছিলে তখন তিনি তোমাদের মধ্যে মনের মিল করে দিয়েছেন এবং তাঁর মেহেরবাণিতে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গিয়েছ। তোমরা আগুনভরা এক গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। হয়তো এসব আলামত থেকে তোমরা সফলতার সরল পথ পেয়ে যাবে। (সূরা আলে ইমরান- ০৩ঃ১০৩)

٤. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ـ

৪. হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চার পাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দু'আ করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মজবুত সিদ্ধান্তে পৌছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে। (সূরা - আলে ইমরান- ০৩ঃ১৫৯)

٥. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ـ سِيْمَاهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ. ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَ مَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ـ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ـ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ

৫. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফিরদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে কোমল। তুমি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তাদেরকে রুকূ- সিজদা অবস্থায় এবং আল্লাহর মেহেরবানি ও সন্তুষ্টির তালাশে মগ্ন পাবে। তাদের চেহারায় সিজদার আলামত রয়েছে, যা থেকে তাদেরকে আলাদাভাবে চেনা যায়। তাওরাতে তাদের এ পরিচয় রয়েছে। আর ইনজিলে তাদের উহাহরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, যেন একটি বীজ বপন করা হলো যা থেকে প্রথমে অঙ্কুর বের হলো, তারপর তা মজবুত হলো, তারপর পুষ্ট হলো, এরপর নিজের উপর খাড়া হয়ে গেল। (এ দৃশ্য) চাষীকে খুশি করে দেয়, যাতে কাফিরদের (মনে) জ্বালা সৃষ্টি হয়। এ লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের সাথে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কার ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাত্হ৪৮ঃ২৯)

٦. اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ. يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ -

৬. ঐ দিনটি যখন আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া আর সব বন্ধু-বান্ধবই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে। যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দাহ হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বলা হবে, হে আমার বান্দাহরা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা কোনো দুশ্চিন্তায়ও পড়বে না। (সূরা যুখরুফ- ৪৩ঃ৬৭,৬৮)

٧. وَالَّذِيْنَ تَبَوَّئُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

৭. (ঐ মাল তাদের জন্যও) যারা ঐ মুহাজিরদের আসার আগেই ঈমান এনে মদীনায় বসবাস করছিল। তারা ঐ লোকদেরকে মহব্বত করে, যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। এমনকি তাদেরকে যাকিছু দেয়া হয় সে বিষয়ে তারা নিজেদের অন্তরে কোনো চাহিদা পর্যন্ত অনুভব করে না। তাদের নিজেদের যত অভাবই থাকুক তারা নিজেদের তুলনায় অপরকে প্রাধান্য দেয়। যাদেরকে অন্তরের সঙ্কীর্ণতা থেকে বাঁচানো হয়েছে, আসলে তারাই সফল।

(সূরা- হাশর-৫৯:৯)

আল হাদীস

١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُوْا الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِىْ حَاجَتِهٖ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بُخَارِىْ: بَابُ لَايَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে না তার উপর যুলুম করবে আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন অসুবিধা বা বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদের অংশ বিশেষ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারী : বাবু লা ইয়াজ লিমুল মুসলিমুল মুসলিমা ওয়ালা ইউসলিমুহু, ২২৬২)

٢. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى -(مُسْلِمٌ: بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ)

২. হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া-অনুগ্রহ ও মায়া মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুমিনগণ একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে

পড়ে তবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরের অবস্থায়। (মুসলিম : বাবু তারাহুমিল মুমিনীনা ওয়া তায়াতুফিহিম ওয়া তায়াদুদিহিম, ৪৬৮৫)

٣. عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ - (بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ﴿قُلِ ادْعُوْا اللّٰهَ اَوِادْعُوْا الرَّحْمٰنَ)

৩. হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না। (বুখারী : বাবু ক্বাওলিল্লাহি তায়ালা"কুলিদ উল্লাহা আয়িদ উররাহমানা", ৬৮২৮)

٤. عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه - (بُخَارِىْ: بَابُ مِنَ الْاِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهٖ , (مُسْلِمٌ: بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى اَنَّ مِنْ خِصَالِ الْاِيْمَانِ اَنْ يُحِبَّ لِاَخِيْهِ)

৪. হযরত আনাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেহ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী ঃ বাবু মিনাল ঈমানি আনইয়ুহিব্বা লি আখীহি মা ইউহ্বিব লি নাফসিহি, ১২, মুসলিম: বাবুদ দলিলি আলা আন্না খিসালিল ঈমানি আন ইউহিব্বা লি আখীহি, ৬৪)

٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَاوَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ-(تِرْمِذِىْ: بَابُ مَا جَاءَ فِىْ رَحْمَةِ الصِّبْيَانِ)

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

(সা) বলেছেন, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া দেখায় না, বড়দের প্রতি সম্মান করে না, সৎ কাজের আদেশ করে না এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত (উম্মত) নয়। (তিরমিযী ; বাবু মা জা'আ ফি রাহমাতিস সিবইয়ানি, ১৮৪৪)

৬৮. দায়িত্বশীলের গুণাবলি : صِفَاتُ أُوْلِى الْاَمْرِ

আল কুরআন

١. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ۔

১. হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দু'আ করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মযবুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে। (সূরা - আলে ইমরান- ০৩:১৫৯)

٢. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا أَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۔

২. তাদের নবী তাদেরকে বললেন : আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ বানিয়েছেন। তারা শুনে বলল : আমাদের উপর বাদশাহ হয়ে বসার অধিকার তার কী করে হলো? তার তুলনায় বাদশাহ হওয়ার অধিকার আমাদেরই বেশি। সে তো কোনো বড় ধনী লোক নয়। নবী জবাব দিলেন : আল্লাহ তোমাদের বদলে তাকেই বাছাই করেছেন এবং তাকে মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট যোগ্যতা দান করেছেন। আর এটা আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে যে, তিনি যাকে চান তাকেই তার রাজ্য দান

করেন। আল্লাহ বড়ই প্রশস্ততার অধিকারী এবং সবকিছু তার জানা আছে। (সূরা বাকারা- ০২ঃ২৪৭)

٣. وَاَخِـى هَـارُوْنَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِىْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُوْنِ -

২. আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে ভালো বক্তা। তাকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠাও, যাতে সে আমাকে সমর্থন করে। আমি ভয় করি যে, তারা আমাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে। (সূরা কাসাস-২৮ঃ৩৪)

৬৯ . অনাড়ম্বর জীবন-যাপন : اَلْمَعِيْشَةُ الْبَسِيْطَةُ

আল কুরআন

١ . يَـا اَيُّهَـا الـنَّـاسُ اِنَّ وَعْـدَ الـلّٰـهِ حَـقٌّ فَلَا تَـغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ـ

১. (হে মানুষ!) আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আর ঐ বড় ধোঁকাবাজ (শয়তান) যেন আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে। (সূরা ফাতির -৩৫ঃ৫)

٢ . أَلْهَـاكُـمُ التَّـكَاثُرُ ـ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ـ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ـ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْن ـ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ـ

২. একজন অপর জন থেকে বেশি (পাওয়ার ধান্দা) তোমাদেরকে ভুলের মধ্যে ফেলে রেখেছে। এমনকি (দুনিয়া পাওয়ার এ চিন্তা-ধান্দা নিয়েই) তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। আবার (শোন), কক্ষনো নয়; শিগগিরই তোমরা জানতে পারবে। কক্ষনো নয়, যদি তোমরা বিশ্বাসযোগ্য ইলমের ভিত্তিতে (তোমাদের এ চালচলনের কুফল) জানতে পারতে, (তাহলে এভাবে চলতে পারতে না)। (সূরা তাকাসুর-১০২ঃ১-৫)

٣ . وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَّاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ

৩. এ দুনিয়ার জীবন এক খেলা ও মন ভুলানো বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের ঘর হলো আখিরাতের ঘর। হায়! এরা যদি তা জানত। (সূরা আনকাবুত- ২৯ঃ৬৪)

আল হাদীস

١ . عَـنْ اَبِـىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ

الـدُّنْيَـا حُـلْـوَةٌ خَضِـرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَـاتَّـقُـوْا الـدُّنْيَـا وَاتَّـقُـوْا الـنِّسَـاءَ فَاِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْـرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَـاءِ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ اَكْثَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ)

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুনিয়াটা একটা শ্যামল সবুজ সমুষ্টি বস্তু। আল্লাহ এখানে তোমাদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা কী করছো তা দেখছেন। সুতরাং এ দুনিয়ার (লোভ লালসা থেকে) আত্মরক্ষা কর এবং স্ত্রী লোকের (ফিতনা) সম্পর্কে ও সতর্ক থাক। কেননা বনি ইসরাইলদের মাঝে প্রথম ফিতনা নারীদের থেকেই শুরু হয়েছে। (মুসলিম : বাবু আকছারি আহলিল জান্নাতি আল ফুকারায়ু....৪৯২৫)

٢. عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَـالِكٍ قَـالَ قَـالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـؤْتَـى بِـأَنْـعَـمِ أَهْـلِ الـدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِفَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْـغَةً ثُـمَّ يُـقَـالُ يَـا ابْـنَ أٰدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ فَيَـقُـوْلُ لَا وَالـلّٰـهِ يَـا رَبِّ وَيُؤْتٰى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًـا فِى الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْـجَـنَّةِ فَيُـصْـبَـغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهٗ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًـا قَـطُّ هَـلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِىْ بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِـدَّةً قَطُّ ۔ (مُسْلِمٌ: بَابُ صَبْغِ أَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا فِى النَّارِ)

২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন জাহান্নামিদের মধ্য থেকে দুনিয়াতে সর্বাধিক প্রাচুর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হাজির করা হবে এবং খুব জোরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন কল্যাণ দেখেছো, তুমি কি কখনো প্রাচুর্যে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, না, আল্লাহর শপথ! হে আমার রব। আবার জান্নাতিদের মধ্য থেকে ও এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ত

ছিল। অতঃপর তাকে খুবদ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, অতঃপর জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি কখনো কোন অভাব দেখেছ? তুমি কি কখনো দুর্দশা ও অনটনের মধ্যে দিন যাপন করেছ? সে বলবে, না, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো অভাব অনটন দেখিনি এবং আমার উপর দিয়ে তেমন কোনো দুর্দশা ও অতিবাহিত হয়নি। (মুসলিম: বাবু সাবগি আনআমি আহলিদ দুনিয়া ফিন্নারি, ৫০২১)

٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِىْ اَنْ لَا يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ شَىْءٌ اِلَّا شَىْءٌ اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ - (بُخَارِىْ: بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে এবং আমার ঋণ পরিশোধের সম পরিমাণ ব্যতীত তিন দিন যেতে না যেতেই আমার কাছে এর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে এতেই আমি আনন্দিত হবো। (বুখারী ; বাবু আদাইদ দাইনি, ২২১৪)

٤. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ والْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ - (بُخَارِىْ: بَابُ مَا يُتَّقٰى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ)

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দীনার, দিরহাম, কালো চাদর ও চওড়া পাড় পশমি চাদরের গোলামেরা ধ্বংস হোক। কেননা তাকে যদি দেয়া হয় খুশি, কিন্তু না দেয়া হলেই বেজার। (বুখারী : বাবু মা ইউত্তাক্বা মিন ফিতনাতিল মালি, ৫৯৫৫)

٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَاِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِىْ أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهٖ كَرَاهِيَةَ أَنْ

تُرٰى عَوْرَتُهٗ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِى الْمَسْجِدِ)

৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি যাদের কারো কোন চাদর ছিল না। কারো হয়তো একটি লুঙ্গি এবং কারো একটি কম্বল ছিল। তারা এটাকে নিজেদের গলায় বেঁধে রাখতেন। কারোরটা হয়তো তার পায়ের গোছার অধিকাংশ পর্যন্ত পৌছাতো; কারোরটা হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার ভয়ে তাঁরা হাত দিয়ে তা ধরে রাখতেন। (বুখারী ঃ বাবু নাওমির রিজালিফলি মাসজিদি, ৪২৩)

٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ (مُسْلِمٌ: كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ)

৬. হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, দুনিয়া হলো মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত। (মুসলিম : কিতাবুয যুহদি ওয়ার রাক্বায়িক্বি, ৫২৫৬)

٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِى فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ ـ(بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ)

৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাঁধ ধরে বললেন, দুনিয়াতে তুমি এমনভাবে অবস্থান কর, মনে হয় তুমি মুসাফির কিংবা পথচারী। (বুখারী: বাবু ক্বাওলিন নাবিয়্যি "কুন ফিদ দুনিয়া কাআন্নাকা গারিবুন আও আব্রিরু সাবীলিন", ৫৯৩৭)

٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِى عَلٰى عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُهٗ اَحَبَّنِىَ اللّٰهُ وأَحَبَّنِىَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازْهَدْ فِى

الـدُّنْيَـا يُـحِبُّكَ الـلّٰهُ وَازْهَدْ فِيْمَا فِى أَيْدِىْ النَّاسِ يُحِبُّوْكَ - (اِبْنُ مَاجَة:
بَابُ الزُّهْدِ فِى الدُّنْيَا)

৮. হযরত সাহল ইবনে সাদ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কোন কাজ বলে দিন, যা করলে আমাকে আল্লাহ ও ভালোবাসবেন এবং মানুষ ও ভালোবাসবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দুনিয়ার প্রতি তুমি অনাসক্ত হও তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের হাতে যা রয়েছে, তার প্রতি ও অনাসক্ত হও, তাহলে মানুষ ও তোমাকে ভালোবাসবে। (ইবনে মাজাহ: বাবুয যুহদি ফিদ দুনিয়া, ৪০৯২)

৭০. শিরক : اَلشِّرْكُ

আল কুরআন

١. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ۔

১. সে কথা স্মরণ কর, যখন লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলল, হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নিশ্চয়ই শিরক খুবই বড় যুলুম। (সূরা লুকমান- ৩১ঃ১৩)

٢. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ۔ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا۔

২. আল্লাহ কেবল শিরকের গুনাহই মাফ করেন না। এছাড়া অন্য যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছা করেন তাকে মাফ করে দেন। যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে, সে তো বড় মিথ্যা তৈরি করল এবং বিরাট গুনাহ করল। (সূরা নিসা- ০৪ঃ৪৮)

٣. مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَاكَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

৩. আল্লাহ কাউকে তাঁর সন্তান বানাননি। আর তাঁর সাথে আর কোন ইলাহ নেই। যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক ইলাহ তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং তারা একে অপরের উপর চড়াও হতো। এরা যেসব কথা বানায় তা থেকে আল্লাহ অতি পবিত্র। গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব কিছুই আল্লাহ জানেন। এরা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ উপরে আছেন। (সূরা মুমিনুন-২৩ঃ৯১-৯২)

٤. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا

الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحَانَهٗ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ـ

৪. হে আহলে কিতাব! তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোনো কথা আরোপ করো না। নিশ্চয়ই মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহ (এছাড়া আর কিছু নয় যে, তিনি) আল্লাহর রাসূল ও তাঁর ফরমান, যা আল্লাহ মারইয়ামের নিকট পাঠিয়েছেন। আর তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক 'রূহ' (যা মারইয়ামের পেটে বাচ্চার আকারে পরিণত হয়)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও রাসূলগণের উপর ঈমান আন। এ কথা বলো না যে, (আল্লাহ) তিন জন। তোমরা বিরত থাক। তোমাদের জন্য এটাই ভালো। আল্লাহ তো একমাত্র মা'বুদ। তাঁর কোনো পুত্র হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আসমান ও জমিনের সব জিনিস তাঁরই মালিকানায় রয়েছে। আর এসব দেখাশোনা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা নিসা- ০৪ঃ১৭১)

٥. وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ـ

৫. যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মা'বুদকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোন দলিল-প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার রবের নিকট আছে। এমন কাফিররা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। (সূরা মু'মিনূন-২৩ঃ১১৭)

٦. وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْئًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

৬. (এসব কিছু জানা সত্ত্বেও) এসব লোক তাঁর বান্দাহর মধ্য থেকেই কতককে তাঁর অংশ বানিয়ে নিয়েছে। আসল কথা এই যে, মানুষ সুস্পষ্ট নিয়ামত অস্বীকারকারী। (সূরা যুখরুফ- ৪৩ঃ১৫)

٧. بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ

وَّخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ـ

৭. তিনিই আসমান জমিনের আদি স্রষ্টা। তার কোনো সন্তান কেমন করে হতে পারে? অথচ তাঁর কোনো বিবিই নেই। তিনিই তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তিনি ইলম রাখেন। (সূরা -আন'আম- ০৬:১০১)

٨. قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعَبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ـ

৮. হে নবী!আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট অহী এসেছে, তোমাদের মা'বুদ একজনই। এখন যে কেউ তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন নেক আমল করে এবং দাসত্ব ও বন্দেগী করার ব্যাপারে যেন তার রবের সাথে আর কাউকে শরিক না করে। (সূরা কাহ্ফ-১৮:১১০)

٩. قُلْ اِنَّمَا أَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا ـ قُلْ اِنِّىْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ـ

৯. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি তো আমার রবকে ডাকছি এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করি না। (আরো) বলুন, আমি তোমাদের জন্য ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না। (সূরা জিন: ৭২:২০, ২১)

আল হাদীস

١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِه شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهٗ يُشْرِكْ بِهٖ دَخَلَ النَّارَ ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا)

১. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, যে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করল যে সে তাঁর সাথে কাউকে শরিক করেনি, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে সাক্ষাৎ করল, তাহলে

সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিমঃ বাবু মান মাতা লা ইউশরিকু বিল্লাহি শাইয়ান, ১৩৬)

٢. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ۔ (بُخَارِىْ: بَابُ مَا قِيْلَ فِىْ شَهَادَةِ الزُّورِ)

২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) কে কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী: বাবু মা ক্বীলা ফী শাহাদাতিয যূরি, ২৪৫৯)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا لَ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىَ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ـ(بُخَارِىْ: بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا﴾

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মকমূলক কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা) সেগুলো কী কী? তিনি (সা) বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা ২.জাদু টোনা করা ৩. আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তা হত্যা করা ৪. সুদ খাওয়া ৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ৭. সতী সাধ্বী, সহজ সরলা মুমিন নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। (বুখারী ঃ বাবু ক্বাওলিল্লাহি তায়ালা "ইন্নাল্লাযীনা ইয়া'কুলুনা আমওয়ালাল

٤. عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا - (بُخَارِىْ: بَابُ اِسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ)

৪. হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি উফাইর নামক গাধার উপরে রাসূল (সা) এর পিছনে বসা ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুয়াজ তুমি কি জান, আল্লাহর কী হক রয়েছে তার বান্দার উপর আর বান্দারই বা কী হক রয়েছে আল্লাহর উপর? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল (সা) বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হলো, সে তাঁর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরিক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, যে বান্দাহ তাঁর সাথে কাউকে শরিক করেনি, তিনি (আল্লাহ) তাকে শাস্তি দেবেন না। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমি কি মানুষকে এই শুভ সংবাদ জানিয়ে দেব না? রাসূল (সা) বললেন, না তাদেরকে এই সু-সংবাদ দেবে না, তাহলে তারা এর উপরেই ভরসা করে থাকবে। (বুখারীঃ বাবু ইছমুল ফারাছি ওয়াল হিমারি, ২৬৪৪)

৭১. বিদয়াত : اَلْبِدْعَةُ

আল কুরআন

١. وَاِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِىْ اٰيَاتِنَا قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ـ

১. মানুষের অবস্থা হলো, মুসিবতের পর যখন আমি তাকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখনই সে আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে চালবাজি শুরু করে দেয়। (হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ তাঁর চালে তোমাদের চেয়ে বেশি চালু। আমার ফেরেশতারা তোমাদের সব চালবাজি লিখে রাখছে। (সূরা ইউনুস-১০:২১)

٢. وَقَالُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَّلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ـ

২. তারা বলে যে এ নবীর উপর কেন কোনো ফেরেশতা নাজিল করা হলো না? যদি আমি ফেরেশতাই নাজিল করতাম তাহলে তো কবেই ফায়সালা হয়ে যেত এবং তাদেরকে কোনো অবকাশই দেয়া হতো না। (সূরা আন'আম-০৬:৮)

٣. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ـ

৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! (যদি তোমরা সত্যি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক তাহলে) আল্লাহকে মেনে চল এবং রাসূলকে মেনে চল। আর তোমাদের মধ্যে যাদের হুকুম দেয়ার অধিকার আছে তাদেরকেও (মানো)। তারপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই সঠিক

কর্মনীতি এবং শেষ ফলের দিক দিয়েও এটাই ভালো। (সূরা নিসা- ০৪:৫৯)

٤. وَأَنَّ هٰـذَا صِـرَاطِـىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰاكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

৪. এটাও আল্লাহর হেদায়াত যে, এটাই আমার সরল মজবুত পথ। এ পথেই চল। অন্যসব পথে চলবে না। তাহলে তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এসবই ঐ হেদায়াত, যা তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন। হয়তো তোমরা (বাঁকা পথ থেকে) বেঁচে চলবে। (সূরা আন'আম- ০৬:১৫৩)

٥. قُـلْ اِنْ كُـنْتُـمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

৫. হে নবী! মানুষকে বলুন, যদি সত্যি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর, তাহলে আমার অনুসরণ কর; তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা আলে ইমরান- ০৩:৩১)

আল হাদীস

١. عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ مَـنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ - (بُخَارِىْ: بَابُ اِذَا اصْـطَلَحُوْا عَلٰى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُوْدٌ) (مُسْلِمٌ: بَابُ نَقْضِ الْاَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ)

১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু প্রবর্তন করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী: বাবু ইযাস্তালাহূ আলা সুলহে জাওরিন ফাস সুলুহ মারদুদুন, ২৪৯৯, মুসলিম: বাবু নাকজিল আহকামিল বাতিলাতি

ওয়া রাদ্দি মুহদাসাতিল উমূরি-৩২৪২)

٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَيَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرُ الْهُدٰى هُدٰى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِه وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَاِلَيَّ وَعَلَيَّ - (مُسْلِمٌ: بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ)

২. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা) যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে যেত, তাঁর কণ্ঠস্বর বড় হয়ে যেত, এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তোমাদের সকাল সন্ধ্যায় ভালো রাখুন। তিনি আরও বলতেন আমাকে কিয়ামতসহ এভাবে পাঠানো হয়েছে। এ কথা বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলি মেশালেন। তিনি আরও বলতেন, অতঃপর সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে ভালো পথ হচ্ছে মুহাম্মদ (সা) এর পথ। দীনের ব্যাপারে নতুন বিষয়গুলো (বিদয়াত) হলো সবচেয়ে খারাপ। সব বিদয়াতই হলো ভ্রান্তি। তারপর তিনি বলতেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার নিজের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যায়, তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ বা অসহায় সন্তান রেখে যায়, তবে তার দায়িত্ব আমারই উপর। (মুসলিমঃ বাবু তাখফিফিস সালাতি ওয়াল খুতবাতি, ১৪৩৫)

٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا

اِلٰـى هُـدًى كَـانَ لَـهٗ مِـنَ الْاَجْـرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُـوْرِهِـمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِـعَـهٗ لَا يَـنْـقُـصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ـ (مُسْلِمٌ: بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أو سَيِّئَةً)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তার উক্ত পথের অনুসারীদের সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম: বাবু মান ছান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়িআতান .... ৪৮৩১)

৭২ . ইসলামে হালাল-হারাম : اَلْحَلَالُ وَالْحَرَامُ فِى الْاِسْلَامِ

আল কুরআন

١. يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

১. হে মানুষ! জমিনে যেসব হালাল ও পবিত্র জিনিস আছে তা তোমরা খাও এবং শয়তানের দেখানো পথে চলো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা বাকারা-০২ঃ১৬৮)

٢. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ-

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা সত্যি আল্লাহরই ইবাদতকারী হও, তাহলে আমি তোমাদেরকে যেসব পাক-পবিত্র জিনিস দান করেছি, তা খাও আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। (সূরা বাকারা-০২ঃ১৭২)

٣. فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ وَمَالَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ-

৩. সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনে থাক তাহলে যেসব জানোয়ারের উপর (জবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে সেসব গোশত খাও। এর কী কারণ থাকতে পারে যে, যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবে না? অথচ চরম ঠেকার সময় ছাড়া সব অবস্থায় যেসব জিনিস ব্যবহার করা তিনি হারাম করেছেন তা তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। অনেকের অবস্থা এমন যে, জানাশোনা ছাড়াই শুধু খেয়াল-খুশিমতো বিপথগামী হয়। আপনার রব সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালো করেই জানেন। (সূরা আন'আম- ০৬ঃ১১৮, ১১৯)

٤. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

৪. হে নবী! যে জিনিসকে আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন তাকে আপনি কেন হারাম করেন? (শুধু কি এজন্য যে) আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশি চান? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা তাহ্‌রীম: ৬৬ঃ১,২)

٥. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ -

৫. (হে রাসূল! তাদেরকে) বলুন, আমার রব যেসব জিনিস হারাম করেছেন, তাহলো-প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব লজ্জাকর ও ফাহেশা কাজ, গুনাহের কাজ ও অন্যায় বিদ্রোহ (যা করার কোনো হক নেই)। (তিনি আরও হারাম করেছেন) আল্লাহর সাথে তোমাদের পক্ষ থেকে কোনো কিছুকে শরিক করা,যার সমর্থনে কোনো সনদ নাযিল করা হয়নি এবং আল্লাহর নামে তোমাদের এমন কোনো কথা বলা, যা (সত্যি তিনি বলেছেন বলে) তোমাদের জানা নেই। (সূরা আ'রাফ-০৭ঃ৩৩)

٦. وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ-

৬. এই যে তোমাদের মুখ মিথ্যা হুকুম জারি করে যে, এ জিনিস হালাল ও ঐ জিনিস হারাম, এভাবে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করো না। যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা বানিয়ে বলে তারা কখনো সফল হতে পারে না। (সূরা নাহ্‌ল-১৬ঃ১১৬)

٧. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

০৭. আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শুধু এতটুকু আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশত খাবে না এবং এমন সব জিনিসও খাবেনা, যার উপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম নেওয়া হয়েছে। অবশ্য যে খুব বেশি ঠেকা অবস্থায় পড়ে যায়, সে যদি এসব জিনিস থেকে কিছু খায়, কিন্তু তার যদি আইন অমান্য করার নিয়ত না থাকে এবং ঠেকা পরিমাণের বেশি না খায়, তাহলে তার কোন গুনাহ ধরা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময় (সূরা বাকারা- ০২:১৭৩)

আল হাদীস

١. عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَن يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ - (بُخَارِىْ: بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِه بِيَدِهٖ)

১. হযরত মিকদাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা) বলেছেন, মানুষের খাদ্যের মধ্যে সে খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হাতের উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আল্লাহর প্রিয় নবী দাউদ (আ) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। (বুখারীঃ বাবু কাসবির রাজুলি ওয়া আমালিহি বিয়াদিহি, ১৯৩০)

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكْتَسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ فَيُنْفِقُ فَيُبَارَكَ لَهٗ فِيْهِ, وَلَا يَتَصَدَّقُ فَيُقْبَلُ مِنْه وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِه اِلَّا كَانَ زَادَهٗ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُوْا السَّيِّءَ بِالسَّيِّءِ وَلَا يَمْحُوْا السَّيِّءَ اِلَّا بِالْحَسَنِ

اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوْا الْخَبِيْثَ ـ (بَيْهَقِيْ: شُعَبُ الْاِيْمَانِ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হারাম পথে উপার্জন করে বান্দা যদি প্রয়োজন পূরণের জন্য তা ব্যয় করে, তাতে কোন বরকত দেয়া হয় না। আর তা থেকে দান করলে তাও গ্রহণ করা হয় না। আর যদি সে এই সম্পদ রেখে মারাও যায় সে সম্পদ জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অন্যায় দ্বারা অন্যায়কে মিটান না। আর তিনি অন্যায়কে ভালো দ্বারাই মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। (বায়হাকী : শুয়াবুলঈমান, ৫২৮৩, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে দয়ীফ বলেছেন)

٣. عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمَيْنِ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالً أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلٰى شُرُوطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ـ (ترمذى: بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ)

৩. হযরত কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ আলমুযান্নী তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মুসলমানগণের মাঝে পরস্পর সন্ধি চুক্তি বৈধ। তবে যে সন্ধি হালালকে হারাম করে দেয় অথবা হারামকে হালাল করে দেয় তা বৈধ নয়। মুসলমানগণ তাদের শর্ত পালন করবে, তবে এমন কোন শর্ত মানা যাবে না যা হালালকে হারাম করে দেয় অথবা হারামকে করে দেয় হালাল। (তিরমিযী: বাবু মা যুকিরা আন রাসূলিল্লাহি (সা) ফিস সুলহি বাইনান্নাসি, ১২৭২)

٤. عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ وَمَنْ

وَقَـعَ فِى الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُوَاقِعَهُ اَلَا وَاِنَّ لِـكُـلِّ مَـلِكٍ حِـمًـى اَلَا اِنَّ حِـمَـى اللّٰـهِ فِى اَرْضِـه مَحَـارِمُـهُ اَلَا وَاِنَّ فِى الْـجَسَـدِ مُـضْـغَةً اِذَا صَـلُـحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْـجَسَـدُ كُـلُّهُ اَلَا وهِىَ الْقَلْبُ ـ (بُخَارِىْ: بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِه)

(مسلم: بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ)

৪. হযরত নুমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, হালাল সুস্পষ্ট, হারাম ও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয়গুলো। অনেকেই সেগুলো জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে এমন রাখালের মত হয়ে যায়, যে তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে চরায়। ফলে তা সেখানে প্রবেশ করার আশংকা সৃষ্টি হয়। শোন, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, আর আল্লাহর সংরক্ষিতএলাকা হচ্ছে, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো। এ কথাও শোন, মানবদেহে একটি মাংস খণ্ড আছে। তা ভালো থাকলে গোটা শরীর ভালো থাকে। আর তা খারাপ হয়ে গেলে গোটা শরীরটাই খারাপ হয়ে যাবে। জেনে রাখ সেটা হচ্ছে "অন্তর"। (বুখারী ; বাবু ফাদলি মানিস তাবরায়া লিদ্বীনিহি ৫০, মুসলিম : বাবু আখযিল হালালি ওয়াতারকিশ শুবুহাতি, ২৯৯৬)

٥. عَـنْ عَـائِشَةَ رَضِـىَ الـلّٰـهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِاَبِىْ بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْـخَـرَاجَ وَكَـانَ اَبُـوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِه فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُـوْبَـكْـرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ أَتَدْرِى مَا هٰذَا فقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَـكَهَّـنْـتُ لِاِنْسَـانٍ فِـى الْـجَـاهِـلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ اِلَّا اَنِّى خَدَعْتُهُ فَـلَـقِيَنِى فَأَعْطَانِى بِذٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِى أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِى بَطْنِه ـ (بُخَارِىْ: بَابُ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ)

৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর এক গোলাম ছিল, সে আয় করে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাঁকে প্রদান করতো এবং আবু বকর (রা) তা কাজে লাগাতেন। একদিন সে কোন এক জিনিস এনে তাঁকে দেয় এবং তিনি তা খান, গোলামটি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি জানেন, এটা কি (যা আপনি খেলেন)? আবু বকর (রা) বললেন কোত্থেকে এনেছ? সে বলে, ইসলাম কবুল করার পূর্বে আমি এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছিলাম। আমি ঐ বিদ্যা জানতাম না। আমি তাকে ধোকা দিয়েছিলাম। এখন তার সাথে দেখা হয়েছে এবং সে আমাকে এর পারিশ্রমিক দান করেছে যা আপনি খেয়েছেন। একথা শুনে আবু বকর (রা) তাঁর পেটে যা গিলেছিল তা গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে ফেলে দেন। (বুখারীঃ বাবু আইয়ামিল জাহিলিয়্যাতি, ৩৫৫৪)

হাদীসের নামে প্রচলিত কতিপয় বানোয়াট কথা

১. যে নিজেকে জানল, সে তার প্রভুকে জানল (পৃ:২২৩)

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

২. মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ। (পৃ:২২৩) قَلْبُ الْمُؤْمِنُ عَرْشُ اللهِ

৩. আমি শেষ নবী, আমার পরে নবী নেই, তবে আল্লাহ যদি চান। (পৃ:২৪৬)

اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللهُ

৪. আপনি না হলে আমি আসমান জমিন সৃষ্টি করতাম না। (পৃ:২৪৭)

لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَ فْلَاكَ

৫. আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।(পৃ:২৫৮) اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِىْ

৬. আদম যখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন তখন আমি নবী ছিলাম।(পৃ:২৬৮)

كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ

৭. রাসূল (সা) জন্মলগ্ন থেকেই পুরো কুরআন জানতেন এবং পাঠ করতেন

كَانَ عَالِمًا بِالْقُرْاٰنِ بِتَمَامِه وَتَالِيًا لَهُ مِنْ حِيْنِ وِلَادَتِه (পৃ:২৭৯)

৮. আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা।(পৃ:৩০৬) اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

৯. আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য, তাঁদের যে কাউকে অনুসরণ করলেই তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। (পৃ: ৩০৯) اَصْحَابِى كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

১০. আমার উম্মতের ইখতিলাফ (মতবিরোধ) রহমত স্বরূপ

اِخْتِلَافُ اُمَّتِىْ رَحْمَةٌ (পৃ: ৩১০)

১১. ওলীগণের কেরামত সত্য। (পৃ:৩১৭) كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ

১২. শরীয়ত একটি বৃক্ষ, তরীকত তার শাখা-প্রশাখা, মারিফাত তার পাতা, এবং হাকীকত তার ফল। (পৃ:৩২৫)

اَلشَّرِيْعَةُ شَجَرَةٌ وَالطَّرِيْقَةُ اَغْصَانُهَا وَالْمَعْرِفَةُ اَوْرَاقُهَا وَالْحَقِيْقَةُ ثَمَرُهَا

১৩. শরীয়ত আমার কথাবার্তা, তরীকত আমার কাজকর্ম, হাকীকত আমার অবস্থা এবং মারিফাত আমার মুলধন। (পৃ: ৩২৫) اَلشَّرِيْعَةُ اَقْوَالِىْ وَالطَّرِيْقَةُ اَفْعَالِىْ وَالْحَقِيْقَةُ حَالِىْ وَالْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِىْ

১৪. সবচেয়ে কঠিন জিহাদ প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ। (পৃ:৩২৬)

اَشَـدُّ الْـجِهَـادِ جِهَـادُ الْهَوٰى

১৫. তোমরা আল্লাহর স্বভাব গ্রহণ কর বা আল্লাহর গুনাবলিতে গুনান্বিত হও।

تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ (পৃ:৩২৭)

১৬. জ্ঞানীর (কলমের) কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম। (পৃ:৩৩৭)

مِـدَادُ الْـعُـلَمَـاءِ اَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّـهَدَاءِ

১৭. আমার উম্মতের আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবীগণের মত।

عُلَمَاءُ اُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ (পৃ:৩৩৭)

১৮. মূর্খের ইবাদাতের চেয়ে আলিমের ঘুম উত্তম। (পৃ:৩৩৯)

نَـوْمُ الْـعَـالِـمِ خَيْـرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ

১৯. চীন দেশে হলেও জ্ঞান সন্ধান কর।(পৃ:৩৪০) اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ

২০. রাতের এক ঘণ্টা পরিমাণ (দ্বীনী) ইলম শিক্ষা করা সমস্ত রাত জেগে ইবাদাত করার চেয়ে ভাল। (পৃ:৩৪০)

تَـدَارُسُ الْـعِـلْـمِ سَـاعَةً مِّـنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَائِهَا

২১. যদি কোন ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করে, তবে তা তার পূর্ববর্তী পাপের জন্য ক্ষতিপূরণ হবে।(পৃ:৩৪১) مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ ةً لِمَا مَضَى

২২. দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।(পৃ:৩৫৪) حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَانِ

২৩. যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবি কথা বলবে আল্লাহ তার চল্লিশ বৎসরের আমল বাতিল বা বরবাদ করে দেবেন।(পৃ:৩৬৫) مَنْ تَكَلَّمِ بِكَلَامِ الدُّنْيَا فِى الْمَسْجِدِ اَحْبَطَ اللّٰهُ أَعْمَالَهُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

২৪. যে ব্যক্তি আজানের সময় কথা বলবে, তার ঈমান বিনষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। (পৃ:৩৭০) مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الْاَذَانِ خِيْفَ عَلَيْهِ زَوَالُ الْاِيْمَانِ

২৫. নামাজ মুমিনদের মিরাজস্বরূপ। (পৃ:৩৭১) اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

২৬. মহা সুসংবাদ তার জন্য যে শাবান মাসের মধ্যম রজনীতে নেক আমল করে। (পৃ:৪২৬) طُوْبٰى لِمَنْ يَعْمَلُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ خَيْرًا

২৭. আমি রাসূল (সা) এর মাথায় একটি লম্বা (উচুঁ) পাঁচ ভাগে বিভক্ত টুপি দেখেছি। (পৃ:৪৯৪) رَأَيْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ قَلَنْسُوَةً خُمَاسِيَّةً طَوِيْلَةً

২৮. তোমরা পাগড়ী পরবে, কারণ এটি ফিরিশতাদের চিহ্ন। আর পেছনের প্রান্ত নামিয়ে দেবে। (পৃ:৪৯৯) عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَاِنَّهَا سِيْمَا الْمَلَائِكَةِ وَارْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ-

২৯. খাদ্য গ্রহণকারীকে সালাম দেয়া হবে না। (পৃ: ৫০৫) لَا سَلَامَ عَلٰى أَكِلٍ -

৩০. তিনটি কারণে আরবদেরকে ভাল বাসবে, আমি আরবি, কুরআনের ভাষা আরবি, এবং জান্নাতীদের ভাষা আরবি। (পৃ: ৫১৩) أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ لِأَنِّيْ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْاٰنُ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

৩১. দুনিয়া হলো আখেরাতের শস্য ক্ষেত্র। (পৃ: ৫১৪) اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

৩২. নেককার লোকদের নেক আমলসমূহ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারীদের জন্য পাপ বলে গণ্য । (পৃঃ ৫১৪) حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

৩৩. তোমরা মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ কর। (পৃঃ ৫১৫) مُوْتُوْ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا

৩৪. যে ব্যক্তি তার চক্ষুদ্বয়কে ভালবাসে সে যেন আসরের পরে না লেখে। (পৃ: ৩৪০) مَنْ اَحَبَّ كَرِيْمَتَيْهِ فَلَا يَكْتُبَنَّ بَعْدَ الْعَصْرِ

তথ্যসূত্র : ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *হাদীসের নামে জালিয়াতি*, ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ্ পাবলিকেশন্স, ২০০৬, পৃ: ২২৩-৫১৫।

উহুদ যুদ্ধঃ জয়-পরাজয়ের সন্ধিক্ষণ ঃ

ইসলামের ইতিহাসে মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের দ্বিতীয় যুদ্ধ, যা উহুদ যুদ্ধ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় হিজরীতে মক্কার মুশরিকরা বদর প্রান্তরে মুসলমানদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে মদীনায় আক্রমনের জন্য রওয়ানা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) সাহাবীগনের সাথে পরামর্শক্রমে মুশরিকদের হামলা প্রতিহত করার জন্য মদীনার অনতিদূরে উহুদ পাহাড়ের পদদেশে অবস্থান করেন। ১০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি বের হলেও পথিমধ্যে মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে ৩০০ সৈন্য পালিয়ে যায়। উহুদের গিরিপথে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাঃ এর নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জয় পরাজয় সর্বাবস্থায় তাদেরকে সেখানে অবস্থানের জন্য রাসূল (সাঃ) নির্দেশ দেন। যুদ্ধে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল অস্ত্রসজ্জিত ৩০০০ সৈন্য। শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখে যুদ্ধটি সংঘটিত হয় । যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মুশরিক বাহিনী চরমভাবে পরাস্থ হয়ে ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। সাহাবীগণ অস্ত্র রেখে গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগলেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে মনে করে গিরিপথের দায়িত্ব প্রাপ্তদের অনেকে গনীমতের মাল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। এদিকে মুশরিক বাহিনীর প্রধান আবু সুফিয়ান (পরবর্তীতে তিনিও ইসলাম গ্রহন করেন।) গিরিপথ ফাঁকা দেখে পেছন থেকে মুসলিমদের উপর হামলা করলে সাহাবীগন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) এর মাথায় আঘাত লাগলে তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। প্রায় ৭০ জন সাহাবী এতে শাহাদাত বরন করেন। অবশেষে সাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে মুশরিকদের মোকাবিলা করে পাহড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহানবীর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করার কারনে নিশ্চিত বিজয়ের পরও অনেক মাশূল দিতে হয় মুসলিম সেনাদের। অতএব এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় নেতৃত্বের যথাযথ আনুগত্যের মধ্যমেই বিকশিত হতে পারে ইসলামী আন্দোলনের সফলতার মনজিল। (আল ইমরান ঃ ১২১, ১৫২-১৫৪)

ইব্রাহীম (আ:) কে আগুনে নিক্ষেপ ঃ

মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম (আ:)। অনেক সাধনার মাধ্যমে তিনি মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করেন। সত্য দ্বীনের প্রচার করতে গিয়ে তিনি অনেকগুলো কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তিনি সকল পরীক্ষায় সম্মানজনক ভাবে উত্তীর্ণ হন। তাঁর পিতা ছিলেন মুশরিক যার নিকট সব সময় আযর নামক একটি মূর্তি থাকতো বিধায় তাকে আযর নামেই ডাকা হত। তৎকালীন মুশরিকদের সরদার ক্ষমতাধর নমরুদের আধিপত্যকে উপেক্ষা করে ইব্রাহীম (আঃ) তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। একদিন মুশরিকরা সকলে মেলায় সমবেত হয়। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ) তাতে অংশগ্রহণ করেননি। ইতোমধ্যে নমরুদের রাজপ্রাসাদ ফাঁকা পেয়ে ইব্রাহীম (আঃ) সেখানে গিয়ে একটি কুঠার দিয়ে সবগুলো মূর্তি ভেঙ্গেঁ ফেলেন এবং বড় মুর্তিটির নাক কান কেটে তার গলায় কুঠারটি ঝুলিয়ে দিলেন। প্রাসাদে ফিরে এলে তারা এ অবস্থা দেখার পর ইব্রাহীম (আঃ) কে এর জন্য দায়ী করে। তিনি স্পষ্ট ভাবে বলে দিলেন কুঠার নিয়ে দাড়াঁনো তোমাদের বড় প্রভুকে জিজ্ঞেস কর কেন সে অন্যদেরকে ভেঙ্গে ফেলল। তারা আশ্চর্য হয়ে বলল, মূর্তি কি কথা বলতে পারে ? জবাবে তিনি বললেন, যারা কথা বলতে পারেনা, নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, তারা কিভাবে তোমাদের প্রভু হতে পারে ? ইব্রাহীম (আঃ) এর অপ্রতিরোধ্য দাওয়াতী তৎপরতা চিরতরে নির্মুলের লক্ষ্যে নমরুদ তার সভাসদকে নিয়ে বসে সিদ্ধান্ত নিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই কাজ হতে নিবৃত না হলে তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হবে। অনড়, অটল, সিংহসাদুল ইব্রাহীম (আঃ) বাতিলের কাছে মাথানত না করে আগুনে নিক্ষেপ্ত হওয়াকেই বেছে নিলেন। পিতা আযর ও ইব্রাহীম (আঃ) এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নমরুদকে সহযোগিতা করে। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে মহান আল্লাহর নির্দেশে আগুন শীতল ও সহনীয় হয়ে গেল। আর অগ্নিকুন্ড পরিণত হল ফুলবাগানে। এভাবে মুশরিকদের চোখে তাক লাগিয়ে মহান আল্লাহ তার নবীকে রক্ষা করেন। যারা পরকালীন জীবনের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিকিয়ে দেয়, আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশায় তাঁর রাহে নিজেদের উৎসর্গ করে তাদেরকে মহান আল্লাহ সহযোগিতা করেন, যেমনটি করেছিলেন ইব্রাহীম (আঃ) কে। (সূরা সাফাত:৯১-৯৩ সূরা আনয়াম: ৭৪-৮৩, সূরা মুমতাহিন -৫, সূরা বাকারা: ২৫৮ সূরা আনকাবুত: ২৪)

ঈসা (আঃ) কে আকাশে উত্তোলন ঃ

মহনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সবচেয়ে নিকটতম নবী হলেন হযরত ঈসা (আঃ) । তিনি বনী ইসরাইলের সর্বশেষ নবী। বনী ইসরাঈলের লোকেরা যখন মূসা আঃ প্রদত্ত শিক্ষা -দীক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল, তাওহীদের পথ ছেড়ে শিরকের দিকে ধাবিত হতে লাগল তখন আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হযরত মারইয়াম (আঃ) এর গর্ভে তার জন্ম হয়। এজন্য হযরত মারইয়ামের সতীত্ব নিয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করলে মহান আল্লাহ শিশুপুত্র ঈসা (আঃ) এর জবান খুলে দেন। মাতৃক্রোড়ে থেকেই ঈসা (আঃ) তাঁর মায়ের সতীত্বের স্বীকৃতি দেন। মহান আল্লাহ আদম আঃ কে সৃষ্টি করেছেন পিতামাতা ছাড়াই, অনুরুপভাবে ঈসা (আঃ) কে পিতা ছাড়াই তিনি সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন নিশ্চয়ই ঈসা এর উপমা আল্লাহর নিকট আদম (আঃ) এর ন্যায় যাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন অতপর বলেছেন, হয়ে যাও। তখন তা পূর্নাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়"। ঈসা (আঃ) এর নিকট ওহী আসার পর যখন তিনি তাওহীদের প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তখন বনী ইসরাইলের কিছু সংখ্যক লোক তার আহবানে সাড়া দিয়ে তাওহীদের পতাকাতলে শামিল হয় । ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন, যার অনিবার্য বাস্তবতা হল সত্যবিমুখ ও শিরকপন্থী বনী ইসরাইলের লোকেরা হযরত ঈসা (আঃ) এর বিরুদ্ধাচরন শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সশস্ত্র অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজন ঈসা (আঃ) এর কক্ষে প্রবেশ করে ইতোমধ্যে মহান আল্লাহ কুদরতীভাবে ঈসা (আঃ) কে আকাশে তুলে নেন এবং হামলাকারীদের একজনের চেহারাকে ঈসা (আঃ) এর চেহারার অনুরূপ করে দেন। তারা ঈসা (আঃ) মনে করে তাকে আটক করে নিয়ে যায় এবং জনসম্মুখে শুলিতে চড়ায়। ষড়যন্ত্রকারীরা পরবর্তীতে নিজেদেরই এই নেতাকে খুঁজে না পেয়ে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। ফলে তারা কাকে হত্যা করেছে এ নিয়ে সংশয়ের মধ্যেই রয়ে গেল। (সূরা নিসা : ১৫৭-১৫৮, আল ইমরান : ৫৯)

হাবীল-কাবীলের ঘটনা ঃ

হাবীল কাবীল দু'জনই আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এর পুত্র। তৎকালীন নিয়ম ছিল সন্তান জন্মগ্রহণ করত জোড়ায় জোড়ায়। তন্মধ্যে একজন পুত্রসন্তান অন্যজন কন্যাসন্তান। তখন আল্লাহর বিধান ছিল এক জমযের বোনকে অপর জমযের ভাইয়ের সাথে বিবাহ দেয়া । হাবীল কাবীল অপেক্ষায় বয়সে বড়। উভয়ে বিয়ের বয়সে উপনীত হলে নিয়ম অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত সুন্দরী মেয়ের সাথে হাবীলের বিয়ে নির্ধারিত হয়। কিন্তু কাবীল এ নিয়মটি মানতে রাজী না হওয়ায় হযরত আদম

(আঃ) উভয়কে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানি করার আদেশ দেন। সেসময় নিয়ম ছিল যে কোন কিছু কুরবানি করে মাঠে রেখে আসা। আল্লাহ তা কবুল করলে আকাশ হতে একখন্ড আগুন এসে তা পুড়িয়ে দিত, অন্যথা মাঠে থেকে যেত। সিদ্ধান্ত অনুসারে হাবীল একটি উৎকৃষ্ট পশু কুরবাণীর জন্য পেশ করল আর কাবীল নিম্নমানের কিছু শষ্যভান্ডার পেশ করল। আকাশ হতে একখন্ড আগুন এসে হাবীলের কুরবানিকৃত পশু পুড়িয়ে দিল কিন্তু কাবিলের কুরবাণীকৃত শষ্য মাঠে রয়ে গেল। ফলে প্রমাণিত হল হাবীলের কুরবানি মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। কুরবানির পরীক্ষায় পরাজিত হওয়ার পরও কাবীল সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করার লক্ষ্যে আপন ভাই হাবীলকে হত্যা করে। যা মানব ইতিহাসে প্রথম হত্যাকান্ডের সূচনা করেছে তাই পৃথিবীতে যতগুলো মানুষ নিহত হবে, তার পাপের অংশ কাবীলের ওপর বর্তাবে । (সূরা মায়েদাঃ ২৭-৩১।

কাওমে লূতের ঘটনা ঃ

হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাতিজা। প্রথমে তিনি ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক আনীত বিধানের প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। পরবর্তীতে মহান আল্লাহ তাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেন এবং তার নিকট ওহী প্রেরণ করেন হযরত লূত (আঃ) এর কাওমের লোকেরা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্বভাব ও খারাপ চরিত্রের । তারা নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পুরুষে পুরুষে যৌন প্রয়োজন মেটাতো এবং তাদের নারী পুরুষেরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতো। হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে অসংখ্যবার এ ধরণের অপকর্ম থেকে বিরত থেকে নারী পুরুষের স্বাভাবিক বৈবিহিক পন্থা অবলম্বন করার আহবান জানান এবং তাদের অপকর্ম সম্পর্কে বারবার সর্তক করেন ও ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তারা নবীর কথাকে উপেক্ষা করে নিজেদের এহেন অপকর্ম চালিয়ে যায়। তারা নবীর সতর্কবার্তাকে কটাক্ষ করে বলতে থাকে তুমি এসব কথা বলা বন্ধ না করলে তোমাকে এ এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হবে। হযরত লূত (আঃ) তাদের এসব অপকর্ম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা কয়েকজন ফেরেশতাকে পাঠালেন তারা প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত করে জানালেন আমরা লূত (আঃ) এর কাওমকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছি। এরপর ফেরেশতাগণ সুশ্রী ছেলেদের আকৃতিতে হযরত লুতের নিকট আসেন। সুশ্রী ছেলেদের দেখে ঐ সম্প্রদায়ের অসভ্য লোকগুলো নিজেদের অপকর্ম চরিতার্থ করতে হযরত লূতকে চাপ দিতে থাকে। নবী পেরেসান হয়ে বলতে থাকেন

এরা আমার মেহমান, তোমরা তাদের অপমানিত করোনা। তখন ফেরেশতাগণ নবীর কাছে নিজেদের পরিচয় পেশ করে বলেন এদের বিষয়টি আমরা দেখছি। আপনি সকাল হওয়ার আগেই আপনার পরিবারের লোকদের নিয়ে এ এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন। তবে আপনার স্ত্রীকে সাথে নিবেন না । কারণ সেও এসব অপকর্মের পক্ষে। চলে যাবার সময় পরামর্শ দেয়া হল কেউ যেন পিছনে না তাকায়। সকাল হতে না হতেই মহান আল্লাহর নির্দেশে সে এলাকাকে উল্টিয়ে দেয়া হল এবং আকাশ থেকে প্রবল ভাবে পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করে পাপাচারী এ সম্প্রদায়কে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল। বর্তমানে যে এলাকাটিকে ট্রান্স জর্ডান বলা হয়। সেখানেই ছিল এ জাতিটির বসবাস। হেজাজ থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিশর যাবার পথে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকাটি পড়ে। এটি মৃত সাগর তথা লূত সাগরের পূর্ব ও দক্ষিনে।

বিস্তারিত জানতে সূরা হজ্জ ঃ ৪৩,আরাফ: ৮০-৮৪, হুদ:৭০-৭৪, হিজর: ৫৮-৭৬, আম্বিয়া:৭১-৭৪, শুয়ারা ১৬০-১৭৫, নামল : ৫৪-৫৮, আনকাবুত : ২৬-৩৫, সাফ্‌ফাত : ১৩৩-১৩৮।

আসহাবুল উখদুদ ঃ তথা গর্তওয়ালাদের ইতিহাস ঃ

গর্তে আগুন জালিয়ে ঈমানদাদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করার একাধিক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায় এ ধরণের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। হযরত সুহাইব রুমী (রা:) রাসূল (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক বাদশার নিকট একজন যাদুকর ছিল। বৃদ্ধবয়সে সে বাদশাহকে বলল একজন যুবককে আমার কাছে নিয়োগ কর সে আমার কাছ থেকে যাদু শিখে নেবে। কথামত বাদশাহ এক যুবককে নিযুক্ত করল। যুবকটি যাদুকরের নিকট আসা যাওয়ার পথে একজন পাদ্রীর (সম্ভবত হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুসারী)সাথে পরিচিত হল। পাদ্রীর কথায় প্রভাবিত হয়ে সে ঈমান আনল। এমনকি তাঁর শিক্ষায় সে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে লাগলো। যুবকটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে শুনে বাদশাহ প্রথমে পাদ্রীকে হত্যা করল। তারপর যুবকটিতে হত্যার জন্য বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করেও তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হল। শেষে যুবকটি বলল তুমি আমাকে হত্যা করতে হলে জনসমাবেশে 'বিইমি রাব্বিল গোলামী' (যুবকটির রবের নামে) বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তীর মারো তাতেই আমি মারা যাবো। বাদশাহ তাই করলো। ফলে যুবকটি মারা গেল। ঘটনা দেখে উপস্থিত লোকেরা চিৎকার করে বলে উঠলো আমরা এ ছেলোটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

বাদশাহ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে রাস্তার পাশে গর্ত করে তাতে আগুন জালালো। যারা ঈমান ত্যাগ করতে রাজী হয়নি তাদের সকলকে এই গর্তে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হল। (মুসনাদে আহমদ,মুসলিম,নাসাঈ তিরমিযী)।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে অন্য একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইরানের এক বাদশাহ শরাব পান করে নিজের বোনের সাথে ব্যভিচার করে এবং উভয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। কথাটি প্রকাশ হয়ে গেলে বাদশাহ জনসমক্ষে ঘোষণা করে দেয় যে, আল্লাহ বোনের সাথে বিবাহ হালাল করে দিয়েছেন। লোকেরা তার একথা মানতে রাজি হয়নি। ফলে সে নানান ধরণের শাস্তি দিয়ে লোকদের একথা মানতে বাধ্য করতে থাকে। এমনকি সে অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়ে যে ব্যক্তি একথা মানতে প্রস্তুত হয়নি তাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তখন থেকেই অগ্নি উপাসকদের মধ্যে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়কে বিয়ে করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। (ইবনে জাবীর)।

নজরানের ঘটনাটি সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনে হিশাম তাবারী, ইবনে খালদুন, মুজামুল বুলদান গ্রন্থ প্রণেতা ইত্যাদি মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এর সারকথা হচ্ছে হিময়ারের বাদশাহ তুবান আসয়াদ আবু কারিবা একবার ইয়াসরিবে যায়। সেখানে ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে এবং বনু কোরায়যার দু'জন ইহুদী আলেমকে সঙ্গে করে ইয়েমেনে নিয়ে যায়। সেখানে সে ব্যাপকভাবে ধর্মের প্রচার চালায়। তারপর তার ছেলে যু-নাওয়াস তার উত্তরাধিকারী হয়। সে দক্ষিণ আরবে ঈসায়ীদের কেন্দ্রস্থল নজরান আক্রমণ করে। সেখান থেকে ঈসায়ী ধর্মকে উৎখাত করা এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে জোরপূর্বক ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল তার লক্ষ্য। ইবনে হিশাম বলেন, নজরানবাসীরা তখন ঈসা (আঃ) এর আসল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নজরান পৌছে সে লোকদেরকে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করার আহবান জানায়। লোকেরা এতে অস্বীকৃতি জানালে সে ক্ষিপ্ত হয়ে অগ্নিকুন্ড তৈরি করে জ্বলন্ত আগুনে লোকদের নিক্ষেপ করতে থাকে। এভাবে প্রায় বিশহাজার লোক নিহত হয়। দাউস যু-সালাবান নামক এক ব্যক্তি কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করে পালিয়ে যায়। এক বর্ণনামতে সে রোমের বাদশাহর নিকট অন্য বর্ণনামতে হাবশার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাজ্জাসীর নিকট এসে এ জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। অবশেষে হাবশার সত্তর হাজার সৈন্য আরইয়াত নামক একজন সেনাপতির অধীনে ইয়েমেন আক্রমন করে। এতে যু-নাওয়াস নিহত হয় এবং ইহুদী রাষ্ট্রের পতন ঘটে। এরপর ইয়ামেন হাবশার ঈসায়ী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। (সূরা বুরুজ : ১-৯)

ইয়াজুজ- মাজুজ এর পরিচয় ঃ

ইয়াজুজ মাজুজ এরা তুরস্কের বংশোদ্ভুত দুটি জাতি। কুরআন মাজীদে এ জাতির বিস্তারিত পরিচয় দেয়া হয়নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তাদের নাক চ্যাপটা, ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট। এশিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এ জাতির লোকেরা প্রাচীন কাল হতেই সভ্য দেশসমূহের উপর হামলা করে লুটতরাজ চালাত। মাঝে মাঝে এরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধ্বংসের থাবা বিস্তার করতো। বাইবেলের আদি পুস্তকে (১০ম অধ্যায়ে) তাদেরকে হযরত নূহ (আঃ) এর পুত্র ইয়াকেলের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিক গণ ও একথাই মনে করেন রাশিয়া ও উত্তর চীনে এদের অবস্থান বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে অনুরূপ চরিত্রের কিছূ উপজাতি রয়েছে যারা তাতারী, মঙ্গঁল, হুন ও সেথিন নামে পরিচিত। তাছাড়া একথাও জানা যায় তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেম্প্সের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসীফুল তাদেরকে সেথীন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম এর বর্ণনামতে মাজুজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে।

ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (সাঃ) ঘুম থেকে জেগে ওঠেন এবং তার চেহারা রক্তিম দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন আরবদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। এক মহাবিপদ তাদের জন্য ঘনিয়ে এসেছে। আজ বাঁধের বন্ধন থেকে ইয়াজুজ মাজুজ এভাবে মুক্ত হয়েছে তিনি তার তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গলী দ্বারা কড়ার ন্যায় বানিয়ে দেখালেন। আমি বললাম সৎলোকগুলো আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা স্বত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? তিনি উত্তরে বললেন হাঁ যদি অনাচার বেড়ে যায়। রাসূল (সাঃ) এর স্বপ্নটি সংঘটিত হয়। তার ওফাতের কয়েক যুগ পর। তাতার গোষ্ঠি আরবে ব্যাপকভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। হালাকু খানের হিংস্র সেনাদলের আক্রমনে আব্বাসীয় বংসের সর্বশেষ খলীফা আল মোতাসিম এর শাসনাধীন গোষ্টা আরব সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। সম্ভবত এটাই রাসূল (সাঃ) এর স্বপ্নের প্রতিফলন। সঠিক তথ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

বিস্তারিত জানতে ঃ (সূরা কাহফ: ৯৩-৯৪, সূরা আম্বিয়া ৯৬-৯৭)

আসহাবুল জান্নাত ঃ

ইয়েমেনের দাওরান দূর্গের অধিবাসীদেরকে পবিত্র কুরআনে আসহাবুল জান্নাত তথা বাগানের মালিক বলা হয়েছে। এখানে বনী হারেস গোত্র বসবাস করত। মূলত দাওরান একটি উচু পাহাড়ের নাম। এর নামানুসারে বনী হারেস গোত্রের দূর্গের নাম রাখা হয়। গোত্রের কয়েকজনের একত্রে ফসলের বাগান ছিল। সেখানে প্রচুর শস্যরাজি উৎপাদিত হত। ফসল কাটার সময়ে গরীব মিসকীন লোকেরা উপস্থিত হলে তাদেরকে ফসল থেকে মালিকেরা দান করতেন। একদিন তারা একত্রে শলা পরামর্শ করল সকাল হওয়ার আগেই অন্ধকারে ফসল কেটে ঘরে নিয়ে আসবে যাতে কোন গরীব মিসকীন টের না পায়। তাদের মধ্যে একজন বললো তোমরা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয়োনা। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত না করে সকলে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা খুব সকালে ফসল কেটে নিয়ে আসবে । আল্লাহ তায়ালা তাদের এ সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলেন এবং রাতেই তাদের ফসল ধ্বংস করে বিরান ভূমি বানিয়ে দিলেন । অতি প্রত্যুষে বাগানের মালিকরা গোপনে গোপনে বাগানের নিকট এসে বাগান না দেখে বলাবলি করতে লাগলো আমরা হয়ত পথ ভুল করেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা নিশ্চিত হয়ে গেল তাদের ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের বুঝতে বাকী ছিলনা যে, তাদের এ হীণ চিন্তা ও অকৃজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে এরূপ হয়েছে। অবশেষে তারা সকলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন। ফলে মহান আল্লাহ তাদের ফসলে বরকত দান করেন। (বিস্তারিত জানতে ঃ সূরা কলম ঃ ১৭-৩৩)

আসহাবুল ফীল ঃ

আসহাবুল ফীল হলো ইয়েমেনের শাসনকর্তা আবরাহা ইবনে আশরাম হাবশীর বাহিনী। খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী আবরাহা ইয়েমেনের প্রান্তরে একটি বিশাল গীর্জা নির্মাণ করেন। আরব ঐতিহাসিকগণ একে 'আল কালীস' বা 'আল কুলীস' অথবা "আল কুলাইস" নামে উল্লেখ করেন। এটি গ্রীক ইকলেসিয়া শব্দের আরবিকরণ। তার উদ্দেশ্য ছিল সারা দুনিয়ার লোক মক্কায় অবস্থিত কাবার পরিবর্তে তার নির্মিত এ গীর্জায় এসে উপসনা করবে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, জনৈক আরব কোন প্রকারে তার গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে মল ত্যাগ করে । ইবনে কাসীর বলেন এ কাজটি করেছিল একজন কুরাইশী। অন্যদিকে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের বর্ণনামতে কয়েকজন কুরাইশ যুবক

গিয়ে সেই গীর্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। কারো কারো ধারণা মক্কা আক্রমণের বাহানা হিসাবে আবরাহা গোপনে নিজের কোন লোক লাগিয়ে এ কাজ করিয়েছিল যাই হোক ক্ষুদ্ধ আবরাহা ৫৭০ মতান্তরে ৫৭১ খৃষ্টাব্দে ৬০ হাজার পদাতিক ও ১৩ টি হাতী সহকারে কা'বা শরীফ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। মক্কার কাছাকাছি এসে আবরাহা ও তার সেনাবাহিনী আরবদের উট, ছাগল, ভেড়াসহ অনেক সম্পদ লুট করে নেয়। এর মধ্যে রাসূল (সা:) এর দাদা আব্দুল মোত্তালিবের ও দুটো উট ছিল। আব্দুল মোত্তালিব আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে তার উট দাবী করলে আবরাহা আশ্চর্য হয়ে বলল তুমি তোমার উট নিতে এসেছ? অথচ আমি তোমার ও তোমার বাপ দাদার পবিত্র ঘর কাবা ভাঙতে এসেছি এ ব্যাপারে কিছু বলছনা । তখন আব্দুল মোত্তালিব বললেন আমি তো কেবল উটের মালিক তাই উটের দাবি করছি। আর যিনি কাবার মালিক তিনি একে হেফাজত করবেন। আবরাহার ৬০ হাজার সৈন্যের এ বিশাল বাহিনীর মোকাবিলার সামর্থ না থাকায় আব্দুল মোত্তালিব কুরাইশদের পরিবার পরিজন নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দেন। তারপর তিনি ও কুরাইশদের কয়েকজন সরদার কা'বার নিকট গিয়ে কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করতে থাকেন যে তিনি যেন তার ঘর ও তার খাদেমদের হেফাজত করেন। বাস্তবিক মহান আল্লাহ বাইতুল্লাহকে হেফাজত করেন এবং আবরাহার হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। এ সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঠোঁটে পাথরকনা নিয়ে উড়ে এসে হস্তীবাহিনীর উপর বর্ষণ করতে থাকে। ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে, যার ওপরই পাথরকনা পড়তো তার সারা গায়ে ভীষণ চুলকানী শুরু হতো এবং চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিড়ে গোশত ঝরে পড়তো। দিগবিদিক ছুটা ছুটি করতে করতে আগে পরে সকলেই মারা যায়। আবরাহার হস্তীবাহিনী বাইতুল্লাহ ধ্বংস করতে এসে নিজেরাই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। (বিস্তারিত জানতে ঃ সূরা ফীল: (১-৫) তাফহীমুল কুরআন: সূরা ফীল: ঐতিহাসিক পটভূমি, মূল বক্তব্য (১-৫)

ইফকের ঘটনা :

৬ষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে বর্ণিল মুস্তালিক যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূল (সা) হযরত আয়েশা (রা) কে সঙ্গেঁ নিয়ে যান। তাঁর নিয়ম ছিল তিনি প্রত্যেক সফরে একেক জন স্ত্রীকে লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে সঙ্গেঁ নিতেন। এ সফরে হযরত আয়েশা (রা) লটারীর মাধ্যমে সফর সঙ্গিনী হিসেবে মনোনীত হন। যুদ্ধ শেষে ফিরে

আসার সময় কাফেলা পথিমধ্যে যুদ্ধ বিরতি করে। বিরতির সময় আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে গেলে হঠাৎ তাঁর গলার হার পড়ে যায়। তা খুঁজতে খুঁজতে দেরি হয়ে গেলে কাফেলা হযরত আয়েশা (রা) কে রেখেই সামনে অগ্রসর হতে থাকে। আয়েশা (রা) কে রেখে যাওয়ার কারণ ছিল এই যে, উটের উপর বসানো পর্দা ঘেরা এক বিশেষ বহনের নাম ছিল 'হাওদা' তিনি হাওদার ভেতরে অবস্থান করলে কয়েকজন মিলে হাওদাটি উটের উপর তুলে দিতেন। মজার ব্যাপার হলো হযরত আয়েশা ওজনে এত হালকা ছিলেন যে, যারা হাওদাটি উটের উপর তুলে দিলেন, তারা বুঝতেই পারেননি হযরত আয়েশা ভেতরে ছিলেন না। ইতোমধ্যে তিনি হার খুঁজে পেয়ে ফিরে এসে দেখেন, কাফেলার সবাই তাঁকে রেখেই চলে গেছেন। উপায়ান্তর না পেয়ে জমীনে চাদর বিছিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন, আশায় থাকলেন এই ভেবে যে, কাফেলার লোকেরা তাঁকে না পেয়ে খুঁজতে আসলে পেয়ে যাবে। যাত্রা বিরতিতে কাফেলার কোনো মালামাল রয়ে গেল কিনা তা কুড়িয়ে আনার দায়িত্ব ছিল প্রখ্যাত বদরী সাহাবী হযরত সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা) এর ওপর। তিনি এসে হযরত আয়েসাকে দেখেই চিনতে পেরে বলে উঠলেন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' উল্লেখ্য পর্দার বিধান ফরয হওয়ার পূর্বে তিনি আয়েশা (রা) কে দেখেছিলেন, তাই দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই আয়েশা (রা) কে চিনে ফেললেন। তিনি উট বসিয়ে দিয়ে একটু দূরে অবস্থান করে হযরত আয়েশাকে উটের ওপর উঠতে বললেন। হযরত আয়েশা (রা) উটের ওপর অবস্থান করলে সফওয়ান (রা) পায়ে হেটে লাগাম ধরে চললেন। ইতোমধ্যে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার অনুসারীরা প্রচার করতে লাগলো হযরত আয়েশা (রা) তাঁর সতীত্ব রক্ষা করতে পারেননি। তাদের অপপ্রচারের ফাঁদে পড়ে কয়েকজন দুর্বল মুসলিমও অপপ্রচার অংশগ্রহন করে। তাদের মধ্যে রয়েছেন হাসসান বিন সাবিত, মিসতাহ ইবনে উসাসা, হামনা বিনতে জাহাশ। কোনরূপ তথ্য প্রমান ছাড়াই কেবল আন্দাজ ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নবী পরিবারকে বিতর্কিত করার জন্য এ অপবাদ দেয়া হয়। অপবাদের এ ঘটনাকেই 'ইফকের ঘটনা' বলা হয়। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা দীর্ঘ এক মাস পর 'সূরা নূর' নাযিল করার মাধ্যমে হযরত আয়েশার সতীত্বের ঘোষণা দেন। ফলে যারা সংশয়ের দোলাচলে দোল খাচ্ছিলেন তাদের সংশয়ের নিরসন হল, সাথে সাথে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ল। (বিস্তারিত জানতে : তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূরঃ ঐতিহাসিক পটভূমি)